উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,১০৬.৮১ (-৩১.৪৬)

নিফটি : ২৫,৯৮৬.০০ (-৪৬.২০)

সঞ্চার সাথী ডাউনলোডের হিড়িক

ফোনে আড়িপাতা হবে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। তাতে কী! সাধারণ মানুষের মধ্যে বরং হিড়িক পড়েছে বিতর্কিত সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোডের। » ৭

হুমায়ুনকে গ্রেপ্তারের বার্তা

বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল। তাই বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে গ্রেপ্তার করতে নবান্নে চিঠি দিলেন বোস। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৮°	২৮°	২৫°
সর্বনিম্ন	১৪°	১৫°	১৫°	১৪°

আজ ভারতে আসছেন পুতিন » ৭

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 4 December 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 195

মজুরি বকেয়া, ভাত জোটানোই মুশকিল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের শুরুতে বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে ঠান্ডা। গরম পোশাক গায়ে চাপিয়ে সকাল-বিকেল ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু যাঁরা দুটি পাতা একটি কুঁড়ির ‘শিল্পী’ তাঁরা কেমন আছেন? তার খোঁজ রাখে আর কয়জনা? বকেয়া মজুরি, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) সহ অন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবিতে বহু আন্দোলনের সাক্ষী ডুয়ার্সের চা বাগানের মাটি। এবার এমন নানা দাবিকে সামনে রেখে কর্মবিরতিতে শামিল হলেন মেরিকো অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের পাঁচটি চা বাগানের একাংশ শ্রমিক। বুধবার থেকে তাঁরা একসঙ্গে ধূমচিপাড়া চা বাগানের কারখানার সামনে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। এদিন তুলসীপাড়া, হান্টাপাড়া ও বীরপাড়া চা বাগানে হাতেগোনা কয়েকজন শ্রমিক কাজ করেছেন। তবে ধূমচিপাড়া ও গ্যারগান্ডা চা বাগানে কোনও কাজ হয়নি।

মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী বলেছেন, ‘বাগানের জমির লিজ পেতে ৭ বছর লেগে গিয়েছে। সেজন্য ব্যাংকের ঋণ পেতেও সময় লাগছে। তবে আশা করছি, শিগগিরই ঋণ পেয়ে যাব। সেটা পেলে শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করা হবে।’ অন্যদিকে, বকেয়া দুটি পাক্ষিক মজুরির দাবিতে রায়মাটাং ও কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। বুধবার দুপুরে কালচিনি বাগানের শ্রমিকরা কাজ থেকে ফিরে ফ্যাক্টরি গেটের সামনে আন্দোলনে শামিল হন। আবার রায়মাটাং বাগানের শ্রমিকরা কাজে

এরপর আটের পাতায়

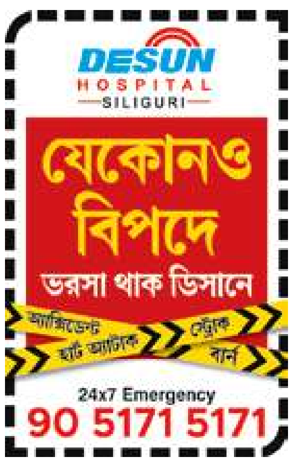

৩২০০০ চাকরি বহাল

আপনি থাকছেন স্যর...

তাঁর প্রতিক্রিয়া

গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটাতেই কেলেঙ্কারি ছিল। সেই কারণেই আমি পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেই বাতিল করেছিলাম। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নিশ্চয়ই কিছু বিষয়ে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

-অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্নীতি মানলেও মানবিক কোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : কার্যত এক যাত্রায় পৃথক ফল। দীর্ঘদিন চাকরি করলেও আদালতের কোপ থেকে রেহাই পাননি স্কুল সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিযুক্ত প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষকের জীবনে চরম স্বস্তি নেমে এল হাইকোর্টের নির্দেশে। বিচারপতি পদে থাকাকালীন তাঁদের নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়কে বাতিল করে দিলেন।

এই ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ হয়েছিল টেট-এর মাধ্যমে। এসএসসি ও টেট-উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক মামলা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা যে স্বস্তি পেলেন, তা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের ভাগ্যে হয়নি। আগেই তাঁদের নিয়োগ বাতিলে সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। টেট-এ দুর্নীতির মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিল বুধবার।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘সত্যের জয় হল। একইভাবে এসএসসি’র যোগ্য চাকরিহারাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া যায়, তাহলে বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে।’ আইনগত যুক্তির চেয়েও এই রায়ের পিছনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে স্বীকার করেছে কিন্তু আদালত।

কিন্তু সেই দুর্নীতির প্রভাব যাতে চাকরিরত শিক্ষকদের ওপর না পড়ে, সেদিকে নজর রেখেই চাকরি রাখার পক্ষে এই রায় বলে বেঞ্চ জানিয়েছে। এই রায়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বাসের আবহ ৩২ হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারে। তাঁরা যেমন স্বস্তি পেয়েছেন, তেমনই আপাতত ধাক্কা থেকে রেহাই মিলেছে রাজ্য সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের।

মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন বুধবার খবরটি পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সেখানে তিনি বলেন, ‘ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকরা মানবিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখেছেন। শিক্ষকদের পরিবার রক্ষা পেয়েছে, আমি খুশি। কথায় কথায় কোর্টে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়া ঠিক নয়।

এরপর আটের পাতায়

বিচারপতিদের মন্তব্য

- ৯ বছর ধরে যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁদের চাকরি বাতিল হলে কর্মরত শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে
- চাকরি করার সময় এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি
- পরীক্ষকদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে তেমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি
- কয়েকজন অসফল প্রার্থীর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে দেওয়া যায় না
- প্রমাণিত প্রতারণা ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে
- ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ ছাড়া গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না
- দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে তা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এর কোনও প্রমাণ নেই

একইদিনে জোড়া শতরান। একে অপরকে শুভেচ্ছা বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। যদিও দিনের শেষে ব্যর্থ হয়ে গেল সব। ৪ বল বাকি থাকতেই কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রায়পুরে।

ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না : মুখ্যমন্ত্রী

ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে অভয়বার্তা

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : শুভেন্দু অধিকারীর নাম নিলেন না বটে তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে মালদায় এসে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা যে মন্তব্য করেছিলেন তার জবাব দিলেন মালদার মাটিতে দাঁড়িয়ে। হিন্দু ভোটারদের এককাট্টা হওয়ার ডাক দিয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যে হারে মালদায় মুসলিম ভোট বাড়ছে, তাতে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মেরুকরণের এই চেষ্টার মোকাবিলায় বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্র করলেন ওয়াকফ আইন এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর)। মালদার গাজোলে কলেজ মাঠে তৃণমূলের জনসভায় তিনি বলেন, ‘কোনও কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভাজন করছে। তাদের উদ্দেশে বলি, ওয়াকফ আইন কেন্দ্র এনেছে। আমরা করিনি। আমরা বরং এর বিরোধিতা করছিলাম। সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছিলাম।’

শুধু একথায় থেমে না থেকে মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন কেন্দ্রের উদ্দেশে। তাঁর কথায়, ‘আমরা যতদিন আছি, এইসব জায়গায় হাত দিতে দেব না। হিন্দু হোক, শিখ হোক, খ্রিস্টান হোক, আমি বেঁচে থাকতে কারও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখবেন। আমি সব ধর্মকে ভালোবাসি।’ বুধবার দুপুরে তিনি হেলিকপ্টারে কলেজ মাঠে পৌঁছান। হেলিপ্যাড থেকে হেঁটে মঞ্চে যান। আদিবাসী নাচ-গানে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

আদিবাসী শিল্পীদের সঙ্গে পা মেলালেন মমতা। গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

> আমি কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কাউকে পুশব্যাকও করতে দেব না। আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি আপনাদের পাহারাদার।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

যদিও মালদা মোতুয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাজিদুর রহমানের বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ নিয়ে যা বলছেন, তা পরিষ্কার নয়। ওয়াকফ সংশোধনী আইন ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য মানতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় কোনও বিল এনে আটকানো যায় কি না, আমার জানা নেই। স্বাভাবিকভাবে আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, দরগা- যেগুলো রেজিস্টার্ড ওয়াকফ নয়, সেগুলো খতিয়ান ১-এ চলে যাচ্ছে। জেলা কালেক্টরকে মাথায় রাখা হচ্ছে।’

এরপর আটের পাতায়

বুথে নজর দিন, বঙ্গ সাংসদদের নির্দেশ নমোর

মোদির সঙ্গে বৈঠকে বাংলার বিজেপি সাংসদরা। বুধবার।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : হোমটাস্ক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সতর্কও করলেন বিজেপির বাংলার সাংসদদের। আলটপকা মন্তব্য সম্পর্কেও সংযত থাকার নির্দেশ দিলেন। বিশেষ করে এসআইআর-এ কত লোকের নাম বাদ যাবে তা নিয়ে বাংলার বিজেপি নেতাদের প্রকাশ্যে নানা পরিসংখ্যান পেশে তিনি যে বিরক্ত, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। জানিয়ে দিয়েছেন, কত নাম বাদ যাবে তা না বলে বলতে হবে- অবৈধ একজনের নামও এসআইআর-এ থাকতে দেওয়া যাবে না।

সংসদ ভবনে নিজের দপ্তরেই বুধবার ওই বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদি। যিনি বিহার দখলের পরই বার্তা দিয়েছিলেন, এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে বিজয় পৌঁছাবে বাংলায়। সেই লক্ষ্যেই তিনি বাংলার সাংসদদের মাটি কামড়ে লড়াই করতে হবে বলে নির্দেশ দিলেন। বাংলা জিততে গেলে যে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন। বৈঠক ছিল প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো।

কিন্তু সেজন্য যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কতটা প্রস্তুত ছিল, তা বোঝা গিয়েছে, বৈঠকের আগে প্রত্যেক সাংসদের হাতে তাঁদের কাজের রিপোর্ট কার্ড ধরিয়ে দেওয়ায়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কয়েকজন প্রশংসা পেলেও সার্বিকভাবে যে তিনি অসন্তুষ্ট, বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদি।

এরপর আটের পাতায়

রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে বুধবার কাজে যোগ দিলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। তাঁকে স্বাগত জানালেন ডিজি রাজীব কুমার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে রিচাকে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে নেই একজনও পড়ুয়া

আঁধারে পাঠশালা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর : নামেই উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নেই একজনও পড়ুয়া। অভিযোগ, শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শিকেয় উঠেছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে অধিকাংশ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের পদ ফাঁকা। গত এক দশকে ১৭ জন শিক্ষক বদলি নিয়ে চলে গিয়েছেন এই স্কুল থেকে। ৫ বছর আগে স্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা শুচিস্মিতা উকিল ঘোষ অবসর নেন। এরপর আর প্রধান শিক্ষিকা পায়নি স্কুলটি। সেই থেকে টিচার ইনচার্জ স্কুল সামলাচ্ছেন। এই মুহূর্তে বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা ৭। এর মধ্যে মাত্র একজন উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিকা আছেন, যাঁর কাঁধে রয়েছে টিচার ইনচার্জের গুরুদায়িত্ব। এছাড়া ৭ জন পার্শ্বশিক্ষিকা আছেন।

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে মোট ৯৮০ জন পড়ুয়ার রয়েছে। অনুপাতের হিসাবে ৩২ জন শিক্ষিকার প্রয়োজন। ফলে সারা বছরই স্কুলে সব ক্লাস হয় না বলে অভিযোগ। এনিয়ে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবক মহলেও ক্ষোভ জমেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চমাধ্যমিক) রবিনা তামাং বলেন, ‘শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের বিষয়টি আমাদের হাতে নেই। এব্যাপারে সবকিছুই এসএসসি থেকে হয়। স্কুলে স্কুলে শূন্যপদের রিপোর্ট পাঠানো আছে। নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই খোঁজ নেব।’ বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সংগীতা দাস বলছেন, ‘পড়ুয়ার তুলনায় শিক্ষিকার সংখ্যা অনেক কম। গত কয়েক বছরে অবসরগ্রহণ এবং বদলি সহ মোট ১৮ জন শিক্ষিকা স্কুল ছেড়েছেন। পরিবর্তে ২০২৪-’২৫ শিক্ষাবর্ষে ৪ জন আপার প্রাইমারির শিক্ষিকা কাজে যোগ দিয়েছেন। সমস্যার কথা একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। বিভিন্ন প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সামলানোর পরও আমরা স্কুলের পঠনপাঠন ঠিকমতো চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।’

কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি কাজল বসু বলেন, ‘চেষ্টা করেও শিক্ষিকাদের বদলি ঠেকানো যায়নি। শিক্ষিকাদের কেউ সাধারণ বদলি, কেউ মেডিকেল গ্রাউন্ডে বদলি আর অধিকাংশই উৎসশ্রী প্রকল্পে নিয়ম মেনেই বদলি নিয়েছেন। পঠনপাঠন ঠিকমতো চালানোর জন্য শিক্ষিকা দেওয়ার দাবিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে একাধিকবার দরবার করেছি। ফলস্বরূপ বিগত ২ বছরে চারজন নতুন শিক্ষিকা পেয়েছি। আরও প্রয়োজন। গ্রামের সাধারণ গরিব পরিবারের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষিকা খুব জরুরি। মিটিং করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়টি অভিভাবকদের বলেছি। নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারেও আশ্বস্ত করেছি।’

এরপর আটের পাতায়

ডিব্রুগড়ে নতুন সিক লাইনের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ডিএসইউ/০৩ তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিব্রুগড়ে-ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে নতুন সিক লাইনের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১৪,৩৪,১৫,৯৯৪.৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮,৬৭,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা, গতি শক্তি ইউনিট, তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নিউ জলপাইগুড়িতে রানিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরও_২০এ_২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়িতেঃ নিউ জলপাইগুড়ির মহানন্দা রানিং রুমে ২৪ মাসের (০২ বৎসরের) এক সময়সীমার জন্যে দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৩৫,০৯,৯৮২.১৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,১৭,৬০০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৫২_২৫-২৬, তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৫২_২৫-২৬, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই স্থানে (ফেস-II) সীমিত বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্সে ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৩০,৫৪,৫০৫.৯০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৫,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/৫২_২০২৫/কে/১১২১, তারিখঃ ২৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং: ৫২_২০২৫, কাজের নামঃ (ক) "সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার-এর অধীনে কমিউনিটি হল ও সিনিয়র ইন্সটিটিউট-এর নবীনীকরণ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পারা, কাটিহারে সমস্ত স্টাফদের জন্য কভার শেড সহ বেডমিন্টন কোর্ট-এর ব্যবস্থা"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (গ) "ডিভিশনাল হাসপাতাল, কাটিহারঃ ছাদের লিকেজ, আই সোলেশন ওয়ার্ড, ফিজিওথেরাপিস্ট ইউনিট-এর মেরামত ও আপগ্রেডেশন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭০,৫২,৯০৮.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৪১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯৭, তারিখ ০১.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : (ক) সাহিবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামো সংক্রান্ত বাংলো নম্বর ২এ, ২বি এবং ৮৮-র উন্নয়ন ও সংস্কার। (খ) সাহিবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামো সংক্রান্ত সাহিবগঞ্জ ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও সংস্কার। টেন্ডার মূল্য : ৮৫,৮২,৬০১.৯৮ টাকা। বায়না মূল্য : ১,৭১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: নেই। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ১৬.১২.২০২৫ থেকে ৩০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-250/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পরিচালন এবং বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০২ তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. মেক-এপিডিজে- ২০২৫-০২। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে তাৎক্ষণিক জলযোগান পদ্ধতির পরিচালন এবং বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (এএমসি)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৪,১০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে এবং খোলা যাবে সেই একই তারিখে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিএমই/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যালেনে ভর্তির ফি-তে ছাড়

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট, কোটা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষার কোচিং-এর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এখানে ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে। ২০ ডিসেম্বরের আগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা ভর্তির ফি-তে বিশেষ ছাড় পাবে।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিনোদ কুমাওয়াত বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজিত ট্যালেন্টএক্স পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। যে সমস্ত শিক্ষার্থী স্কলারশিপের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তারা যদি ২০ ডিসেম্বরের আগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে তাহলে ট্যালেন্টএক্স স্কলারশিপের পাশাপাশি তারা ভর্তির ফি-তে ছাড়ের সুবিধাও পাবে।'

এলআইসির নয়া আধিকারিক

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : এলআইসি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন রামাকৃষ্ণান চান্দের। কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর এই নিযুক্তির কথা জানিয়েছে। রামাকৃষ্ণান ১৯৯০ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে এলআইসিতে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়ার আগে চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার এবং এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ ইনভেস্টমেন্ট পদে ছিলেন তিনি।

ওএইচই মডিফিকেশনের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৫-২৬, কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ কালচিনি স্টেশনে নতুন প্ল্যাটফর্ম নং ২ নির্মাণ এবং নিউ মাল জংশন স্টেশনে পিপি শেড সম্প্রসারণের কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই মডিফিকেশনের কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৮২,৫৮,০৫১.২৯ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৬৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট্র. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

আবেদনপত্র হাতে দাঁড়িয়ে চাঁদু শেখ। ছবি : এপঙ্কজ ঘোষ

'দিদি'র সাক্ষাৎ হল না, ক্ষুণ্ণ চাঁদু

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : সালটা ১৯৯৪। রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে বামফ্রন্ট সরকার। কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় গাজোলে ঘটে যায় এক নৃশংস ঘটনা। বর্গার দাবি না ছাড়ার জন্য জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বর্গাদার চাঁদু শেখের পরিবারকে। ঘরে শিকল তুলে লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। ঘর থেকে বের হতে না পেরে জীবন্ত পুড়ে মারা যান চাঁদুর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রোকেয়া বিবি, আট বছরের মেয়ে আখতারি বানু, পাঁচ বছরের ছেলে জাহাঙ্গির হোসেন এবং বছর তিনেকের ছেলে এন্তাজুল হোসেন। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন চাঁদু নিজেও। কোনওরকমে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা জেলা হাসপাতালে। দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকনাপাড়ার এই ঘটনা সেই সময় আলোড়ন তুলেছিল গোটা রাজ্যে। ঘটনার পর বাম নেতারা ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামে। কলকাতা থেকে চলে এসেছিলেন মমতা। চাঁদুকে নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। চাঁদুর পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর চাঁদু শেখ চলে আসেন গাজোল শহরের সরকারপাড়ায়। সেখানেই বাড়ি তৈরি করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বর্তমানে চাঁদু গুরুতর অসুস্থ। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় এসেছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলার। কিন্তু সেই আশা এদিন আর পূরণ হয়নি। দেখা হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কেঁদে ফেলেন চাঁদু। বলেন, 'সেই সময়কার কংগ্রেস নেত্রী বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার জন্য কিছু করবেন। আগে বেশ কয়েকবার দিদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। মালদায় এলেই মুখ্যমন্ত্রী আমার কথা বলেন। বর্তমানে আমি খুব অসুস্থ। তাই দিদির কাছে আমার কথা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হল না।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দিয়েছেন চাঁদু। তাঁর আশা, নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending December 2025 & March 2026.

2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org regularly for details & submission of quotations.

Principal, APS Binnaguri

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৮/২০২৫-২৬, তারিখ: ২৭-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১১৬৮/ওটি/১৮৭/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৯-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বল জয়েন্ট রোল লিঙ্ক ফ্লেক্সিবেল জয়েন্ট (অ্যান্টি রোল বার লিঙ্ক) ডিআরজি নং:– সি৫৩৯৭৩ আরইবি বিআরইডি ৮৪১৬ আরইভি-৩আর৩ মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন:– ১৭.৫৩১.১০০.০৩ সংশোধনী নং-০১, ১৭.৬১৭.১০০.০২, এমডিটিএস-১৪৮ আরইভি-০১ অথবা সর্বশেষ এবং এমডিটিএস-১২২ আরইভি-০৩ অথবা সর্বশেষ (ওয়ারেন্টির সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৪৮ মাস) (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ পরিদর্শন: না, স্টেজ সংখ্যা: ০) [ইউভিএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৯৬, ফিয়াট বগির জন্য রাবার-মেটাল বন্ডেড আইটেমের সেট] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ – ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ৩৫৫২টি, (ii) পরিমাণ – নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ২০৩৮টি, (iii) পরিমাণ – নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪টি । পি.এল. নং–৩৩৫০০০২২।

ক্রম নং:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫৬৭৯এ/ওটি/১৮৮/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ অনুযায়ী, সর্বশেষ সংশোধন, যদি থাকে, সহ ৬০ কেজি থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ। [ওয়ারেন্টি সময়সীমা: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ পরিদর্শন: হ্যাঁ, স্টেজ: ১] [ইউভিএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব সেজ এবং এন্ড ফোরজিং সাব আইটেম: থিক ওয়েব সেজ] আইটেম টাইপ:পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ১০২ সেট। পি.এল. নং: ৬০০৬০৮৩৬০১৭৫।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উত্তরের পুরোনো স্থাপত্য রক্ষার উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের কোন পুরোনো স্থাপত্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর কোনটি স্টেট হেরিটেজ কমিশন করবে, তার তালিকা তৈরির তোড়জোড় শুরু করল স্টেট হেরিটেজ কমিশন। অবশ্যই তার আগে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্যকে। আগামী ১০ ডিসেম্বর কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে সম্ভাব্য হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে জমা নেবে কমিশন। তারপর তালিকা থেকে কোন সম্পত্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, তা দেখবে কমিশন।

উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে ইতিহাস ও হেরিটেজ বিষয়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির কোন কোন সম্পত্তি ১০০ বছরের বেশি পুরোনো, তার তালিকা জেলাগুলি থেকে জমা নেবে কমিশন। যা থেকে বাছাই করে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কোন সম্পত্তি রাজ্য কমিশন সংরক্ষণ করবে আর কোনগুলি এএসআই করবে, তার তালিকাও করা হবে বলে জানান রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-029/2025-26** Last date of online bid submission 03/01/2026 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O- DINHATA, DIST - COOCHBEHAR, P.S- DINHATA, PIN - 736135

E-tender are invited from bonafide resourceful Contractor /Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/12/25-26, dated- 25.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/13/25-26, dated- 25.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/04/25-26 (2nd Call), dated- 25.11.2025, Din-I/BDO/APAS/14/25-26, dated- 27.11.2025, Din-I/BDO/APAS/15/25-26, dated- 27.11.2025, of the BDO, Dinhata-I Dev Block under APAS fund. Details are shown in **w.w.w.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 24.12.2025 at 5.00 P.M., 25.12.2025 at 5.00 P.M., 25.12.2025 at 5.00 P.M., 27.12.2025 at 5.00 P.M., 29.12.2025 at 5.00 P.M. respectively.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
Dinhata : Coochbehar

কাটিহার মণ্ডলে বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৩-২০২৫/ জিইএম/কে (ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৫/ বি/৬৯৪৮০৭০)/১১২৮ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে- ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ইমার্জেন্সী ব্রেকডাউনের পুনরুদ্ধার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়মিত ভিত্তিক মানুষ এবং সামগ্রী পরিবহনের জন্যে ফিল্ড এসএসই-ইন-চার্জের হেতু ০২ টি বন্ধ উপযোগী বাহন (চার চাকাযুক্ত বাণিজ্যিক বাহন) পিক আপ ভ্যান) ভাড়া করা (এসএসই/ইলেক্ট/ পি/আইসি/কিশনগঞ্জ, এসএসই/টিএল এণ্ড এসি/ আইসি/কিশনগঞ্জ-০১ ভেহিকল এবং এসএসই/ ইলেক্ট/পি/আইসি/বারসোই-০১ ভেহিকলের জন্যে)। টেন্ডার রাশিঃ ৪৩,৬৬,৫১২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৭,৩৪০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Amiya Kumar Sinha S/o Late Narendra Nath Sinha, রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদহ পঃবঃ, পিন-৭৩২১০১, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আমার ও আমার বাবার পদবী Singha, আমার স্ত্রী Ila Ray D/o Sitesh Chandra Ray-র বদলে Ila Singha W/o Amiya Singha, আমার বড় ছেলে Anirban Singh Parmer S/o Amiya Kumar Singh Parmer-র বদলে Anirban Singha S/o Amiya Kumar Singha আমার ছোট ছেলে Aniruddha Singh Permar S/o Amiya Kumar Singh Permar থাকায় গত 28.11.2025 তারিখে E.M. Malda Court এ Affidavit বলে আমার ও বাবার পদবী Singha থেকে Sinha, আমার স্ত্রীর পদবী Singha থেকে Ray কারণ সে একই ব্যক্তি। আমার বড় ছেলের পদবী Singha থেকে Singh Parmer কারণ সে একই ব্যক্তি। ছোট ছেলে Aniruddha Singh Permar S/o Amiya Kumar Singh Permar. উভয় ছেলের পিতা Amiya Kumar Sinha, Amiya Kumar Singha, Amiya Kumar Singh Parmer, Amiya Kumar Singh Permar এই নামগুলি যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (M-115446)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB - 63 1999 0889106 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 03-12-2025 E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rafikul Akanda এবং Rafiqul Akand, S/o. Osman Akanda@ Osman Akand এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Rafikul Akanda হিসেবে ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। চিলাখানা, থানা : তুফানগঞ্জ, জেলা : কোচবিহার। (C/118928)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১০২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ৪৫-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ এডিইএন/II/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এসএসই পিওয়ে/তুফানগঞ্জের অধীনের ৯১/৭-১৪৮/০ কিলোমিটার থেকে (নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ) নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ খণ্ডে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৩৭,৫৫,৪৬৬.১৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

সুর্বণ সুযোগ-বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে (আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি) উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9830364767. (K)

Walk in Interview

WBVHA FSW (TI Project), Requires Project Manager & Accountant cum MNE, Qulf - PG in Social Science & B.Com with Computer knowledge, 5 years' Experience in same field. Hon'm Rs. 21000/- & 16,000 per month + T.A. Documents Required : Educational Qualificaton Certificates, Experience Certificate, Residential Proof. Date of Interview 08/12/25 at Babupara DIC Office Siliguri (Ph. : 8918962700/ 8367806473). (C/119178)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্র নং B/2025/1929342 নাম ভুল থাকায় গত 24-11-25, J.M. 2nd Court (Newly Created) দিনহাটা অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার কন্যা Ishita Das এবং Radha Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। সুনিশ্চিত এবং যথাযথ সংশোধনের জন্য জন্ম শংসাপত্রে Radha Barman এর পরিবর্তে Ishita Das হবে। এই হলফনামা পেশ করলাম। - Biswajit Das, গ্রাম ও পো : কিশামত আদাবাড়ি, থানা : সিতাই, জেলা : কোচবিহার। (C/118926)

•

আমি Dipu Das, পিতা : Late Jiten Das, ঠিকানা : দত্তপাড়া ঝিল কলোনি, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃ ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No: WB6919910894783) আমার নাম ভুলবশত Dipak Ch. Das উল্লেখ থাকায় গত ০২/১২/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Dipak Ch. Das থেকে Dipu Das করা হল। Dipak Ch. Das এবং Dipu Das একই ব্যক্তি। (C/118755)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

5 DEC. শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
6 7 8 DEC. জলপাইগুড়ি
হোটেল জেলা প্রিতম
8th Dec. upto 3 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
কর্মী প্রতিভা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিইপিটিএএম)
মানব সম্ভাবনাকে নিরীক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং স্বীকৃতি প্রদান

ডিআরডিও-তে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ এবং গর্বের সহিত দেশের সেবা করুন।

সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি এবং টেকনিসিয়ান-এ পদে নিয়োগ
মোট শূন্যপদ : ৭৬৪
বিজ্ঞপ্তি নং : সিইপিটিএএম-১১

সিইপিটিএএম নিম্নের তালিকার বিবরণ অনুসারে, সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি এবং টেকনিসিয়ান-এ পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ক্রমিক নং.	পদের নাম	বেতনের গঠন (৭ম সিপিসি অনুসারে)	বয়সের সীমা (বছর)*	মোট শূন্যপদ (নং)
০১	সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি (এসটিএ-বি)	স্তর ৬ (৩৫৪০০-১১২৪০০)	১৮-২৮	৫৬১
০২	টেকনিসিয়ান - এ (টেক - এ)	স্তর ২ (১৯৯০০-৬৩২০০)	১৮-২৮	২০৩

* ভারত সরকারের নিয়মাবলি অনুসারে বয়সের উপর শিথিলতা বরাদ্দ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নিবন্ধীকরণের লিংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডিআরডিও-এর সরকারি ওয়েবসাইট www.drdo.gov.in-এর অন্তর্গত "অফারিং" মেনুর "ভ্যাকেন্সি" বিকল্পে উপলব্ধ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদন প্রার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ আপডেটেড নথিগুলি যেমন ফোটো আইডি, প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলির সমর্থনে শংসাপত্র, সংরক্ষণ, শিথিলকরণ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার আগে গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি ডিআরডিও-এর সরকারি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে
www.drdo.gov.in
আবেদনের অনলাইন লিংকটি আনুমানিকভাবে ডিআরডিও-এর ওয়েবসাইটে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫-এ সক্রিয় হবে।

আগ্রহী সকল আবেদনপ্রার্থীদের আপডেটগুলির জন্য ওয়েবসাইটটি অনুসরণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

CBC 10301/11/0120/2526

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ক্লাসরুম, দুপুর ১.৩০ দাদা, বিকেল ৪.৩০ পাগলু-টু, সন্ধে ৭.৩০ দুরন্ত প্রেম, রাত ১০.৩০ মন শুধু তোকে চায়
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মনে মনে, দুপুর ১২.০০ প্রতিশোধ, ২.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.৩০ জোয়ার ভাঁটা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ প্রেম আমার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনুভব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি দ্য চ্যালেঞ্জ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল
জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৪ এক রিস্তা, দুপুর ২.১৮ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, বিকেল ৫.২৩ দবং, রাত ৮.০০ জাট, ১১.০২ এনিমি
জি বলিউড : বেলা ১১.৩২ কুদরত কা কানুন, দুপুর ২.২২ হমারা দিল আপকে পাস হ্যায়, বিকেল ৫.৪৩ লড়াই, রাত ৯.০০ সুহাগ, ১১.৪৯ মুকদমা
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৪৫ হিটম্যান, বিকেল ৪.১৫ ওয়ার ফর দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, সন্ধে ৬.৩০ অবতার, রাত ৯.০০ সিন্ডারেলা, ১০.০৫ ক্যাপ্টেন আমেরিকা : দ্য ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার

জাট রাত ৮.০০ জি সিনেমা

বড়বউ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

চিতা ব্লাড ব্রাদার্স রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও বন্ধুর সহায়তায় বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। বৃষ : শরীর নিয়ে নানারকম সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। সামান্য কাজ নিয়ে সংসারে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনায় মন দিন। সমাজসেবীরা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। কর্কট : ব্যবসায় আজ নতুন করে লগ্নি না করাই ভালো। আপনার বুদ্ধির কৌশলে কোনও আত্মীয়ের সংসার ভাঙানোর খেলা বিফলে যাবে। সিংহ : নিকটাত্মীয়দের ব্যবহারে অবাক হবেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যাওয়ার বাধা কাটবে। কন্যা : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে লাভবান হবেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। তুলা : বহুদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। বৃশ্চিক : সৃজনশীল কোনও কাজে সম্মানিত হবেন। পারিবারিক কোনও ঘটনার জন্য আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন। বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী প্রমুখের প্রসার বাড়বে। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো মামলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলবে। দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। কুম্ভ : সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুলের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। মীন : কর্মক্ষেত্রে আপনার শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭ অঘোন, সংবৎ ১৪/১৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ১২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্দশী দিবা ৭।৩৮ পরে পূর্ণিমা শেষ রাত্রি ৫।১৫। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৩।৯। শিবযোগ দিবা ১। ১৯। বণিজকরণ দিবা ৭। ৩৮ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ৬।২৬ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫। ১৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৭।৩৮ গতে বায়ুকোণে শেষরাত্রি ৫। ১৫ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৫।১৫ মধ্যে মার্গীপূর্ণিমা বা অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯। ২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রায় শুনে কেঁদে ফেললেন শিক্ষকরা

কলঙ্কমুক্ত হলাম

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আড়াই বছর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়েছে তাঁদের। বুধবার বেলা দুটো নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের রায় ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু বেলা ১২টার আগে থেকেই কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, মাটিগাড়া থেকে মেদিনীপুর- রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা হাজির হয়েছিলেন হাইকোর্ট এলাকায়। ক্রমেই যত সময় এগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা আরও প্রকট হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে আশঙ্কা করে সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে বিশাল বাহিনী নামানো হয় হাইকোর্ট এলাকায়। তিরিক্ষি মেজাজের শিক্ষকদের সামলাতে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বার বার ওয়াকিটকিতে বিভিন্ন পয়েন্টে থাকা পুলিশ কর্তাদের ক্রমাগত নির্দেশ দিতে থাকেন। ১২ মিনিট ধরে রায় পড়ার পর একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের খবর বাইরে আসতে সময় লেগেছে ১ সেকেন্ডেরও কম। এক লহমায় বদলে যায় জমায়েতের মেজাজ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেউ আলিঙ্গনে মাতলেন, কেউ ফোন করে প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বার্তা- 'কলঙ্কমুক্ত হলাম'। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পুলিশও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলাকা ছেড়ে চলে যান পুলিশকর্তারা।

টাউনহলের সামনে থেকে শুরু করে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, অন্যদিকে সেন্টিনারি বিল্ডিংয়ের সামনে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও সাড়ে দশটার মধ্যেই আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন। বেলা দুটো বাজতেই উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। হাইকোর্টের মূল ভবনের একতলায় একেবারে কোণে ১১ নম্বর এজলাস। এদিন অবশ্য সাংবাদিক ও আইনজীবী ছাড়া কাউকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাতেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ভিড়ের চাপে দরজা খোলা রাখতে হয়। এজলাসের বাইরে ততক্ষণে কয়েকশো শিক্ষক জড়ো হয়েছেন। দুপুর ২টো ২৪ মিনিটে এজলাসে আসেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্র। রায় স্বাক্ষর করেন। তারপরেই ২টো ২৬ মিনিটে রায়ের মূল অংশটুকু পড়া শুরু করেন। ২টো ৩৮ মিনিটে নির্দেশ ঘোষণা হতেই বাইরে শুরু হয়ে যায় মিষ্টিমুখ। একে অপরের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থেকে এসেছিলেন বিশাল ওঁরাও। কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে 'সুসংবাদ' দিয়ে বলেন, 'আমাদের ওপর এতদিন অবিচার হয়েছিল। এবার আমরা বিচার পেলাম।' স্বামীর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন মৌসুমি দাস। বললেন, 'কত রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি। মাথায় কলঙ্কের বোঝা চেপেছিল। অবশেষে নিশ্চিন্ত।' আলিপুরদুয়ারের কৌশিক সরকার বলেন, 'চাকরিখেকো অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, হায় হায়। আমাদের চাকরি খেয়েছিলেন। এখন সামনে আসুন উনি।'

সত্যের জয়... বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে উচ্ছ্বাস শিক্ষকদের।

এসএসসি নিয়ে কেন ভিন্ন পথ, প্রশ্ন চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুর্নীতির দায়ভার এখনও বয়ে চলেছেন এসএসসি'র ২০১৬ সালের প্যানেলের 'যোগ্য' চাকরিহারারা। বুধবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার পর আদালতের দিকে প্রশ্ন তুলছে একাধিক মহল। 'যোগ্য' চাকরিহারারা আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেও তাঁদের প্রশ্ন, সংবিধান মেনে তাঁদের কেন বিচার করা হল না? দুই ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত হয় কীভাবে?

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'আমাদের এখন কাজ যোগ্যদের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করা।' চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল ও রাকেশ আলমের কথায়, 'প্রাথমিকের পরিণতি যে আমাদের মতো হয়নি তাতে আমরা যথেষ্ট খুশি। তবে একটাই আক্ষেপ, দুর্নীতির সাজা দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমাদের ক্ষেত্রেও যোগ্যদের চাকরি যাতে বহাল থাকে, সেই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হব।' শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মত, 'আদালত দুর্নীতির কথা যখন স্বীকার করে নিয়েছে, তখন রাজ্য সরকারের দুর্নীতি স্পষ্ট।' শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের কিংকর অধিকারীর কথায়, 'আদালতের দু-রকম বিচার দু-জায়গায় হতে পারে না।' যদিও এই রায়ে কিছুটা স্বস্তিতে শিক্ষামহল।

যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন, এমন শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্টভাবে দাগি নন, এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, কারা দাগি আর কারা নন। বিচারপতির মন্তব্য, 'যাঁরা দাগি

গ্রুপ সি ও ডি

নন, তাঁদের বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার বিষয়টি আটকাতে পারে না কমিশন। এমনটাও হতে পারে, দাগিদের নিযুক্তিকরণের ফলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাঁরা দাগি নন তাঁদের অনেকেই চাকরি পাননি।' ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র আবেদন প্রক্রিয়ায় বয়সসীমায় ছাড় দিয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া অংশ নিয়েও আবেদনকারীরা অপেক্ষমাণ তালিকায় ছিলেন। রাজ্যের আইনজীবীর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকায় কোথাও 'নট স্পেসিফিকালি টেন্টেড' বলে ক্যাটিগোরি নেই।

বাদ ৫০ লক্ষের বেশি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : এসআইআর শুরুর এক মাস পরে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়াল। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'বুধবার পর্যন্ত ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০টি ফর্ম অসংগৃহীত রয়ে গিয়েছে।' নিয়ম অনুযায়ী বিলি করা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে আপলোড করা না হলে বিএলওরা তাকে অসংগৃহীত হিসাবেই উল্লেখ করে থাকেন। যদি কোনও এনুমারেশন ফর্ম না ফেরে, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে ওই ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় থাকবে না। এদিন কমিশন মৃত ভোটারদের যে তথ্য জানিয়েছে তার ভিত্তিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর অন্তত ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ ভোটার শুনানিতে ডাক পেতে পারে কমিশন। এদিকে রাজ্যে এসআইআরের নজরদারি চালাতে তিন সচিবকে রাজ্যে পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

মৃত ভোটারহীন বুথের সংখ্যা ফের কমল। মঙ্গলবার ২২০৮টি বুথের থেকে কমে ৪৮০ হয়েছিল। এদিন দ্বিতীয় দফার যাচাই পর্বের পর কমে দাঁড়াল ২৯-এ। এখনও পর্যন্ত ২৯টি বুথে মৃত ভোটার কেউ নেই। যদিও এই তথ্য পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্যে সংশ্লিষ্ট বুথগুলির বিএলও এবং ইআরওদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এই ২৯টি বুথের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনাই শীর্ষে। ২২০৮টি বুথের তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই তালিকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বুথের সংখ্যা ৭৬৬টি। তথ্য যাচাইয়ের পর বুথ সংখ্যা কমে হয়েছে ২০টি। জলপাইগুড়ি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একটি করে এবং পুরুলিয়ায় ২টি ও মালদায় ৬টি বুথ রয়েছে। নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার থেকে বেড়ে ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০টি। একইভাবে মৃত ভোটারের সংখ্যাও ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার থেকে বেড়ে হল ২৩ লক্ষ। ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যাও বাড়ল ৩ লক্ষ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় কার্তিক চন্দ্র সাহা

তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম

আমার পরমারাধ্য পিতা ^কার্তিক চন্দ্র সাহা গত ২০/১১/২০২৫ বৃহস্পতিবার ইহলোকের মায়ামমতা ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ৫/১২/২০২৫ শুক্রবার নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। সেই দিন শ্মশানবন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুবান্ধবরা অংশগ্রহণ করে পিতৃদায় হতে মুক্ত করবেন।

ভাগ্যহীন : কালাচন্দ সাহা (বাপি), সাহা ভবন বজিরহাট, কোচবিহার।

শোকাহত পরিবারবর্গ : অঞ্জলি রানি সাহা (স্ত্রী), সোমা সাহা (পুত্রবধূ), মিনা সাহা, শিখা সাহা, পূর্ণিমা সাহা (কন্যা), রাধাগোবিন্দ সাহা, বিমল কুমার সাহা, উত্তম সাহা (ভ্রাতা), উমা সাহা, মুক্তি সাহা (ভাগ্নি), কানাইলাল, অনিরুদ্ধ (নাতি), সবর্ণী, কুসুম (নাতনি), ভারতী সাহা, বুলু সাহা, বাবলি সাহা (ভ্রাতৃবধূ), বিরাজ, বিবেক, শুভদীপ (ভাইপো), পিংকি, পূজা, পায়েল (ভাইঝি)।

হুমায়ুনকে গ্রেপ্তারের বার্তা বোসের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রশাসন অনুমতি না দিলেও ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস আটকানো যাবে না বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিলেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমায়ুনের মন্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন রাজ্যপাল। তবে রাজ্যপাল কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিতে পারেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

রাজ্যপালের এই পদক্ষেপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল বিজেপির দালালি করেন। সংবিধান যদি তিনি পড়ে থাকেন, তাহলে মনে রাখতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। রাজ্যপাল এইভাবে রাজ্য সরকারকে কোনও নির্দেশ দিতে পারেন না। তিনি বিজেপিকে খুশি করার জন্য এই ধরনের কথা বলছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার দলনেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে তা আমি সংবাদমাধ্যমকে বলতে বাধ্য নই। তবে এইটুকু বলতে পারি আইনের বাইরে আমি কিছু করছি না।'

৬ ডিসেম্বর বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। প্রশাসন বাধা দিলে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারিও তিনি দিয়েছেন। তবে হুমায়ুনের এই মন্তব্যকে দল যে ভালোভাবে নিচ্ছে না তা স্পষ্ট। এই নিয়ে এদিনই মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকারের (ডেভিড) সঙ্গে কথা বলেছেন মমতা।

রাজ্যের জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

সহযোগিতায় :- স্কুল শিক্ষা বিভাগ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

রাজ্যের GENERAL, OBC, MINORITY সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET - 2027 এর কোচিং

একাদশ শ্রেণী (Class XI) বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :

1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত 65% (OBC) / 70% (GEN, MINORITY) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : 3,00,000/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Sl. No	District	Location	Address	Contact No
1	24 Parganas (North)	Barasat	Noapara Rashbehari Institution For Girls'	7980491213
2	24 Parganas (North)	Barrackpore	Naihati Narendra Vidyaniketan	8910194802
3	24 Parganas (North)	Bashirhat	Bhabla Tantra Sir R.N. Mukherjee High School	9547693365
4	24 Parganas (North)	Bongaon	Bongaon High School	9088596596
5	24 Parganas (North)	Habra	Prafullanagar Vidyamandir (HS), Habra-Prafullanagar	6291304399
6	24 Parganas (South)	Canning	Canning David Sassoon High School	9832589036
7	24 Parganas (South)	Diamond Harbour	Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS	9614459239
8	24 Parganas (South)	Kakdwip	Sundarban Adarsha Vidyamandir	9735819042
9	24 Parganas (South)	Baruipur	Madarat Popular Academy	9674461209
10	Bankura	Bankura Town	Bankura Girls' High School	8436909827
11	Bankura	Bankura Town	Bankura Christian Collegiate School	9851972512
12	Bankura	Bishnupur	K G Engineering College	9064983267
13	Bankura	Khatra	Khatra Girls' High School	9932441044
14	Howrah	Bagnan	Bagnan Girls' High School	8697803520
15	Howrah	Howrah Sadar	Jogesh Chandra Girls High School	8777383953
16	Howrah	Uluberia	Nona High School	8348003442
17	Purba Bardhaman	Burdwan	Krishnapur High School	8918943234
18	Purba Bardhaman	Kalna	Kalna Maharaja High School	6295333698
19	Purba Bardhaman	Katwa	Katwa Kashirampur Das Institution	7602707070
20	Pashchim Medinipur	Sabang	Sabang Saradamoyee High School	9732208125
21	Pashchim Medinipur	Medinipur Town	Keranitola Sree Sree Mohanananda Vidyamandir	9832125087
22	Paschim Medinipur	Garhbeta III	Gourav Guin Memorial College	9563832484
23	Paschim Medinipur	Ghatal	Ghatal Vidyasagar High School	8942990304
24	Paschim Medinipur	Kharagpur	Kharagpur Traffic High School	6295997083
25	Purba Medinipur	Contai	Contai Kishorenagar Sachindra Sikshasadan	8972758235
26	Purba Medinipur	Egra	Egra Jhatulal High school	7044569613
27	Purba Medinipur	Haldia	Haldia High School	7548901755
28	Purba Medinipur	Mecheda	Hakola High School	9674698248
29	Purba Medinipur	Nandakumar	Basudevpur Maharaja Nandakumar High school	8972758235
30	Purba Medinipur	Tamluk	Rajkumari Santanamoyee Girls' High School	9641817766
31	Birbhum	Rampurhat	Rampurhat J L Vidyabhaban	7872781448
32	Birbhum	Suri	Birbhum Zilla High School	9800189265
33	Cooch Behar	Cooch Behar Town	Maharaja Nripendra Narayan High School	8597656655
34	Uttar Dinajpur	Raiganj	Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra	8436510006
35	Dakshin Dinajpur	Balurghat Town	Balurghat High School	9932923534
36	Darjeeling	Siliguri Town	Siliguri Boys' High School	8918639742
37	Darjeeling	Darjeeling Town	Minority Meeting Hall	9609700422
38	Jalpaiguri	Jalpaiguri Town	Ananda Model High School	8391935711
39	Jhargram	Jhargram	Jhargram Kumud Kumari Institution	9635238730
40	Kalimpong	Kalimpong	Jubilee School	8001377249
41	Malda	Chanchal	Chanchal Sidheswari Instituion	9679641846
42	Malda	Malda Town	Malda Bibhutibhusan High School	7797919580
43	Malda	Malda Town	Sujapur High School (HS)	9800209191
44	Nadia	Chakdaha	Chakdaha Ramlal Academy (HS), Old Building	7029321302
45	Nadia	Kalyani	Kalyani University Experimental High School	9903740075
46	Nadia	Nakashipara	Bethuadahari JCM High School	9064671765
47	Murshidabad	Jangipur	Jangipur High School	9002415171
48	Murshidabad	Berhampore	Gorabazar Iswar Chandra Institution	9433555999
49	Murshidabad	Domkal	Dumkal Bhabataran High School (HS)	9734809909
50	Murshidabad	Kandi	Kandi Raj College	9002166556
51	Murshidabad	Lalbag	Kurmitola High School	8250321930
52	Kolkata	Central Kolkata	Sarat Chandra Sur Institute (HS)	7908722360
53	Kolkata	North Kolkata	B.T Road Govt Sponsored HS School	9433053039
54	Kolkata	South Kolkata	Jodhpur Park Boys' High School	6291691563
55	Hooghly	Arambag	Sub-Divisional Library	8345835151
56	Hooghly	Tarakeshwar	Tarakeshwar Girls' Primary School	9732628739
57	Hooghly	Bandel	Bandel Vidyamandir	9093254101
58	Paschim Bardhaman	Durgapur Town	Durgapur TarakNath High School	9076903496
59	Alipurduar	Alipurduar	Alipurduar High School	8906209845
60	Purulia	Purulia Town	Chittaranjan Boys' High School	7601803873

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও https://wbbcdev.webstep.in থেকে Download করা যাবে। 24/12/2025 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে। অথবা Online এ আবেদন করতে হবে : - https://wbbcdev.webstep.in

Scan to apply online

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm

Head Office: Beliaghata, Kolkata - 700105 www.ncsm.co.in

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903740075 9123906966

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET - 2027 এর কোচিং

একাদশ শ্রেণী (Class XI) বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :

1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত 60% (SC) / 50% (ST) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : 3,00,000/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Sl. No	District	Location	Address	Contact No
1	24 Parganas (North)	Bagdah	Helencha High School	9062508020
2	24 Parganas (North)	Barasat	Noapara Rashbihari Institution For Girls'	7980491213
3	24 Parganas (North)	Barrackpore	Naihati Narendra Vidyaniketan	8910194802
4	24 Parganas (North)	Bashirhat	Bhabla Tantra Sir R.N Mukherjee High School	9547693365
5	24 Parganas (South)	Baruipur	Madarat Popular Academy	9674461209
6	24 Parganas (South)	Diamond Harbour	Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS	9614459239
7	24 Parganas (South)	Canning	Canning David Sassoon High School	9832589036
8	24 Parganas (South)	Namkhana	Namkhana Narayan Vidyamandir	9002218385
9	Bankura	Bankura Town	Bankura Girls' High School	8436909827
10	Bankura	Khatra	Khatra Girls' High School	9932441044
11	Bankura	Bishnupur	K G Engineering College	9064983267
12	Howrah	Bagnan	Bagnan Girls' High School	8697803520
13	Jhargram	Jhargram	Jhargram Kumud Kumari Institution	9635238730
14	Paschim Bardhaman	Durgapur Town	Durgapur TarakNath High School	9076903496
15	Purba Bardhaman	Kalna	Kalna Maharaja High School	6295333698
16	Purba Bardhaman	Burdwan	Krishnapur High School	8918943234
17	Purba Bardhaman	Katwa	Katwa Kashiram Das Institution	7602707070
18	Pashchim Medinipur	Medinipore Town	Keranitola Shree Shree Mohanananda Vidyamandir	9832125087
19	Pashchim Medinipur	Kharagpur	Kharagpur Traffic High School	6295997083
20	Paschim Medinipur	Sabang	Sabang Saradamoyee High School	9732208125
21	Purba Medinipur	Contai	Contai Kishorenagar Sachindra Siksha Sadan	8972758235
22	Purulia	Manbazar	Manbazar Radhamadhab Institution	9064916112
23	Purulia	Purulia Town	Chittaranjan Boys' School	7601803873
24	Alipurduar	Alipurduar	Alipurduar High School	8906209845
25	Alipurduar	Madarihat	Madarihat High School	9434179669
26	Birbhum	Suri	Birbhum Zilla High School	9800189265
27	Birbhum	Rampurhat	Rampurhat J L Vidyabhaban	7872781448
28	Coochbehar	Coochbehar Town	Maharaja Nripendra Narayan High School	8597656655
29	Cooch Behar	Dinhata	Dinhata Soni Devi Jain High School	8370840256
30	Cooch Behar	Mathabhanga	Mathabhanga High School	9775141222
31	Uttar Dinajpur	Raiganj	Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra	8436510006
32	Uttar Dinajpur	Islampur	Islampur Girls' High School	8535825379
33	Dakshin Dinajpur	Balurghat Town	Balurghat High School	9932923534
34	Darjeeling	Siliguri Town	Siliguri Boys' High School	8918639742
35	Darjeeling	Darjeeling Town	Minority Meeting Hall	9609700422
36	Jalpaiguri	Jalpaiguri Town	Ananda Model High School	8391935711
37	Jalpaiguri	Malbazar	Malbazar Adarsha Vidyapith	9832086741
38	Jalpaiguri	Dhupguri	Bairatiguri High School (Hs)	8436813588
39	Kalimpong	Kalimpong	Jubilee School	8001377249
40	Malda	Malda Town	Malda Bibhutibhusan High School	7797919580
41	Malda	Chanchal	Chanchal Sidheswari Institution	9679641846
42	Nadia	Krishnanagar	Krishnagar AV High School	9614894091
43	Nadia	Kalyani	Kalyani University Experimental High School	9903740075
44	Nadia	Ranaghat	Ranaghat Debnath Institution for Girls	7029321302
45	Murshidabad	Jangipur	Jangipur High School	9002415171
46	Murshidabad	Berhampore	Gorabazar Ishwar Chandra Institution	9433555999
47	Kolkata	Jodhpur Park	Jodhpur Park Boys' High School	6291691563
48	Hooghly	Arambag	Sub-Divisional Library, Arambag	9732768763
49	Hooghly	Bandel	Bandel Vidyamandir	9093254101
50	Hooghly	Tarakeshwar	Tarakeswar Girls' Primary School	9732628739

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও https://wbbcdev.webstep.in থেকে Download করা যাবে। 24/12/2025 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে। অথবা Online এ আবেদন করতে হবে : - https://wbbcdev.webstep.in

Scan to apply online

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm

Head Office: Beliaghata, Kolkata - 700105 www.ncsm.co.in

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903740075 9123906966

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বৃদ্ধের, আহত ৫

কালচিনি, ৩ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম শুরু হতেই কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২৭ নভেম্বর হাসিমারা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের চিলাপাতা বনাঞ্চল এলাকায় দুর্ঘটনায় একটি ছোট গাড়ির চালক সহ এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে ফের দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। মঙ্গলবার রাতে ৩১ সি জাতীয় সড়কের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্থরাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোট গাড়ি রাস্তার পাশে অগভীর খাদে উলটে পড়লে চালক সহ ছয়জন আহত হন।

নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক বৃদ্ধ যাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম বিমলকৃষ্ণ ভৌমিক (৬২)। বাকিরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সকলের বাড়ি ফালাকাটায়। ফাঁড়ির ওসি মিঠুন বর্মন বলেন, 'দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি আটক করা হয়েছে। চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিমলকৃষ্ণ পরিবারের সঙ্গে জয়ন্তী ও বক্সা পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দমনপুর হয়ে জাতীয় সড়ক ধরে ফালাকাটা ফেরার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। পুলিশের ধারণা, চালক দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আবার কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির গতি কম রাখার জন্য বিভিন্ন এলাকায় চালকদের সচেতন করেছে পুলিশ।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে অনশন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে বুধবার সকাল দশটা থেকে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ১০০ ঘণ্টার অনশন কর্মসূচি শুরু করেছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। পাশাপাশি কামতাপুরি ভাষাকে অষ্টম তফশিলের আওতায় এনে পঠনপাঠন চালুর দাবিতে সওয়াল করা হয়। সংগঠনের ব্লক কমিটির সভাপতি সুরেশ রায় বলেন, 'রাজবংশী সম্প্রদায় ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র মুসলিমরা কামতাপুরি ভাষায় কথা বলেন। রাজবংশীদের পাশাপাশি নস্যশেখদের তপশিলি উপজাতির (এসটি) স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করছি আমরা।'

এদিকে, এদিন মধ্য হলদিবাড়ি পুখুরিগ্রাম নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও অনশন শুরু করে কেএসডিসি। সংগঠনের কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির উদ্যোগে ১১টি অঞ্চলের ৩০ জন প্রতিনিধি অনশনে অংশ নেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যবেক্ষক ভূপেশ দাস ওরফে কালিয়া বর্মা বলেন, 'অসমের ৬টি, পশ্চিমবঙ্গের ৮টি এবং বিহারের ৪টি জেলায় একযোগে রিলে অনশন চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' সংগঠনের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সোমারু অধিকারী জানান, শান্তি চুক্তির নামে জীবন সিংহকে ৩ বছর নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। দ্রুত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করা না হলে আন্দোলনে নামা হবে। এদিন শালকুমারহাট বাসস্ট্যান্ডেও শুরু হয় অনশন কর্মসূচি। কেএসডিসি-র অনশনে শামিল হন কেপিপিইউ-এর নেতা-কর্মীরা। তবে তাঁদের দাবিপত্র গ্রহণ করায় সন্ধে সাতটা নাগাদ অনশন প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা।

সর্ষে চাষ

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে সর্ষের চাষ করা হল। বুধবার গ্রামের ৬ বিঘা জমিতে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছে। এই চাষে খড় ব্যবহার করা হয়। ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অজিত রায় উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তি পেলেও ১২ হাজার টাকা 'জরিমানা' চেয়ে ফোন

সিঁটিয়ে 'ক্রীতদাসরা'

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : বিহারের একটি ইটভাটায় আটকে রেখে ছ'মাস ধরে ওদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হচ্ছিল। বিনিময়ে ভাত মিললেও মজুরির টাকা মিলছিল না। এরপর কোচবিহারের নয়ারহাট হয়ে ওদের নেপালে পাচার করার আগেই রবিবার রাতে পুলিশ নয়ারহাট থেকে ছয়জনকে উদ্ধার করে। সকলের বাড়ি মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনার জাহাদিপাড়ায়। এদের মধ্যে পাঁচজনই নাবালক। বর্তমানে ওরা বাড়িতেই রয়েছে। তবে কোচবিহার জেলার চৌধুরীহাটের এক ঠিকাদার ওদের ফোন করে মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা দাবি করে চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ ওই ছয়জনের। ওরা জানেনই না, নাবালকদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করাই বেআইনি। ফলে 'কেস খাওয়ার' ভয়ে ওদের সঙ্গে সিঁটিয়ে অভিভাবকরাও।

ধুমচি ফরেস্ট ঘেঁষা জাহাদিপাড়ার বাসিন্দারা রাজবংশী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সদ্য মুক্ত ওই ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই আদিবাসী। এছাড়া ছয়জনই স্কুলছুট। এদের মধ্যে একজন দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও দুজন সপ্তম শ্রেণি থেকে স্কুলছুট। বাকি তিনজন পুরোদস্তুর নিরক্ষর। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া এক কিশোরের বাবা কাঠমিস্ত্রি। স্বল্প উপার্জনে সংসার চলে। বুধবার তিনি বলছিলেন, 'ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভীষণ ফাঁকি দিত। শেষপর্যন্ত স্কুলই ছেড়ে দিল। এলাকার ছেলেপুলেদের সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে বিহারে কাজ করতে গিয়ে ফেঁসে যায়। কিন্তু এখন তো ঠিকাদার টাকা চাইছে। টাকা না দিলে মামলার হুমকি দিচ্ছে।' তবে পড়শি সমরজিৎ রায়প্রধান তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'ঠিকাদারকেই পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ নাবালকদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা বেআইনি।' মাদারিহাট থানা সূত্রের খবর, ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত চলছে।

একসঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা গেল ওই ছয়জনকে। ওরা জানায়, বিহারের ইটভাটার মালিক দুই-একবার হাতখরচের টাকা দিলেও মজুরি দেননি। পরে ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। আটকে রাখা হয় একটি ঘরে। এলাকার বায়তাল মুন্ডার কথায়, 'ছেলেগুলিকে ক্রীতদাসের মতো করে রাখা হয়েছিল। এটা মানা যায় না।' কিশোরদের মধ্যে একজনের কথায়, 'আমাদের নেপালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে আমাদের আটকে রাখা হয়েছিল। এখন ঠিকাদার বলছে, আমাদের জন্য ওদের টাকা খরচ হয়েছে। ওই টাকা ফেরত দিতে হবে।'

মহল্লার কিশোরদের একটা বড় অংশ নিরক্ষর। কেউ কেউ প্রাথমিকের পরই পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নেশার কারবারের রমরমাই লেখাপড়ার পথে অন্তরায়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের একটা অংশ নেশায় বুঁদ। সদ্য মুক্তি পাওয়া কিশোরদের একজনের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল তার বাবা সকালবেলাতেই চোলাইয়ের নেশায় আচ্ছন্ন। হাঁকডাক করায় টলতে টলতে বেরিয়ে এলেও কোনও কথাই বলতে পারলেন না তিনি। ওই মহল্লার কমপক্ষে তিনটি পরিবার চোলাইয়ের কারবার করে। এলাকার প্রদীপ অধিকারী বলেন, 'নেশায় আসক্তিই এলাকার সর্বনাশ করছে। কমবয়সিরাও নেশায় আসক্ত হচ্ছে। নেশা করার টাকা জোগাড়ে ওরা পড়াশোনা ছেড়ে ১০-১২ বছর বয়সেই শ্রমিকের কাজ করছে।'

বারতিয়াটারি আইটিডিপি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দধিরাম রায়ের মন্তব্য, 'এবছর তিনটি শিশুকে একপ্রকার জোর করেই স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম। পরে ওরা স্কুল ছেড়ে দেয়। নেশার কারবারের রমরমার জন্য পিছিয়ে রয়েছে এলাকাটি।'

এই মহল্লার কিশোরদের সম্প্রতি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

চিন্তার বিষয়

- উদ্ধার ছয় কিশোরই একই এলাকার বাসিন্দা
- সেখানকার কিশোরদের একটা বড় অংশ নিরক্ষর
- এলাকায় মাদকের কারবারের রমরমা লেখাপড়ার পথে অন্তরায়
- নেশা করার টাকা জোগাড়ে ছোট বয়সেই শ্রমিকের কাজ করছে অনেকে
- এমনকি অনেক অভিভাবকও নেশায় বুঁদ থাকেন

ফালাকাটার রাইচেঙ্গায় জমিতে পোড়ানো হচ্ছে ধানের নাড়া।

জৈব সারের কাজ করে ছাই, যুক্তি চাষিদের

ধানের নাড়া পোড়ানোয় দূষণ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : চলতি বছরে অধিকাংশ জমির আমন ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। ধানের আঁটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি করে বাড়ি নিয়ে আসছেন চাষিরা। মেশিন দিয়ে ধান মাড়াইও চলছে। আবার চাষিদের কেউ কেউ জমিতেই মেশিন লাগিয়ে ধান মাড়াই করছেন। কাজে ব্যস্ততা এসেছে কারণ আলু চাষের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। এদিকে তাড়াতাড়ি জমি তৈরি করতে গিয়ে চাষিদের একাংশ জমিতেই ধানের নাড়ায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কোথাও জমির পাশেই ঘরবাড়ি। এখন শুখা মরশুম। দিনভর ধোঁয়ায় বায়ু দূষিত হচ্ছে। অন্যদিকে, যে কোনও সময় ঘটতে পারে অগ্নিকাণ্ড।

কোনওভাবে যাতে ধানের নাড়া পোড়ানো না হয়, সেব্যাপারে কৃষি দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু লাগাতার প্রচারেও যে কোনও লাভ হচ্ছে না, তা স্পষ্ট ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ছবিটা দেখলেই। আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষি উপ অধিকর্তা (প্রশাসন) ফজলুল হকের কথায়, 'এই বিষয়ে সবসময় সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তাদের বিষয়টি জানাচ্ছি।' আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এক কৃষি আধিকারিক জানান, গ্রামে গিয়ে চাষিদের বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানো হচ্ছে। লিফলেট বিলি হচ্ছে, মাইকে প্রচার চলছে। আবার বিকল্প হিসেবে ধানের নাড়া যাতে জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে আলু এবং সর্ষে চাষেও ব্যবহার করা যায়, সেটাও বোঝানো হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে কৃষিপ্রধান ব্লক হল ফালাকাটা এবং আলিপুরদুয়ার-১। এই দুই ব্লকের প্রায় সব চাষিই আমন ধান চাষ করেছেন। এই ধানের চালে চাষিদের সারাবছরের খাবার হয়ে যায়। উদ্বৃত্ত ধান তাঁরা আবার রাজ্য সরকারের কাছে সহায়কমূল্যে বিক্রি করেন। এই ধানের মরশুম শেষ হতেই শুরু হয়ে যায় আলুর মরশুম। আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করতে তাই ব্যস্ততা তুঙ্গে। আর সেজন্য চাষিরা অবশিষ্ট নাড়া বা খড়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। চাষিদের যদিও বক্তব্য, নাড়া পোড়ানোর ছাই জমিতে সারের কাজ করে। যেমন রাইচেঙ্গার চাষি বিমল সরকার এদিন বললেন, 'দিনেরবেলা সতর্ক হয়ে ধানের নাড়ায় আগুন লাগিয়েছি। যতক্ষণ আগুন ছিল, ততক্ষণ জমির দিকে নজর রেখেছিলাম। এই ছাই কিছুটা জৈব সারের কাজ করে।' একই কথা বললেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির চাষি বাবলা বর্মনও।

জৈব সারের কাজ করলেও পরিবেশ যে দূষিত হচ্ছে। এই কথাটাই চাষিদের বোঝাতে হবে বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'সবুজ পৃথিবী'র সম্পাদক সুজিত সরকার বলেন, 'এভাবে ধানের নাড়া পোড়ালে ধোঁয়া বাতাসে মিশছে। অনেক চাষি একই কাজ করায় দূষণের মাত্রাও বাড়ছে।'

সমস্যা যেখানে

- ধানের মরশুমের পর আলু চাষের মরশুমের জন্য জমি পরিষ্কারের ধুম পড়েছে
- ধানের নাড়া তাই কোথাও জমা না করে পুড়িয়ে দিচ্ছেন চাষিরা
- এতে একদিকে দূষণ, অন্যদিকে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে

সন্তান 'খুনে' ফেরার মা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৩ ডিসেম্বর : সদ্যোজাত সন্তানকে খুনে অভিযুক্ত মা এখনও পলাতক। ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃত সদ্যোজাতের বাবা জিয়ারুল হককে আটক করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে অসহায় অবস্থায় নিজেদের বাড়িতেই দিন কাটছে ওই দম্পতির বাকি তিন সন্তানের। তাদের বৃদ্ধ দিদা-দাদু কোনওমতে তাদের আগলে রেখেছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই ওই দম্পতির তেমন বনিবনা ছিল না। প্রায়দিনই সংসারে অশান্তি লেগে থাকত। তবে খুনের প্রকৃত কারণ অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের পরই জানা যাবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, প্রায় ২২ বছর আগে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালধুরা এলাকার বাসিন্দা আবুবক্কর সিদ্দিকী ও সাইজানা খাতুনের মেয়ে রেজিনা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয় ক্রান্তির ধনতলা এলাকার জিয়ারুল হকের। জিয়ারুলের নিজস্ব বাড়িঘর না থাকায় শ্বশুরবাড়ির পাশেই পাওয়া জায়গায় ঘর বানিয়ে বসবাস করছিলেন তাঁরা। তাঁদের বড় মেয়ে মাম্পির বিয়ে হয়ে গেলেও বাকি এক ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চলছিল তাঁদের। তবে সংসারে অশান্তি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

জলপাইগুড়ি

প্রতিবেশীদের সূত্রে খবর, প্রায়দিনই এই পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। বিয়ের পর থেকেই বনিবনা ছিল না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। তবে, ওই পরিবারের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীদের তেমন যোগাযোগও ছিল না। ঘটনার পর থেকে রেজিনা পলাতক। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন জিয়ারুল। তারপরই তাঁকে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ আটক করে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জিয়ারুলও পারিবারিক অশান্তির কথা জানান পুলিশকে। তবে সন্তানের কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই বলেই জানিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক আগেও একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন রেজিনা। তখন তিনি পাড়া-প্রতিবেশীকে বলেছিলেন, মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। ওই সন্তানকেও মেরে ফেলা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে এখন সন্দেহ দানা বাঁধছে।

এদিকে অভিভাবক না থাকায় রেজিনা ও জিয়ারুলের বাকি তিন সন্তান নিজেদের বাড়িতেই রয়েছে। তাদের দাদু-দিদা আবু বক্কর সিদ্দিকী ও সাইজানা খাতুন জানান, তাঁরা কোনওক্রমে নিজেদের পেট চালান। মা-বাবা না থাকায় তাঁরা কীভাবে নাতি-নাতনির ভরণপোষণ করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা জানান, জিয়ারুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। খোঁজ চলছে রেজিনার। তাঁর খোঁজ মিললেই গোটা ঘটনা পরিষ্কার হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উড়ান।। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

ব্যাটারি ও টোটোর চাকা উদ্ধার

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : বেশ কিছুদিন ধরে শামুকতলা এবং আলিপুরদুয়ার থানা এলাকার বিভিন্ন টোটোর ব্যাটারি এবং চাকা চুরি হচ্ছিল। তদন্তে নেমে শামুকতলা থানার পুলিশ সোমবার চুরিতে জড়িত থাকার সন্দেহে যশোডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকার সৌরভ রাজবংশী এবং খাটাজানি বটতলা এলাকার রনিত দাসকে গ্রেপ্তার করে। তিনটি টোটো বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ চুরি যাওয়া কিছু ব্যাটারি এবং টোটোর চাকার হদিস পায়। বুধবার শামুকতলা থানার পুলিশ চুরি যাওয়া চারটি ব্যাটারি এবং আটটি টোটোর চাকা উদ্ধার করে। শামুকতলা থানার ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা চুরি যাওয়া চাকা এবং ব্যাটারির খোঁজ পাই। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না এবং চুরি যাওয়া আরও সামগ্রী কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেটা জানার জন্য তদন্ত চলছে।'

প্রস্তুতি সভা

সোনাপুর ও বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে সফল করতে আলিপুরদুয়ারেও জোর প্রস্তুতি চলছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট দশ মাইলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সব বুথ থেকে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের জনসভায় যেতে হবে বলে জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তুষারকান্তি রায় প্রমুখ। অন্যদিকে, বীরপাড়াতেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, তৃণমূল ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুং, সহ সভাপতি উত্তম সাহা প্রমুখ।

শব্দ ভুলে হাসির রোল

জয়গাঁ, ৩ ডিসেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় বুধবার জয়গাঁ-২ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ফুর্বা লামার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় (ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ফুর্বা বলছেন, 'সিএএ ফর্ম ফিলআপ করার জন্য বিজেপি ৫০ টাকা করে নিচ্ছে।' ঘটনাটি সোমবারের। জয়গাঁ-২ অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ে একটি বৈঠকে বক্তব্য দেওয়ার সময় ফুর্বা ভুল করে এসআইআর-এর বদলে সিএএ ফর্ম বলেন। এই ঘটনায় উঠেছে হাসির রোল। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির কালচিনি-১ মণ্ডল সভাপতি রাজেশ ছেত্রী বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। সিএএ কার্যকর হল না। একজন পদাধিকারী হয়ে তিনি কীভাবে এটা বলতে পারেন? আর টাকা নিয়ে ফর্ম ফিলআপ করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।' ফুর্বা বলেন, 'বলতে গিয়ে একটা শব্দ ভুল হয়েছে। কিন্তু ফর্ম ফিলআপ করতে বিজেপি যে পয়সা নিচ্ছে, সেই অভিযোগ কিন্তু সত্যি।'

প্রতিবন্ধী দিবস

সোনাপুর, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে বুধবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওই দিনটি পালন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গ্যারগান্ডা নদীর তীরে জোড়া আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প।

জোড়া প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প ঝোপে ঢাকা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : লক্ষ লক্ষ টাকায় জোড়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ মাঝপথে থমকে। দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকায় বীরপাড়ার কাছে গ্যারগান্ডা নদীর তীরে শিশুঝুমরা এবং রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকল্প দুটি ঝোপঝাড়ে ঢেকেছে। শিশুঝুমরার প্রকল্পটি তৈরিতে দ্বিতীয় ধাপের টাকা বরাদ্দ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাদেব বাগোয়ার। রাঙ্গালিবাজনার প্রকল্পটির দ্বিতীয় ধাপের কাজ করতে ঠিকাদার প্রস্তুত থাকলেও প্রথম ধাপের কাজের একাংশের বিল বকেয়া। তাই ঠিকাদার দ্বিতীয় ধাপের কাজ করতে রাজি নন, বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদাঁ। একই অবস্থা বীরপাড়ার প্রকল্পটিরও। ফলে রাঙ্গালিবাজনা ও শিশুঝুমরা এলাকা দুটি থেকে আবর্জনা সরানোর কাজও শিকেয়। অথচ প্রকল্প দুটির একেকটিতে ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে কমবেশি ২৫ লক্ষ টাকা।

গ্যারগান্ডা নদীর তীরে ওই জায়গাটিতে একসময় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরিতে অগ্রসর হয়েছিল বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। প্রথমে নদীর পশ্চিম তীরে জায়গা মনোনয়ন করা হয়। ২০১৮ সালে সেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেও জমিজটে টাকা ফেরত যায়। ২০২০ সালের গোড়ায় মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ফের কাজ শুরু হয় গ্যারগান্ডার পূর্ব তীরে। জায়গাটি তাদের, দাবি করে কাজ রুখে দেয় শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এরপর ওই জায়গায় শিশুঝুমরা এবং রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত একসঙ্গে ২টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু করে। কমপক্ষে আড়াই বছর আগে প্রকল্প দুটি তৈরির প্রথম ধাপের কাজ শেষ হলেও দ্বিতীয় ধাপের কাজ শিকেয়।

রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে শিশুবাড়ি হাট। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে সেখানে। এছাড়া প্রতিদিন বসে বাজার। হাটের আবর্জনা অনেকসময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। আবার নিকাশিনালাতেও ফেলা হয়। মূল নিকাশিনালাটি মজে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে জল উপচে ঢুকে পড়ে বাড়ি বাড়ি।

শিশুবাড়ির বাসিন্দা তথা খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নুর আলম আহমেদ বলছেন, 'প্রকল্পটির দ্বিতীয় ধাপের কাজ না হলেও সেটিকে আপাতত ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে শিশুবাড়িতে আবর্জনার সমস্যা কমবে।' শিশুবাড়ি চৌপথির আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার সামনে একটি ডোবা রয়েছে। আবর্জনায় মজে যেতে বসেছে ডোবাটি। আবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এমএলএ হাটের আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই। রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য, 'তহবিলে টাকার অভাবে ঠিকাদারের বকেয়া বিল মেটানো যাচ্ছে না। বিল পেলেই দ্বিতীয় ধাপের কাজ করতে প্রস্তুত ঠিকাদার।'

শিশুঝুমরার এথেলবাড়িতে দোকানপাট রয়েছে। স্থানীয়রা রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলেন। এথেলবাড়ির সাপ্তাহিক হাটেরও আবর্জনা সাফাইয়ের সুব্যবস্থা নেই। বীরপাড়া শহরের একাধিক এলাকার আবর্জনা সরাতে শুরু করেছে বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। কিন্তু শহর ঘেঁষা বীরপাড়া চা বাগানের কাঁচা লাইন, পার্ক লাইন সহ ৩-৪টি মহল্লা শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। শিশুঝুমরার প্রকল্পটি চালু না হওয়ায় ওই এলাকাগুলি থেকে আবর্জনা সরানো হচ্ছে না।

চিলাপাতায় হাতি সাফারি চালু নিয়ে সংশয়

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৩ ডিসেম্বর : চিলাপাতায় হাতি সাফারি চালু হলে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণের হবে বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে আদৌ সেখানে হাতি সাফারি চালু হবে কি না, তার পরিষ্কার উত্তর মিলছে না। বুধবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান এ বিষয়ে বলেন, 'চিলাপাতায় হাতি সাফারি নিয়ে প্রস্তাব এসেছিল। বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে।' পাশাপাশি বন দপ্তর সূত্রেও সবুজ সংকেতই মিলছে। তবে কবে থেকে চালু হওয়ার সম্ভাবনা, তা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে না। বন দপ্তর সূত্রে খবর, চিলাপাতা রেঞ্জ অফিস থেকে অথবা জঙ্গল সংলগ্ন কোনও ওয়াচটাওয়ার থেকে সাফারি হতে পারে। বর্তমানে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের তিন জায়গায় হাতি সাফারি করানো হয়। মাদারিহাট গেট, শালকুমার গেট এবং কোদালবস্তি থেকে হাতির পিঠে উঠে জঙ্গল সাফারি করা যায়। তিন জায়গাতেই সাফারির চাহিদা থাকে ভালোই। এই চাহিদা দেখে চিলাপাতা থেকেও হাতি সাফারি চালুর দাবি করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা এই দাবি করে আসছেন বহুদিন ধরেই।

চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি গণেশচন্দ্র শা বলেন, 'চিলাপাতার পর্যটন ব্যবসায় উন্নতির জন্য হাতি সাফারি প্রয়োজন। সেই দাবি বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে। হাতি সাফারি অনেকেই করতে চান। তবে চিলাপাতায় সেটা না থাকায় অন্য জায়গায় যেতে হয়।' স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী বিমল রাভার বক্তব্য, 'হাতি সাফারি চালু হলে পর্যটকদের কাছে চিলাপাতার গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে যাবে।' ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে চিলাপাতার গুরুত্ব অনেক। তবে বর্তমানে সেখানে শুধু কার সাফারির সুযোগ রয়েছে। বহুদিন চিলাপাতায় পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন কোনও পরিষেবা যুক্ত না হওয়ায় পর্যটকদের কাছে এর গুরুত্ব কমছে বলে বক্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ীদের। ভরা পর্যটন মরশুমে হাতি সাফারি চালু হলে ওই পর্যটনকেন্দ্রের গুরুত্ব বাড়তে পারে। হাতি সাফারি চালুর পাশাপাশি চিলাপাতার বানিয়া নদীতে বোটিং চালু ও চিলাপাতায় একটি হরিণ পার্ক করার দাবিও উঠে আসছে। তবে আপাতত হাতি সাফারি চালু নিয়েই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

জলদাপাড়ার মতো এইরকম ছবি দেখা যেতে পারে চিলাপাতাতেও।

সম্ভাবনা রয়েছে

- বর্তমানে চিলাপাতায় শুধু কার সাফারির সুযোগ রয়েছে
- বহুদিন নতুন কোনও পরিষেবা যুক্ত না হওয়ায় গুরুত্ব কমছে চিলাপাতার
- চিলাপাতা রেঞ্জ অফিস অথবা জঙ্গল সংলগ্ন কোনও ওয়াচটাওয়ার থেকে সাফারি হতে পারে বলে খবর
- তবে কবে থেকে চালু হবে, তা জানা যায়নি

বঞ্চুকামারিতে আন্দোলনে মহিলারা

মদের দোকান কেন, প্রশ্ন মিছিলে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : 'এলাকায় মদের দোকান বন্ধ করতে হবে।' এই দাবিতে বুধবার প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে গিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় শতাধিক মহিলা। এলাকায় মদের দোকান কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে মিছিল থেকে। এদিন একসঙ্গে তাঁরা প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে ডুয়ার্সকন্যার দিকে রওনা হন। তাঁদের দাবি ছিল, এর আগে এই বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। যদিও ডুয়ার্সকন্যায় প্রবেশের আগেই তাঁদের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। পরে কয়েকজনকে ভিতরে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। সেসময় মহিলাদের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের কাছে গিয়ে এদিন স্মারকলিপি জমা করার মাধ্যমে বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মদের দোকান বন্ধ করার দাবি জানান। তবে এবিষয়ে জেলা শাসক আর বিমলা ও আবগারি দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াংকে ফোন করা হলেও তাঁদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাসতিনেক আগে একটি দোকানঘর তৈরি শুরু হয়েছিল। বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের তরফেই সেটির অনুমোদন মেলে। স্থানীয়রা ভেবেছিলেন, ওষুধের দোকান তৈরি হবে। তবে পরে সেখানে মদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখেই ক্ষুব্ধ হন এলাকাবাসী। মঙ্গলবারও সেখানে মদ বিক্রি হতে দেখা গিয়েছে। মহিলাদের দাবি, মদের দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে স্কুল, কলেজের পড়ুয়া ও মহিলারা সন্ধ্যার পর যাতায়াত করেন। তখনই তাঁদের মদ্যপদের অশালীন কটূক্তি শুনতে হয়। তবে কী করে এলাকার মধ্যে মদের দোকান খোলার অনুমতি পাওয়া গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

মদের দোকান বন্ধের দাবিতে মিছিল। বঞ্চুকামারিতে বুধবার।

সমস্যা যেখানে
- বঞ্চুকামারিতে মাসতিনেক আগে একটি দোকান তৈরি শুরু হয়
- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের তরফেই সেটির অনুমোদন মেলে। স্থানীয়রা ভেবেছিলেন, ওষুধের দোকান তৈরি হবে
- পরে সেখানে মদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখে ক্ষোভ

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় এনিয়ে বলেন, 'মহিলাদের স্মারকলিপি দেওয়ার বিষয়টি শুনেছি। ফাঁকা জায়গায় রাস্তার পাশে মদের দোকান খোলা নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। তবে এর বাইরে আমার কিছু জানা নেই।' দোকান খোলার বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি আলিপুরদুয়ার-১-এর বিডিও বিশ্বনাথ মজুমদারও। বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর দাস বলেন, 'মদের দোকানের নামে কোনও এনওসি দেওয়া হয়নি। তবে দোকানঘর তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে যে মদের দোকান হবে তা আমরা জানতাম না।'

এবিষয়ে এদিন মিছিলে থাকা বাবলি রায় ঘোষ বলেন, 'মূল রাস্তার পাশেই মদের দোকান তৈরি হয়েছে। চারদিক ফাঁকা। টিউশন শেষে রাতে পড়ুয়ারা কিংবা কাজ সেরে মহিলারা সন্ধ্যার পর ওই পথে ফিরতে ভয় পান। তাই আমরা চাই, এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মদের দোকানটি বন্ধ করা হোক।' প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বঞ্চুকামারি এলাকায় ইতিপূর্বে একাধিকবার মদের দোকান খোলার চেষ্টা করা হয়। প্রায় দুই বছর আগেও একটি মদের দোকানের অনুমোদন পেয়েছিল। তবে স্থানীয়দের বাধায় তা খোলা সম্ভব হয়নি। এবারও মদ বিক্রি শুরু হতেই এলাকায় ক্ষোভ দেখা দেয়।

উষ্ণতার খোঁজে। বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

শাসকদলের কৃষক সংগঠনে কোন্দল

ফালাকাটায় রদবদলে ক্ষোভ, পদত্যাগ নেতার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। আলিপুরদুয়ার জেলায় চা বাগানের পাশাপাশি কৃষি মহল্লাও রয়েছে। তবে গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলার পাঁচটি আসনেই হারতে হয়েছিল তৃণমূলকে। সেকথা মাথায় রেখে এবার কৃষকদের ভোট টানতে তৃণমূল কিষান ও খেতমজুর কংগ্রেসের ব্লক কমিটিতে রদবদল করা হল। তবে এই রদবদল নিয়ে ফালাকাটায় সংগঠনের অন্দরে কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে। দীর্ঘদিন থেকে ফালাকাটা টাউন ও গ্রামীণ ব্লক সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন সুনীল রায়। তাঁকে এবার গ্রামীণ পদ থেকে সরানো হয়েছে। এতেই সুনীল পদত্যাগ করেছেন। ফলে ফালাকাটা নিয়ে অস্বস্তিতে শাসকদল। অবশ্য অন্য ব্লকে কোনও কোন্দল প্রকাশ্যে আসেনি।

যদিও দলের শীর্ষ নেতারা কোন্দলের কথা মানতে নারাজ। তৃণমূল কিষান ও খেতমজুর কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়ের কথায়, 'কোথাও কোনও কোন্দল নেই। বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই কিছু ব্লকে সভাপতি পদে রদবদল করা হয়েছে।' তবে ফালাকাটায় সুনীলের পদত্যাগ করার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, 'ফালাকাটায় যেহেতু সাংগঠনিকভাবে টাউন ও গ্রামীণ আলাদা ব্লক, তাই গ্রামীণ ব্লকে নতুনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুনীল রায়কে টাউনের ব্লক সভাপতি করা হয়। তবে তিনি পদত্যাগপত্র দিয়েছেন।' সুনীল টাউনের দায়িত্ব নিতে নারাজ। সুনীলের কথায়, 'আমি সংগঠনের কাজে কোনওভাবে সময় দিতে পারছি না। তাই নতুন করে টাউনের দায়িত্বও পালন করতে পারব না। এজন্য রদবদলের তালিকা প্রকাশের আগেই আমি পদত্যাগপত্র জেলা সভাপতির কাছে পাঠিয়েছি। এখন আমাকে ফের টাউনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দায়িত্বও আমি পালন করতে পারব না বলে জেলা সভাপতিকে জানিয়ে দিয়েছি।'

> আমি সংগঠনের কাজে কোনওভাবে সময় দিতে পারছি না। তাই নতুন করে টাউনের দায়িত্বও পালন করতে পারব না। এজন্য রদবদলের তালিকা প্রকাশের আগেই আমি পদত্যাগপত্র জেলা সভাপতির কাছে পাঠিয়েছি।
>
> **সুনীল রায়**
> *পদত্যাগী নেতা*

ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার আগে থেকেই তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের ব্লক সভাপতি পদে ছিলেন সুনীল। ২০২২ সালে পুরসভা হয়। পুর এলাকার বেশকিছু ওয়ার্ডে এখনও কৃষিকাজ হয়। এতদিন টাউন ও গ্রামীণ উভয় ব্লক সভাপতির দায়িত্বে সুনীলই ছিলেন। কিন্তু এবার গ্রামীণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর সুনীল আর কোনও দায়িত্বেই থাকতে চাইছেন না। সুনীলের সঙ্গে প্রতিটি গ্রামের কৃষক নেতাদের সম্পর্ক ভালো। এই পরিস্থিতিতে তিনি সরে যাওয়ায় সংগঠন ধাক্কা খেতে পারে বলে মনে করছে দলেরই একটি অংশ।

সংগঠন সূত্রের খবর, ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতির দায়িত্বে এসেছেন নতুন মুখ আতিয়ার রহমান। একইভাবে মাদারিহাটেও ব্লক সভাপতি পদে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন রবিউল ইসলাম। আবার কালচিনি ব্লককে সাংগঠনিকভাবে দুই ভাগ করা হয়েছে। কালচিনি সমতলের ব্লক সভাপতি করা হয়েছে অধীর রায়কে। তিনি আগে থেকে ব্লক সভাপতি ছিলেন। তবে কালচিনি পাহাড় ব্লক সভাপতি পদে নতুন মুখ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খইরুল হককে। অবশ্য কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার-১ ও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে সভাপতি পদে পুরোনোরাই দায়িত্বে আছেন।

চর্চায় এসআইআর আতঙ্ক

প্রৌঢ়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও শিবশংকর সূত্রধর

তুফানগঞ্জ ও কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : ভোটার কার্ডে পদবির বানান ভুল থাকায় এসআইআর আতঙ্কে হাচনা বিবি (৫৮) নামে এক প্রৌঢ়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তুফানগঞ্জের মধ্য বালাভূত এলাকায় শোয়ার ঘর থেকে হাচনার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আধার কার্ডে তাঁর নাম 'হাচনা বিবি' থাকলেও ভোটার কার্ডে নাম ছিল 'হাচনা রিবি', যা নিয়েই বিভ্রান্তি।

পরিবারের দাবি, পদবি ভুল থাকায় তিনি এসআইআর-এর আতঙ্কে ভুগছিলেন। ভোটার কার্ডে থাকা পদবি সংশোধনের চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু সংশোধন না হওয়ায় আতঙ্কে তিনি আত্মঘাতী হন। ২০০২ সালের ভোটার কার্ডের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। সেখানেও 'হাচিনা রিবি' উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে থাকা ভোটার কার্ড দিয়েই এতদিন তিনি ভোট দিয়েছিলেন বলে পরিবারের দাবি। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই প্রৌঢ়া এসআইআর-এর বিষয়টি ভালোভাবে জানতেন না। সামাজিক মাধ্যমেও তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মধ্য বালাভূতের মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা তিনি। তাঁর মধ্যে এসআইআর-এর আতঙ্ক ঢুকল কীভাবে? স্থানীয় স্তরে কেউ তাঁকে ভুল বোঝানোর ফলে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন বলে তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন।

তবে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেছেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

হাচনার স্বামী আশরাফুল শেখ বলেন, 'স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নামের পদবি ভুল থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এমনটাই বলত। বারবার বোঝানো সত্ত্বেও এসআইআর-এর আতঙ্কে ও আত্মহত্যা করল।' হাচনার ভাইপো বজলে হকের কথায়, 'নামের পদবি ঠিক করার জন্য মাসদুয়েক ধরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। ওঁর এনুমারেশন ফর্মও ফিলআপ করে জমা দেওয়া হয়েছে।'

হাচনার বৃদ্ধ স্বামী ও দুই ছেলে ইটভাটায় কাজ করেন। মঙ্গলবার প্রতিদিনের মতো বাজারে গিয়েছিলেন স্বামী। বাড়ি তখন ফাঁকা ছিল। বাজার থেকে ফিরে ডাকাডাকি করেও স্ত্রীর কোনও সাড়া না মেলায় ঘরের দরজা খুলতেই হাচনার ঝুলন্ত দেহ চোখে পড়ে। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে, হাচনার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। বুধবার এমজেএন

কী ঘটেছে
- হাচনা বিবির ভোটার কার্ডে পদবির বানান ভুল রয়েছে
- সেই আতঙ্কে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি

মেডিকেলের মর্গে গিয়ে মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ময়নাতদন্তের পর হাচনার দেহ নিয়ে মধ্য বালাভূতে পৌঁছান তিনি। অভিজিৎ বলেন, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনকে চাপ দিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। তাতেই সাধারণ মানুষের জীবনহানি ঘটছে। হাচনা বিবির ২০০২ সালের তালিকায় নাম ছিল। উনি নিয়মিত ভোটও দিতেন। পদবি ভুল নিয়ে অনেকে তাঁকে বলেছিল চিন্তা না করতে। তবুও উনি আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। সবাইকে অনুরোধ করব আতঙ্কিত না হতে।'

এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেছেন তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার করছে। যার ফলে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। আমরা আবেদন করছি, মানুষ যেন আতঙ্কিত না হন।'

রোজ হাতির হানা

জঙ্গল থেকে লোকালয়ে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে আসছে হাতি। কোথাও জমির ফসল খেয়ে নিচ্ছে, কোথাও ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে।

তছনছ ঘর, মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় বৃদ্ধার

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৩ ডিসেম্বর : হাতির হামলার ঘর ভেঙে যাওয়ায় পাশের পাড়ায় মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন এক বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিসাবাড়ি সরুগাঁও এলাকায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতির দল হামলা চালায় এলাকায়। ঘটনায় চারটি ঘরই ভেঙে যায় মজেদুল ইসলাম ও মাহিবুল হকের। সে সময় বাড়িতে একা ছিলেন তাঁদের মা জুলেখা বিবি। প্রতিবেশীদের চিৎকারে তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারলেও, চোখের সামনে দেখেছেন একের পর এক ঘর ভাঙার ঘটনা। নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার মতো অবস্থা না থাকায় জুলেখা আশ্রয় নেন মেয়ের বাড়িতে। কবে বাড়ি ফিরবেন, বুঝতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'ঘটনার সময় ছেলে, বৌমা কেউ ছিল না। হঠাৎই গ্রামে হাতির দল ঢুকে পড়ে। ভেঙে দেয় ঘর। বাড়িতে থাকার মতো জায়গা না থাকায় মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।'

দুই বছর আগে দলগাঁও জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে ৩৫টির মতো হাতি। বর্তমানে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দলগাঁও জঙ্গল থেকে হাতিদের চার-পাঁচটি দল হামলা চালাচ্ছে। জটেশ্বর-খগেনহাট রাস্তা হাতির করিডর হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে এমনই একটি হাতির দল ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিসাবাড়ি সরুগাঁও এলাকায় হামলা চালায়। মজেদুল ও মাহিবুলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভেঙে দেয় ঘর। চাল, ডাল, ধান সহ বিভিন্ন নথি নষ্ট করে দেয়। ১০টি হাতির একটি দল হামলা চালায় বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। স্থানীয়দের চিৎকারে দলটি চ্যাংমারিটারি এলাকায় চলে যায়। মকবুল হোসেনের বাড়িতে চড়াও হয়ে রান্নাঘর ভেঙে দেয়। দলগাঁও রেঞ্জের দাবি, হামলা ঠেকাতে বনকর্মীরা সচেষ্ট। নিয়ম মেনে আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

শিসাবাড়িতে হাতির হানায় তছনছ ঘর। বুধবার। -সংবাদচিত্র

মাথায় হাত কৃষকদের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : হাতির হানা কোনওভাবেই থামছে না আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ মহাকালগুড়ি, বাকলা স্কুলডাঙ্গা, উত্তর মহাকালগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। পাকা ধানের লোভে হাতি প্রতিদিনই রাতে হানা দিচ্ছে ওই গ্রামগুলিতে। মাঠে ধান না পেয়ে হাতির দল বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। কেটে রেখে দেওয়া ধান খেয়ে নিচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে ধান খেতে এসে এক চাষির আলুর বিছন খেয়ে নিয়েছে বুনো হাতি। এই ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে ওই কৃষকের। নয়ন বিশ্বাস নামে ওই কৃষকের কথায়, 'তিন বিঘা জমিতে আলু চাষ করার জন্য দুই বস্তা বিছনের আলু এনেছিলাম। সেগুলোই কেটে বারান্দায় রেখেছিলাম। বাড়িতে ঢুকে বারান্দায় রাখা বিছনের আলু খেয়ে নিয়েছে হাতি। বুধবারই জমিতে আলু রোপণ করার কথা ছিল। আলু চাষের শুরুতেই ধাক্কা খেলাম।' এছাড়া চন্দন বিশ্বাস নামে এক কৃষকের লংকাখেত এবং কপিখেত তছনছ করে দিয়েছে হাতি।

নেপাল দেবনাথ নামে আরেক চাষি ধান কেটে বাড়ির পাশেই পুঁজি দিয়ে রেখেছিলেন। সেখান থেকে অন্তত পঞ্চাশ আঁটি ধান খেয়ে নিয়েছে হাতির দল। মশাল জ্বালিয়ে পটকা ফাটানোর পর হাতিগুলি জঙ্গলের দিকে চলে যায়। এই পরিস্থিতিতে মাথায় হাত পড়েছে এলাকার কৃষকদের। বাকলা এলাকার কৃষক অল্লান দাস বলেন, 'হাতির হানার জন্য আমরা ভালোভাবে ফসল ফলাতে পারছি না। জমি চাষ করে পুরো ফসল ঘরে তুলতে পারছি না। এর ফলে এলাকার প্রায় সব চাষি অসহায় অবস্থায় রয়েছেন।'

বিপাকে গ্রামবাসী
- আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ মহাকালগুড়ি, বাকলা স্কুলডাঙ্গা, উত্তর মহাকালগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঝেমধ্যেই হানা দিচ্ছে হাতির দল
- পাকা ধানের লোভে হাতি প্রতিদিনই রাতে হানা দিচ্ছে ওই গ্রামগুলিতে
- মাঠে ধান না পেয়ে হাতির দল বাড়িতে ঢুকে পড়ছে
- কেটে রেখে দেওয়া ধান খেয়ে নিচ্ছে

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'রাতে টহল দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।'

সত্যের জয়, মত শিক্ষকদের

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহালের রায়ের পরেই খুশির হাওয়া আলিপুরদুয়ারে। প্যারেড গ্রাউন্ডে বেশকিছু শিক্ষক জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিলিও করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে চাকরি বহাল থাকার কথা লিখেছেন বিজেপি'র জেলা যুব সভাপতি রূপন দাস। আবার চাকরি বহাল নিয়ে সত্যের জয় হয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি সমীর ঘোষ।

এদিন প্রাথমিক শিক্ষক তথা বিজেপি'র জেলা যুব সভাপতি রূপন বলেন, '৩২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাই সারাদিন দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এই রায়ে স্বস্তি পেয়েছি। তাই সমাজমাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে পোস্ট করেছি। এই বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না।' এদিকে, তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি সমীর ঘোষও চাকরি বহাল নিয়ে পোস্ট করেছেন। তাঁর কথায়, 'বিজেপি-র নোংরা রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়ল বাংলার বুকে। আজ আদালতের রায় সেটাই প্রমাণ করল।'

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেটে উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৭ সালে ওই প্যানেল থেকে প্রায় ৭০০ জনের বেশি প্রাথমিক শিক্ষক আলিপুরদুয়ারে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। এই শিক্ষকদের মধ্যে শতাধিক আবার প্রশিক্ষণযুক্ত ছিলেন। বাকি প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকরা ৩২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন। চাকরি বহাল থাকা একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক শুভজিৎ তালুকদার বলেন, 'আমাদের ৩২ হাজার শিক্ষকের কারও খাতায় কোনও গড়মিল পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই আজকের রায়ে আমরা খুশি।'

বৃদ্ধের মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার সকালে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন শোভাগঞ্জ এলাকায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম নিখিল কর (৬৫)। দ্বীপচর এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি পেশায় মিষ্টির দোকানের কর্মী। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ স্কুল যাওয়ার পথে কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া প্রথম দেহটি পড়ে থাকতে দেখে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নিউ আলিপুরদুয়ার জিআরপি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

NOTICE OF NIT

NIT is hereby invited by undersigned vide - NITNo. 03/PKGP//2025-26 Dated : 01/12/2025 NITNo. 04/ PKGP//2025-26 Dated : 01/12/2025 Last date of NIT paper dropping : 10.12.2025 up to 14.00 Hours. Other details are available at Notice Board in office.

Sd/-
Pradhan
Patlakhawa Gram Panchayat
Alipurduar-I Block

ক্রেতা সেজে চুরি

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : দোকান থেকে উপহার কেনার নাম করে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। বুধবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ মোড় এলাকায় একটি ওষুধের দোকানে চুরির ঘটনাটি ঘটে।

ওই এলাকায় গোপাল ভদ্র নামে এক ব্যক্তির একটি ওষুধের দোকানের পাশাপাশি একটি গিফটের দোকান রয়েছে।

এদিন দুপুরে ক্রেতা সেজে দুই দুষ্কৃতী তাঁর দোকানেই হানা দেয়। একজন দোকান মালিককে গিফট দেখানোর নামে ব্যস্ত রাখে। অপরজন সেই সুযোগে পাশের ওষুধের দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় ৪ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরে দ্বিতীয় জন সুযোগ বুঝে উধাও হয়ে যায়।

এই বিষয়ে দোকান মালিক গোপাল ভদ্র বলেন, 'গিফট দেখতে চাইলেও নেয়নি। তারপর ক্রেতাকেও আর দেখতে পাইনি। একটু পরে পাশের দোকানের ক্যাশ বাক্স খুলতেই দেখি প্রায় চার হাজারের বেশি টাকা উধাও। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই চুরির বিষয়টি স্পষ্ট হয়।' চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পায়ে সমস্যা, স্বচ্ছন্দ টোটোয়

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া এক টোটোচালকের কাহিনী তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : না কারও দয়ার পাত্র হয়ে নয়, কারও কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করেও নয়, মাথা উঁচু করে সৎভাবে বাঁচতে জীবনসংগ্রাম করে চলেছেন ধৃতিকান্ত। জন্ম থেকেই দুই পায়ের সমস্যা থাকায় হাঁটতে অসুবিধা হয়। তবে হাঁটাচলা বাধা হলেও সেই প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মায়ের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। গোটা সংসারের দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ৩২ বছরের ধৃতিকান্ত দাস। কোচবিহার জেলার সীমানায় মরিচবাড়ি চোকাডাঙ্গার গ্রামের বাড়িতে মুদি দোকান খুলেছেন। প্রায় ১২ বছর ধরে সেই দোকান চালাচ্ছেন। তবে শুধু দোকানের ওপর নির্ভর না থেকে টোটো চালিয়েও উপার্জন করছেন। প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে নিজেই টোটো চালান ধৃতিকান্ত। নিজের সুবিধামতো অর্ডার করে টোটো বানিয়ে নিয়েছেন একটু ছোট আকারের। সেটাই এখন তাঁর বাড়তি আয়ের রাস্তা খুলে দিয়েছে। তাঁর এই লড়াই অনেককেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে জীবনের পাঠ শেখাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার শহর ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় টোটো নিয়ে দেখা যায় ধৃতিকান্তকে। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকাতেই মরিচবাড়ি চোকাডাঙ্গা গ্রাম। যাত্রী নিয়ে বা মুদি দোকানের বিভিন্ন জিনিস নিতে আলিপুরদুয়ারেই বেশি আসতে হয় ওই তরুণকে। যেমন বুধবার তপসিখাতা বাজারে এক মুদি দোকান থেকে নিজের দোকানের জিনিস কিনতে দেখা গেল তাঁকে। টোটো নিয়ে সটান চলে গিয়েছিলেন দোকানের সামনে। টোটোতে বসেই বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা ফর্দ দেখে দোকানদারের কাছে বিভিন্ন জিনিস চাইছিলেন। এরপর দোকানের এক কর্মীর মাধ্যমে টোটোতে সব সামগ্রী নিয়ে তাঁর হাতেই টাকা বুঝিয়ে দিলেন। ওই দোকানের মালিক রাজু সাহার কথায়, 'ওঁর উৎসাহ ও ইচ্ছাশক্তির প্রশংসা করতেই হয়। ও অনেকের জন্যই উদাহরণ।'

নিজের টোটোতে ধৃতিকান্ত দাস। -সংবাদচিত্র

ধৃতিকান্তর কথায়, 'আমি নিজে কষ্ট করে উপার্জনের রাস্তা খুঁজে নিয়েছি। সেটা দিয়ে দিব্যি চলছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা মনোজ কুমার দে-কে 05.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44K 77029 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " মাঝে মাঝে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতাম এবং ভাবতাম যে আমিও কোনও একদিন কোটিপতি হব। লটারির দোকানগুলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বিজয়ী বোর্ডগুলির দিকে তাকাতাম এবং জেতার আশা করতাম। এত অল্প খরচের বিনিময়ে আমি যা পেয়েছি তা এখন আমার জীবনের শক্তির একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নজরদারি !

সরকার এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বা পদক্ষেপ করছে যাতে ভারত সরকার দেশের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে কি না- এই প্রশ্নটা উঠছে। জনতার ভোটে জিতে জনতাকেই অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যেন। কখনও নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য, কখনও রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য। যেন সব দোষ ও দায় আমজনতার।

দেশের মানুষের ওপর গিনিপিগের মতো সরকারি পরীক্ষানিরীক্ষার সাম্প্রতিকতম উদাহরণটির নাম সঞ্চার সাথী অ্যাপ। নামে সাথী হলেও অ্যাপটি বাস্তবে সাধারণ মানুষের না সরকারের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হবে, তা নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে। ধোঁয়াশার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তরের একটি নির্দেশ। যাতে বলা হয়েছে, দেশে তৈরি বা আমদানি করা সমস্ত মোবাইলে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি আপলোড করতে হবে।

কেন্দ্রের যুক্তি, এই অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর্থিক জালিয়াতির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবেন। পাশাপাশি এই অ্যাপটি মোবাইল ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষা দেবে। তাঁদের মোবাইল কখনও হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে খুঁজে বের করতে অত্যন্ত কার্যকরী হবে অ্যাপটি।

কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার আসলে অ্যাপটির মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীর ওপর গোপনে নজরদারি চালাতে চাইছে। রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো ভারতকে ক্রমশ নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দাবি, সঞ্চার সাথী অ্যাপটি মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। কেউ না চাইলে অ্যাপটি ডিলিট করে দিতেই পারেন।

মন্ত্রীর যুক্তি, অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইলে আড়ি পাতা সম্ভব নয়, ফোন কলের ওপর নজরদারিও চালানো যায় না। মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী অ্যাপটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। বিজেপি একই কথা বলেছে। যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল নতুন মোবাইল তৈরির সময় সঞ্চার সাথী শুধু ইনস্টল করলে হবে না, সেটি যাতে নিষ্ক্রিয় না করা যায়, তার বন্দোবস্তও রাখতে হবে। একমাত্র অ্যাপল এই সিদ্ধান্ত মানতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে বিতর্কের মধ্যেই টেলিকম দপ্তর দাবি করেছে, সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোডের হিড়িক পড়েছে দেশে। তার জেরে মোবাইলে ওই অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল করার পূর্ব নির্দেশিকাও সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু তাতে নজরদারির ধোঁয়াশা কাটছে না।

সাইবার বিশেষজ্ঞ সংস্থা ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অপার গুপ্তার সঞ্চার সাথীকে আধুনিক স্বৈরতন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। বছরখানেক আগে ইজরায়েলের তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়ার দিয়ে ভারতে একাধিক বিরোধী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ উঠেছিল। নোটবন্দি থেকে শুরু করে সমস্ত জরুরি নথি ও পরিষেবার সঙ্গে আধার ও মোবাইল নম্বর লিংক করার বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তগুলি আসলে একপ্রকার ফাঁদ বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার সবসময়ই যুক্তি দিয়েছে, চুরি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে এই সিদ্ধান্ত। বাস্তবে সেসব বন্ধ হয়নি। উলটে মানুষের হয়রানি কয়েকগুণ বেড়েছে। যে আধার কার্ডকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বঘটের কাঁঠালি কলায় পরিণত করা হয়েছে, সেই আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে বাম হস্তে মনসাপুজোর মতো আধার কার্ডকে নথি হিসেবে মান্যতা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সঞ্চার সাথী মানুষের হয়রানির তালিকার নতুন সংযোজন বলে অভিযোগ উঠছে। গোপনীয়তার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের মতে মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও দেশের সুরক্ষার নাম করে মানুষের মোবাইলে সঞ্চার সাথী ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে সব মানুষ কোথায় কী করছেন, কী আলোচনা করছেন, কাকে কী মেসেজ পাঠাচ্ছেন, সেসবের ওপর সরকার নজরদারি চালাতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠছে। বাস্তবে অভিযোগটি সত্যি হলে তা ভারতের নাগরিকদের কাছে বড় বিপদ।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট ও আদালত কথা

অনেক টানাপোড়েনের পর সিবিআই কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করল। ব্যাস। তারপর সিবিআই চুপ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

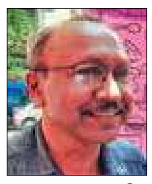

গত কয়েকবছরের মধ্যে বেশকিছু বাংলা শব্দবন্ধ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মিডিয়ার কল্যাণে। আদালত সংক্রান্ত অনেক খবরই দেখতে পাওয়া যায়, মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই কিংবা ইডি। অন্যদিকে, আদালতে বিচারক কিংবা বিচারপতিদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের কথা। সিবিআই এবং ইডিও মাঝে মাঝে বলে, অমুক কেলেঙ্কারিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র অথবা প্রভাবশালী-যোগ রয়েছে।

মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্ব ইত্যাদি আজকাল খুব প্রচলিত শব্দ হয়ে উঠেছে। এই শব্দগুলো আমজনতার কাছে চরম প্রহেলিকার মতো। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রে ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গিয়েছিল। তাতে লেখা, সন্দেশখালিতে মহিলাদের নির্যাতন ও জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে পরবর্তী শুনানি।

আচ্ছা, পাঠক বলুন তো, এই মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সিবিআইয়ের প্রথম রিপোর্টের কথা আপনাদের কারও মনে আছে? দ্বিতীয় রিপোর্ট যখন জমা পড়ছে, তখন ধরে নিতে হবে, সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির প্রথম রিপোর্টটি নিশ্চয়ই আদালতে পেশ করেছিল। সন্দেশখালিতে গত বছরের ৫ জানুয়ারি সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের ওপর স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাহিনী হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনার সূত্রে সামনে আসে শাহজাহান বাহিনীর নানা কুকীর্তি।

সামনে আসে সেখানে দিনের পর দিন মহিলাদের ওপর শাসকদলের নেতাদের নির্যাতনের বহু ঘটনা। ওই নারী নির্যাতন এবং জমি দখলের অভিযোগে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে। মামলার পরের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে। তার মানে, ইতিমধ্যে দু'বছর কাটতে চলেছে ওই ঘটনার পরে। হয়তো পরের শুনানিতে সিবিআই আবার একটি মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির তৃতীয় রিপোর্ট জমা দেবে কলকাতা হাইকোর্টে। তারপরেও মামলা কতদিন চলবে, তা দেবা ন জানন্তি...।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে নির্যাতন ও খুনের ঘটনা। সেই ঘটনার পরও দেড় বছর কেটে গিয়েছে। পুলিশ যে তদন্ত শুরু করেছিল, সিবিআই তাতে সিলমোহর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত একজনই। তার নাম সঞ্জয় রায়। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। ডিউটি না থাকলেও যাঁর আরজি কর মেডিকেলে অবাধ যাতায়াত ছিল।

সেই সঞ্জয় রায় এখন শিয়ালদা আদালতের নির্দেশে যাবজ্জীবন বন্দিদশা কাটাচ্ছে। সে অবশ্য ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে আপিল করেছে। নিহত তরুণীর পরিবার কিন্তু পুলিশ এবং সিবিআইয়ের তদন্ত ও শিয়ালদা আদালতের রায়ের ওপর আস্থা রাখেনি। পরিবারটি ছাড়াও অভয়া মঞ্চ, চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন ন্যায়বিচারের দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে বিচারাধীন। কবে নিষ্পত্তি হবে, কারও জানা নেই।

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ওই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় উদ্যোগী হয়ে মামলা করেছিলেন। সেই মামলার শুনানিতে দিনের পর দিন দেখেছি কী রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা! তখন অভয়ার বিচারের দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন চলছিল কলকাতায়। কখনও ধর্মতলায় রাস্তার ওপর, কখনও স্বাস্থ্য ভবনের সামনে খোলা আকাশের নীচে।

আন্দোলনস্থলে অবস্থানরত চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে মোবাইলে নজর রাখতেন শুনানির লাইভ স্ট্রিমিং দেখার জন্য। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জমা পড়ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখবন্ধ খামে সিবিআইয়ের রিপোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলতেন, এই রিপোর্ট পড়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। এই ঘটনার পিছনে অনেক প্রভাবশালীর হাত রয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না।

তারপর একটা একটা করে কত যে মুখবন্ধ খামে সিবিআইয়ের রিপোর্ট জমা পড়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে, তার কোনও হিসেব নেই। সেই সব মুখবন্ধ খামের রিপোর্ট আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখেনি। ভবিষ্যতে দেখবে বলে মনেও হয় না। মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এখন বাড়িতে বসে আরজি করের ওই তরুণী চিকিৎসক এবং তাঁর অসহায় পরিবারের কথা ভাবেন কি না, জানি না।

আসুন, আর একটু পিছিয়ে যাই। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, সারদা এবং নারদ কেলেঙ্কারির কথা? সারদা কেলেঙ্কারিতেও সুপ্রিম কোর্টে বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই বা ইডি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হদিস করে উঠতে পারেনি। কোনও প্রভাবশালীর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি সিবিআই বা ইডি। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ধীরে ধীরে কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। শুধু জেলে পচছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়।

> সারদা কেলেঙ্কারিতেও সুপ্রিম কোর্টে বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই বা ইডি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হদিস করে উঠতে পারেনি। কোনও প্রভাবশালীর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি সিবিআই বা ইডি। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ধীরে ধীরে কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। শুধু জেলে পচছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়।

একই হাল নারদ কেলেঙ্কারির। মাঝে কয়েকজন মন্ত্রী, নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁরা এখন জামিনে মুক্ত। সেই মামলা চলছে আদালতে। কবে শেষ হবে, বলা মুশকিল। এবার আসা যাক রাজ্যে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি এবং কয়লা পাচার মামলার কথায়। এক্ষেত্রেও আদালত এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বারবার প্রভাবশালী-যোগের কথা শুনিয়েছে। কিন্তু কোনও সংস্থাই মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি কখনও।

যদিও শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনেক অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন। সিবিআই এবং ইডি বারবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষকদের চাকরি চুরির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড বলে রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তদন্তের কিনারা এখনও করতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রায় সাড়ে তিন বছর জেলে কাটিয়ে জামিন পেয়ে পার্থ এখন কুণাল ঘোষকে ফোন করে সাফাই দিচ্ছেন, আমি চুরি করিনি। আমি মানুষটা অত খারাপ নই।

আবার এই শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর বিষয়টা দেখুন। অনেক টানাপোড়েনের পর সিবিআই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করল। ব্যাস। তারপর সিবিআই একদম চুপ, আদালত চুপ। কেউ আর কোনও কথা বলে না। পরীক্ষার কী হল, রিপোর্ট কী পাওয়া গেল ইত্যাদি নিয়ে আর কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। আদালতও সিবিআইয়ের কাছে তা নিয়ে আর কখনও জবাবদিহি চায়নি। বরং সিবিআই হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। কালীঘাটের কাকু দিব্যি ঘরবন্দি হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

তাই বলছিলাম, এই মুখবন্ধ খামে ইডি, সিবিআইয়ের রিপোর্ট, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, প্রভাবশালী যোগের মতো শব্দগুলো নানা দুর্নীতির তদন্ত ও মামলায় খুব ক্লিশে হয়ে উঠেছে। এগুলোকে এখন নিছক প্রহসন বলে মনে হয়। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কান্না সুপ্রিম কোর্টে পেশ হওয়া মুখবন্ধ খামেই গুমরে গুমরে উঠবে। সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের ওপর চরম অত্যাচারের কাহিনীও সিবিআইয়ের মুখবন্ধ খামের ভিতরে থেকে যাবে। সারদা, নারদ, শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির কুশীলবদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কোনও হদিস কি কখনও পাবে ইডি, সিবিআই?

(লেখক : সাংবাদিক)

আজ

২০১৭
আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা শশী কাপুর।

২০১৭
শিল্পী পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি ভেবেছিলাম, দুর্নীতি যারা করেছে ও চাকরি যেভাবে বিক্রি হয়েছে, সেই পুরো সিস্টেমটাকে বিসর্জন দেব। তবে, ডিভিশন বেঞ্চ যদি মনে করে, এভাবেই মানুষকে রক্ষা করতে হবে, তাহলে ঠিকই করেছে। ডিভিশন বেঞ্চ যা ভালো বুঝেছে, সেটাই করেছে। এখানে আমার মত দেওয়ার অধিকার নেই।

- অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ব্যাংকে কেলেঙ্কারি! মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামীণ ব্যাংকের স্টাফরা কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ একটি সাপ ঢুকে পড়ায় হুলুস্থুল কাণ্ড বাধে। প্রাণীটিকে দেখে সকলে দৌড়োতে থাকেন। কেউ চেয়ারে, কেউ টেবিলে উঠে পড়েন। সাপের ভয়ে একজন লকারের ওপর বসে পড়েন।

ভাইরাল/২

মরেও শান্তি নেই! দিল্লির এক হাসপাতালে মৃতদেহ থেকে সোনার গয়না চুরির ভিডিও ভাইরাল। এক বৃদ্ধাকে গুরুতর অবস্থায় সেখানে আনা হয়েছিল। মারা যান তিনি। কিন্তু বডি নেওয়ার সময় গয়না উধাও। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে নার্সের কীর্তি সামনে আসে।

জনমন জনমত

পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানোর আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে হারে এই রাজ্যে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে তাতে অত্যাধুনিকভাবে পুলিশি ব্যবস্থাকে না সাজালে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপের মোকাবিলা করা এবং রোধ করা মোটেই সম্ভব নয়।

প্রথমত, সমাজবিরোধীরা অপরাধ করার সময় যথেষ্ট উন্নত ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে সেই ব্রিটিশ আমলের থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও পুরোনো রিভলভার রয়েছে, যা দিয়ে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এগুলি একেবারেই অচল। যদিও পুলিশের হাতে কিছু আধুনিক অস্ত্র এসেছে কিন্তু তা একেবারে অপর্যাপ্ত এবং দুষ্কৃতী মোকাবিলার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ থানায় প্রয়োজনের তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া বহু থানায় পুরোনো গাড়ি মেরামত করে চালানো হচ্ছে। ফলে অপরাধের খবর পেয়ে ওইসব পুরোনো গাড়ি করে সময়মতো পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারছে না। তাই প্রতিটি থানায় আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন দ্রুতগামী গাড়ি পর্যাপ্ত সংখ্যায় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত যাতে সঠিক গতি পায়, দুষ্কৃতীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি মহামান্য আদালত থেকে পায় সেজন্য তদন্তকারী অফিসারদের নিয়মিত বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলির সংস্কারসাধন করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিলনপল্লি, ইসলামপুর।

কোচবিহার থেকে হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা চাই

কোচবিহার-কলকাতা উড়ান বন্ধ হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু কোচবিহারবাসীর প্রয়োজন হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা। উত্তরবঙ্গে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায় কোচবিহার থেকে প্রতিদিন প্রচুর রোগী হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে যান। সেক্ষেত্রে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সকালের ফ্লাইট ধরতে হলে এঁদের একদিন আগে শিলিগুড়ি গিয়ে থাকতে হয়। তাতে সময় ও অর্থ দুই-ই নষ্ট হয়। রোগী নিয়ে হয়রানিও কম হয় না। সপ্তাহে দু'-তিনদিন হলেও এই পরিষেবা চালুর ব্যাপারে যৌথভাবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

কোচবিহারবাসীর প্রকৃত উপকার করতে হলে রাজনীতি-বিবাদ না করে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা চালু করা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উদ্যোগী হোক। তাতে যদি রানওয়ে বড় করতে হয়, পরিকাঠামো উন্নত করতে হয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করুক।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অন্য এক লড়াইয়ে সবাইকে সঙ্গী চাই

হাতে হাত রাখলে বহু কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। সম্প্রতি বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস আবারও সেই বার্তা দিল।

অরিত্র রায়

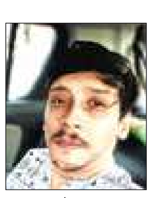

সমাজে আমরা প্রায়ই 'প্রতিবন্ধী' শব্দটিকে দুর্বলতার প্রতীক মনে করি, কিন্তু প্রতিদিন অগণিত বাধার মুখোমুখি হওয়া এই মানুষগুলোই সবচেয়ে শক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কেউ চোখের আলো হারিয়েছেন, কেউ হুইলচেয়ারে জীবনযাপন করছেন, আবার কেউ কথার উচ্চারণে আটকে যান— তবুও সকলের স্বপ্ন আছে, নিজের জায়গা তৈরি করার সাহস আছে।

প্রতিবন্ধকতার অসুবিধার চেয়েও বড় অসুবিধা হল সমাজের ভুল মানসিকতা। অনেকে তাঁদের দিকে করুণা নিয়ে তাকায়, যেন তাঁরা কিছু করতে পারেন না। তাঁদের প্রয়োজন করুণা নয়, বোঝাপড়া এবং সম্মান। সমাজের এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। 'আহা-উঁহু' বলে সহানুভূতি প্রদর্শন নয়, পরিবর্তন আসে হাতে হাত রেখে পাশে দাঁড়ালে।

এই কঠিন যুদ্ধের মাঝে প্রকৃত বিশেষভাবে সক্ষমরা এক ভয়ানক শত্রুর মুখোমুখি। ভুয়ো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটধারীরা সংখ্যায় বাড়ছে। যে সার্টিফিকেট একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কঠিন বাস্তবতার প্রতীক, তাকেই অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সরকারি সুবিধা, চাকরির রিজার্ভেশন, বা আর্থিক সাহায্য পাওয়ার লোভে ভুয়ো সার্টিফিকেট বানাচ্ছে। এর ফলে একজন প্রকৃত দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী, একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী তরুণ বা একজন লার্নিং ডিজেবিলিটিতে ভোগা শিশুর সুযোগ ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একজন প্রকৃত প্রতিবন্ধী দিনের পর দিন নিজেকে প্রমাণ করে বাঁচে, অথচ তার সুযোগটি পেয়ে যাচ্ছে একজন স্বাভাবিক মানুষ, যে শুধু কাগজে-কলমে 'প্রতিবন্ধী'। ভুয়ো সার্টিফিকেটধারীরা শুধু আইন ভাঙছে না, তারা এমন একটি শ্রেণির মানুষদের ক্ষতি করছে, যারা সমাজের সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় বেঁচে আছে।

সহমর্মী।। 'তারে জমিন পর' সিনেমার একটি দৃশ্য।

একজন প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার নিজের খরচ, চিকিৎসা ও প্রয়োজন বাড়ে। তবুও সরকার তার ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধী পরিচয়ের পরিবর্তে পরিবারের আয় দেখে টাকা বা স্কলারশিপ দেয়। এটা কোথায় যেন অন্যায়। কারণ প্রতিবন্ধকতার কষ্ট পরিবারের আয় দেখে কমে না; ওষুধ, থেরাপি, এবং অন্যান্য প্রয়োজন একই থাকে। জীবনের সত্যিটা খুব কঠিন। বিশেষভাবে সক্ষমদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা থাকা উচিত সমাজ আর দেশের হাতে। কিন্তু বাস্তবে তাকে নির্ভর করতে হয় সেই পরিবারের ওপর, যা চিরস্থায়ী নয়। সরকার যদি একটুও ভেবে থাকে, তবে সাহায্য ও সুযোগ সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। কোনও অধিকারকে পরিবারের আয় দিয়ে মাপা বা কোনও লড়াইকে কাগজের সংখ্যার সঙ্গে বেঁধে রাখা আক্ষরিক অর্থেই অমানবিক।

'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' কোনও বক্তৃতার দিন নয়, এটি এক নীরব সত্য। দিনটি সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে : 'আজ আমরা সত্যিই মানুষ, নাকি শুধু মানুষ হওয়ার অভিনয় করে চলছি দিনের পর দিন?' আমাদের অন্ধত্ব চোখে নয়, চিন্তায়; বধিরতা কানে নয়, বিবেকে; পঙ্গুত্ব শরীরে নয়, আমাদের ব্যবহারে। আমরা সহানুভূতি দেখাই, কিন্তু সম্মান এবং পরিচয় দিতে এখনও কুণ্ঠাবোধ করি। এই দিনটি আমাদের ঘুম ভাঙানো এক চপেটাঘাত, যা বলে 'আমরা কি সত্যিই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি, নাকি শুধু দূর থেকে করুণার চোখে দেখছি?'

(লেখক অক্ষরকর্মী। বিশেষভাবে সক্ষম। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৯

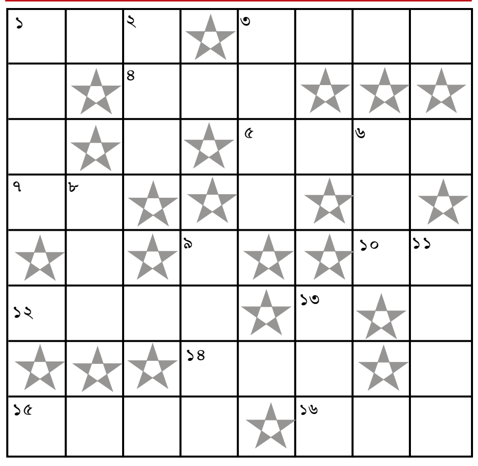

পাশাপাশি : ১। নৌকার মাঝি অথবা বোকা লোক ৩। আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদকে আমরা যে নামে চিনি ৪। গান্ধারির বাবা ৫। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ৭। জলে ধুয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করা ১০। বড় সামুদ্রিক প্রাণী ১২। অকস্মাৎ বা হঠাৎ ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুদের হাসিকান্না ১৫। লক্ষ্মণ যার নাক কেটে দিয়েছিলেন ১৬। হাঁটুর ওপরের অংশ।

উপর-নীচ : ১। যে ফল গাছে পেকেছে ২। যে কন্দ রান্নায় লাগে ৩। এই জিভ আকারে খুবই ছোট ৬। প্রেয়ার বা প্রার্থনা করা ৮। রান্নার হাতার ছোট সংস্করণ ৯। বিয়ের সম্বন্ধ চূড়ান্ত করার অনুষ্ঠান ১১। এক ধরনের মিষ্টি ১৩। পৃথক করে রাখা।

সমাধান ■ ৪৩০৮

পাশাপাশি : ২। অনাবিল ৫। টুকলি ৬। কনকপ্রভ ৮। বড়ি ৯। আম ১১। কুটকচাল ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। চাটুকার ২। অলি ৩। বিমান ৪। সুলভ ৬। কড়ি ৭। কদম ৮। বটুক ৯। আল ১০। মেঘনাদ ১১। কুক্কুট ১২। চাকরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

সোনালিদের ফেরাতে ‘মানবিক’ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মানবিক মামলায় এবার হস্তক্ষেপ করল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ গর্ভবতী সোনালি খাতুন এবং তাঁর আট বছর বয়সি শিশুপুত্রকে বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে ‘মানবিকতার খাতিরে’ সোনালি ও তাঁর শিশুপুত্রকে ফেরাতে রাজি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও। সরকারি নিয়ম মেনেই সোনালিদের দেশে ফেরানো হবে। সেই কথা এদিন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। বাংলাদেশ আদালত সোনালি বিবিকে মুক্তি দিয়েছে। তবে তিনি এখনও আছেন ওই দেশেই। সোনালিদের কবে ভারতে ফেরানো হবে, সেটা অবশ্য এদিন স্পষ্ট হয়নি।

সোনালি খাতুন ওরফে সোনালি বিবি ও তাঁর সন্তানকে কিছুদিন আগেই সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই মহিলার বিচারপতিরা দ্রুত শুনানির ব্যবস্থা করেন এবং সরকারের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চান।

সুপ্রিম রায়

- বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে
- আইন গুরুত্বপূর্ণ হলেও জীবনের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চেয়ে তা বড় নয়
- মানবতা আইনের চেয়েও বড় ভিত্তি এবং এই দুর্বলের সুরক্ষাই প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য
- সোনালিকে সবরকম চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি তাঁর পুত্রের জীবনধারণের জন্য রাজ্যকে সহযোগিতা করতে হবে

গর্ভধারণের বিষয়টি এবং সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অদ্ভুত আইনি জটিলতা তৈরি হয়। ঘটনাটি শীর্ষ আদালতের নজরে আসার পরেই শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে জানায়, ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।’ বিচারপতিদের মতে, ‘আইন ও প্রোটোকল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং এক শিশুর জীবনের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চেয়ে তা বড় হতে পারে না।’ আদালত নির্দেশ দেয়, মানবতা হল আইনের চেয়েও বড় ভিত্তি এবং এই দুর্বল দুই ব্যক্তির সুরক্ষাই এখন প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য।

সোনালিকে সবরকম চিকিৎসা সহায়তা এবং তাঁর পুত্রের জীবনধারণের জন্য রাজ্যকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, সোনালিকে বীরভূমে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। বীরভূমের চিফ মেডিকেল অফিসারকে তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আদালতের নির্দেশের পর, সোনালি ও তাঁর সন্তানকে দ্রুত বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। তাদের ভারতে প্রবেশ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রথমে তাঁদের নিয়ে আসা হবে দিল্লিতে। পরে পাঠানো হবে বীরভূমের বাড়িতে।

নজরে তেল, প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনীতি

আজ ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয়গুলি পর্যালোচনার পাশাপাশি কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

ভারত তেল ও অস্ত্রের ব্যাপারে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। ট্রাম্পের হুমকি, পশ্চিমী দেশগুলির আপত্তির জন্য ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়েছে বটে, কিন্তু বন্ধ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া শুল্কের বোঝা কমাতে ও ট্রাম্পকে খুশি রাখতে ভারত কিছুটা আমেরিকার দিকেও ঝুঁকেছে। অন্যদিকে, পুতিনের সফরের আগেই ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতেরা এদেশের একটি প্রথম সারির ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে যৌথভাবে পুতিনকে তুলোধোনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, গোটা বিশ্ব চায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হোক। রাশিয়াই শান্তি চায় না। রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য মাথাব্যথা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লির। এই পরিস্থিতিতে পুতিন আসছেন। পশ্চিমী দেশগুলির পাশাপাশি মস্কো ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়াদিল্লির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার পরীক্ষা কিন্তু চলবে আগামী দু-দিন।

পুতিনের ভারত সফর তেল ও প্রতিরক্ষার পাশাপাশি ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। এদিক থেকে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নতুন করে সংজ্ঞায়িত হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি করেছে এই সফর। এবার দেখে নেওয়া যাক মূল বিষয়গুলি।

জনসংখ্যায় ভারত বিশ্বে প্রথম। জনগণের বিপুল চাহিদা মেটাতে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কম দামে ভারত অপরিশোধিত তেল কিনছে রাশিয়া থেকে। জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই দিল্লিকে এটি করতে হয়েছে। সেজন্য ভারতীয় পণ্যের ওপর বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে মোট শুল্কের হার ৫০ শতাংশ করেছে ট্রাম্প সরকার।

মোদি-পুতিন বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য, অপরিশোধিত তেলের দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করা। তৃতীয় দেশের চাপ (মার্কিন নিষেধাজ্ঞা) থেকে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে রক্ষা করতে একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করাও।

পুতিনের সঙ্গে মোদির আলোচনায় এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স-এর নয়া সংস্করণ সরবরাহ ও রাশিয়ার তৈরি যুদ্ধবিমানের আপগ্রেড করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। সূত্রের খবর, রাশিয়া এস-ইউ ৫৭ স্টিলথ ফাইটার জেটও ভারতকে বিক্রি করতে আগ্রহী।

অপরদিকে রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারি বজায় রাখা এবং আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ রাখা নয়াদিল্লির উদ্দেশ্য।

পুতিনের জন্য ৫ স্তরের নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় থাকছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন এনএসজি কমান্ডোরা। থাকছে স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার ও এআই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। খবর, চার ডজনেরও বেশি বিশেষ রুশ নিরাপত্তারক্ষী দিল্লিতে এসেছেন। পুতিনের গাড়ি যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে যাবে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন দিল্লি পুলিশ। বিশেষ ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হবে। যাতায়াতের পথজুড়ে থাকবেন স্নাইপাররা। থাকছে জ্যামার, এআই নজরদারি, ফেসিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরাও। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রতিটি দল কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখবেন।

পুতিনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দেখভাল করবে রুশ প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস। পুতিনের সেই বিলাসবহুল ভারী সাঁজোয়া লিমুজিন অরাস সেনাট গাড়ি মস্কো থেকে দিল্লিতে আনা হয়েছে।

‘সেবাতীর্থ’ তকমা পিএমও দপ্তরের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বাড়ির ঠিকানার পরে এবার নামও বদলে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের। পিএমও-র নতুন নাম হচ্ছে ‘সেবাতীর্থ’। নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের ৭৮ বছরের পুরোনো পিএমও স্থানান্তরিত হয়ে সেন্ট্রাল ভিস্তায় নির্মীয়মাণ তিনটি ভবনের নতুন কমপ্লেক্সে যাচ্ছে বলে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে। বায়ুভবনের কাছে ‘এগজিকিউটিভ এনক্লেভ ওয়ান’-এর তিন ভবনের একটিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, যার নাম ‘সেবাতীর্থ’। বাকিগুলির নাম হবে ‘সেবাতীর্থ-২’ ও ‘সেবাতীর্থ-৩’, যেখানে থাকবে ক্যাবিনেট সচিবালয় ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দপ্তর। সরকারের দাবি, সরকারি কর্মীদের মধ্যে ‘জনসেবা’র চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই নামকরণ। ১৪ অক্টোবর থেকে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৬ সালে রেস কোর্স রোডের নাম বদলে হয়েছিল ‘লোককল্যাণ মার্গ’।

বাবার কোলে চেপে শবরীমালা মন্দিরে যাচ্ছে এক খুদে ভক্ত। বুধবার কেরলের পাথানামথিত্তায়।

আরাবল্লি নিয়ে সোনিয়ার নিশানায় মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাজধানীর ভয়াবহ দূষণ মোকাবিলায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। বুধবার একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি অভিযোগ করেন, মোদি সরকার আরাবল্লি পর্বতমালার মৃত্যু পরোয়ানায় প্রায় সই করে ফেলেছেন। তাঁর অভিযোগ, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অশুভ ঔদাসীন্য দেখিয়েছে কেন্দ্র। সোনিয়ার দাবি, কেন্দ্র ‘ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০’ এবং ‘ফরেস্ট কনজারভেশন রুলস, ২০২২’-এ যে সংশোধনীগুলি সংসদে বুলডোজ করে পাশ করিয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের একটি নতুন সংজ্ঞার ফলস্বরূপ, আরাবল্লি পর্বতমালার ১০০ মিটারের কম উচ্চতার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা খননকার্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যা বেআইনি খননকারী এবং মাফিয়াদের জন্য উন্মুক্ত আক্রমণ। তাঁর সাফ কথা, ‘আরাবল্লি পর্বতমালা থর মরুভূমি থেকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে মরুভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে এবং দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘এই সময় যখন রাজধানী প্রতি বছর দূষণের শিকার হচ্ছে, তখন সরকারের এমন পদক্ষেপ পরিবেশের প্রতি গভীর ও ক্রমাগত অবজ্ঞার প্রতিফলন।’ গত এক দশকের পরিবেশ আইন ও নীতি পরিবর্তনে জরুরি পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন সোনিয়া। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ৬৯২ কিমি বিস্তৃত আরাবল্লি পর্বতমালা। উত্তর ভারতের দিল্লি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ হরিয়ানা পেরিয়ে পশ্চিম ভারতের রাজস্থান ডিঙিয়ে গুজরাটে শেষ হয়েছে ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল এই পর্বতমালা।

রকেট স্লেড পরীক্ষায় পাশ ভারত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বুধবার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। ডিআরডিও এদিন দেশের প্রথম ‘হাই-স্পিড রকেট স্লেড’ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এই সাফল্য ভারতকে বিশ্বের সেই বিশেষ অভিজাত ক্লাবভুক্ত করল, যাদের

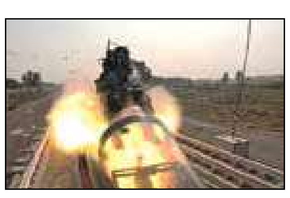

নিজস্ব এই অত্যাধুনিক পরীক্ষামূলক পরিকাঠামো রয়েছে।

এই এইচএসআরএস ব্যবস্থাটি সুপারসনিক গতিতে উড়ন্ত বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের উপাদানগুলির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণাটকের চাল্লাকেরে স্থিত পরীক্ষার কেন্দ্রে এই ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন হয়। এই সাফল্যের ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জন্য এখন আর বিদেশি নির্ভরতা থাকবে না, যা দেশের সামরিক আত্মনির্ভরতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সঞ্চার সাথী আর বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বিতর্কের জেরে শেষমেশ সঞ্চার সাথী নিয়ে পিছু হটল কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘সঞ্চার সাথীর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বেড়ে চলায় সরকার ঠিক করেছে এই অ্যাপটি আগে থেকে ইনস্টল করা মোবাইল নির্মাতাদের জন্য আর বাধ্যতামূলক নয়।’ এরপরই পূর্ববর্তী নির্দেশটি প্রত্যাহারই করে নেয় কেন্দ্র। বুধবার টেলিকম দপ্তর জানিয়েছে, এতদিন দৈনিক ৬০ হাজারের মতো ডাউনলোড হচ্ছিল অ্যাপটি। কিন্তু বিতর্কের আবহে আচমকা তা ১০ গুণ বেড়ে প্রায় ৬ লক্ষে পৌঁছেছে। টেলিকম দপ্তরের সচিব নীরজ মিত্তাল জানান, নির্দেশিকাটি প্রত্যাহারের কারণ হল অ্যাপটি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। একদিনে ৬ লক্ষ নাগরিক ওই অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। কাজেই এই অ্যাপটিকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নেই।

এদিন প্রেস বিবৃতি আসার আগে লোকসভাতেও কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়ে দেন, মানুষ যদি সত্যিই আপত্তি তোলেন, তাহলে নির্দেশিকাটি সংশোধন করতে সরকার প্রস্তুত। ২৮ নভেম্বর টেলিকম দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, সমস্ত ফোন নির্মাতা যেন তাদের নতুন ফোনগুলিতে আগে থেকে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি ইনস্টল করে রাখে। ওই অ্যাপটি ডিলিট করা যাবে না, সরিয়েও ফেলা যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। তার জেরে দেশজুড়ে শুরু হয় বিতর্ক। সরকার সঞ্চার সাথীর মাধ্যমে নজরদারি চালাতে চাইছে বলে অভিযোগও ওঠে। সিন্ধিয়া অবশ্য দাবি করেন, ব্যবহারকারীর পছন্দ না হলে তিনি ফোন থেকে অ্যাপটি মুছে দিতে পারবেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামেনি। এদিন লোকসভায় সিন্ধিয়া দাবি করেন, ‘সঞ্চার সাথী ব্যক্তিগত তথ্যের নাগাল পায় না। সঞ্চার সাথী অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। অন্য যে কোনও অ্যাপের মতোই এই অ্যাপটিও আমি ডিলিট করে দিতে পারি।’ তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রয়েছে। সবাই যাতে এই অ্যাপটির সুবিধা পান তার জন্যই নতুন হ্যান্ডসেটে প্রি ইনস্টল করতে বলেছি। মানুষ কীভাবে এই অ্যাপটি গ্রহণ করছেন, তার ওপর সাফল্য নির্ভর করছে।’

ডাউনলোডের হিড়িক

গুলির লড়াইয়ে হত ১২ মাওবাদী, শহিদ ৩ জওয়ান

বিজাপুর, ৩ ডিসেম্বর : ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে মৃত্যু হল অন্তত ১২ জন মাওবাদীর। বুধবার সকালে পশ্চিম বস্তার ডিভিশনে এক বড় অভিযানে বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তাতে নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর গেরিলারা ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর তিনজন জওয়ান নিহত হয়েছেন।

এদিন সকাল ৯টা নাগাদ দান্তেওয়াড়া-বিজাপুরের ডিআরজি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সিআরপিএফ এবং কোবরা কমান্ডোদের যৌথ বাহিনী গভীর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান শুরু করলে বাধা দেয় মাওবাদীরা। দিনভর দফায় দফায় গুলি বিনিময় চলে দু’পক্ষের। এতে হেড কনস্টেবল মনু ভাদাদি এবং কনস্টেবল দুকারু গোন্দে ও রমেশ সোদি শহিদ হন। সোমদেব যাদব নামে আরেক জওয়ান আহত হলেও তিনি আশঙ্কামুক্ত। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, অভিযানটি ‘নির্ণায়ক পর্যায়ে’ রয়েছে এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ‘আক্রমণাত্মক’ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষ এখনও চলছে।

এনকাউন্টারের স্থান থেকে ১২ জন মাওবাদী ক্যাডারের মৃতদেহ এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র (এসএলআর, .৩০৩ রাইফেল) উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, সূর্যাস্তের পরেও মাওবাদী বিরোধী অভিযান অত্যন্ত তীব্রভাবে চলছে।

এই এনকাউন্টারের ফলে চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে নিহত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে ২৭০-এ পৌঁছাল, যার মধ্যে ২৪১ জনই বস্তার ডিভিশনের। অভিযান শেষ হলে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

ছত্তিশগড়

কল্যাণকে জবাব বৈষ্ণোর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে রেল ও মেট্রোর প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্য পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী বলেন, রেলমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের লাগাতার অসহযোগিতার কারণেই একাধিক মেট্রো করিডরের কাজ থমকে গিয়েছে। রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় মেট্রো প্রকল্প থেকে রেল লাইনের কাজ আটকে রয়েছে বাংলায়। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আগের চেয়ে বরাদ্দ ৩ গুণ বেড়েছে। নতুন প্রকল্পগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আছে। কলকাতা শহরতলিতে মেট্রো প্রকল্প সম্প্রসারণের বিষয়ে রেলমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন কল্যাণ। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন, হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা আদৌ চালু হবে কিনা। এর জবাবে স্পষ্ট করে অবশ্য কিছু বলেননি বৈষ্ণো।

তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় মেট্রো প্রকল্প শুরু হয় ১৯৭২ সালে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪২ বছরে মেট্রো সম্প্রসারণ হয় ২৮ কিলোমিটার। সেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৪৫ কিলোমিটার মেট্রো সম্প্রসারণ হয়েছে। বৈষ্ণো জানান, কলকাতা ও তার আশেপাশে এই মুহূর্তে ৪টি মেট্রো করিডরের কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ সমস্যার জন্য সেই কাজ আটকে রয়েছে। জমি সমস্যার কথা আগেও একাধিকবার রাজ্যকে জানিয়েছিল রেল।

পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার আইনজীবী

গুরুগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর : পেশায় আইনজীবী হলেও কাজ করতেন নাকি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে! অন্তত পুলিশের সন্দেহ এমনটাই। হরিয়ানার নূহ-এর আইনজীবী মোহাম্মদ রিজওয়ান খানের গ্রেপ্তারির পর পাকিস্তানি গুপ্তচরবৃত্তির তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, রিজওয়ান পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের নির্দেশ মতো একাধিকবার অমৃতসর সফর করেছেন।

তদন্তে জানা আরও জানা গিয়েছে, রিজওয়ান হাওয়ালার মাধ্যমে প্রায় ৪১ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছেন। তিনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আইএসআই অপারেটিভদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সংগৃহীত অর্থ তিনি পঞ্জাবের জলন্ধরের অজয় অরোরাকে সরবরাহ করতেন, যিনি নিজেও এখন গ্রেপ্তার। কমিশনের বিনিময়ে এই কাজটি করতেন রিজওয়ান।

বিস্ফোরক ইমরানের বোন

মুনির ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চান

ইসলামাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : দাদা ইমরান খান বেঁচে আছেন। আদিয়ালা জেলে বন্দি দাদাকে মঙ্গলবার দেখে এসেছেন বোন উজমা খান। ইমরানের তিন বোনের অন্যতম আলিমা খান এবার পাক সেনাপ্রধান তথা সিডিএফ আসিম মুনিরকে নিয়ে মারাত্মক মন্তব্য করলেন। আলিমা বলেছেন, ‘আসিম মুনির ভারতের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ চান। আসিম উগ্র ইসলামপন্থী, ভীষণভাবে রক্ষণশীল। এই কারণেই তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মরিয়া।’

আলিমার কথায়, ‘আসিমের চরমপন্থী ইসলামিক চিন্তাধারা ও রক্ষণশীল মনোভাবই তাঁকে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করে, যাঁরা ইসলামে বিশ্বাসী নন।’

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্পর্কে আলিমার দাবি, তাঁর দাদা একজন বিশুদ্ধ উদারপন্থী। ইমরান সম্পর্কে আলিমার মন্তব্য, ‘উনি ক্ষমতায় এসে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গেও। অন্যদিকে আসিম মুনিরের মতো মৌলবাদী ক্ষমতায় থাকলে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবেনই। তাতে ভুগতে হবে ভারতের বন্ধুদেশগুলিকেও।’ আলিমা ইমরানকে দেশের ‘সম্পদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর মুক্তির জন্য পশ্চিমী দেশগুলির কাছেও আহ্বান জানান।

ফের হারানো বিমানের খোঁজে মালয়েশিয়া

কুয়ালালামপুর, ৩ ডিসেম্বর : বিমান চলাচলের ইতিহাসে এক গভীর রহস্য মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ৩৭০-এ। ১১ বছর আগে ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে কুয়ালালামপুর থেকে বেজিং যাওয়ার পথে বিমানটি নিরুদ্দেশ হয়।

একাধিকবার বিশাল তল্লাশি অভিযান চালানো হলেও বিমানের মূল ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলেনি। তবে এবার মালয়েশিয়ার সরকার সেই রহস্যের জট খুলতে ফের নতুন করে তল্লাশি শুরু করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

মালয়েশীয় পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বিশ্লেষণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার দিকে ইঙ্গিত মিলেছে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন অভিযান সফল হলে প্রায় এক যুগ অপেক্ষার পর যাত্রীদের পরিবারগুলি অবশেষে মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে। সারা বিশ্বের নজর এখন এই অভিযানের দিকে, যা হয়তো বিমান চলাচলের ইতিহাসে এই দীর্ঘতম রহস্যের পর্দা সরাতে পারে।

ছেলে সহ ৪ জন খুন, ধৃত

চণ্ডীগড়, ৩ ডিসেম্বর : তার চেয়ে বেশি সুন্দর হলেই মহিলার ঈর্ষা গিয়ে পড়ত তার ওপর। ঈর্ষা থেকে নিজের ছেলে সহ চারজনকে জলে চুবিয়ে মেরে ফেলেছিল হরিয়ানার পানিপতের মাঝবয়সি মহিলা পুনম। এমনই অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। নিজের ছেলেকে বাদ দিলে বাকি তিনজনের প্রত্যেকেই তার আত্মীয়ের সন্তান। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অপরাধ স্বীকার করেছে। সে জানিয়েছে, সে চায় না কেউ তার চেয়ে বেশি সুন্দর দেখাক।

শ্লোক আওড়ে চমকাল কিশোর

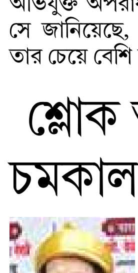

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে নিল এক বিস্ময় কিশোর। দেবব্রত মহেশ রেখে নামের মারাঠি ওই কিশোর একটানা ২,০০০ বৈদিক মন্ত্র নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে এক বিরল কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। এই সাফল্যের জন্য সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকেও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। দুই নেতাই তারিফ করেছেন কিশোরের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার। দেবব্রতর কৃতিত্ব তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

বন্যায় বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে চলছে যাতায়াত। বুধবার।

ভিনরাজ্যের পথে পরিযায়ীরা

ধূপগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যের কাজ ছেড়ে নিজের পরিবারের কাছে ফেরার জন্যে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্য সরকারের 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পে প্রাথমিক সহায়তা নিয়েছেন তাঁরা এখন মহাফাঁপরে পড়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তি থেকে আর কোনও টাকাই তাঁদের অ্যাকাউন্টে যেমন ঢোকেনি, তেমনই বাইরে কাজে না যাওয়ার শর্ত ঘাড়ে চেপেছে তাঁদের। ইতিমধ্যেই এঁদের একটা বড় অংশ শর্ত ভেঙেই ফের ভিনরাজ্যে নিজের কাজে ফিরে গিয়েছেন পেট চালানোর তাগিদে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির সরকারি মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে প্রথম 'শ্রমশ্রী'র পাঁচ হাজার টাকার চেক তুলে দেন ধূপগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভিনরাজ্যে ডাম্পারচালক প্রবীর মণ্ডলের স্ত্রী শ্যামলীর হাতে। প্রবীর বাড়ি ফেরার জন্য প্রথম দফায় পাওয়া ৫০০০ টাকা ছাড়া তিন মাসে আর মেলেনি সরকারি সহায়তা।

বাঁচল হাতি

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : লোকোপাইলটের তৎপরতায় রক্ষা পেল হাতির দল। গত মঙ্গলবার রাতে কালচিনি-রাজাভাতখাওয়ার মাঝে রেল ট্র্যাক পারাপার করছিল একটি হাতির দল। সেই সময় ওই লাইন দিয়েই এগোচ্ছিল আপ শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। লোকোপাইলট এমকে যাদব ও তাঁর সহকারী ডি বাগদিয়া হাতিগুলিকে দেখতে পেয়ে ট্রেনের গতি কমাতে সক্ষম হন। হাতিগুলি লাইন পার হয়ে গেলে ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়।

একজনও পড়ুয়া

প্রথম পাতার পর

যদিও অভিভাবকদের একটি বড় অংশই মাধ্যমিক পাশের পর মেয়েকে এই স্কুলে আর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করাতে চাইছেন না। তাঁদের সাফ কথা, শিক্ষক নেই। কে ক্লাস নেবেন? নীচু শ্রেণিতে দুই-একটা ক্লাস হয়। তারপর আর ক্লাস হয় না। ছাত্রীরা বসে থেকে গল্পগুজব করে বাড়ি ফেরে। তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে ৯২ জন, ২০২৪ সালে ৩৮ জন, ২০২৫ সালে ১৮ জন এই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ২০২৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যাটা শূন্যে এসে ঠেকেছে।

অভিভাবক জয় পাল বলেন, 'মেয়ে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার ব্যাপারে মেয়ে বলে দিয়েছে, আমি অন্য স্কুলে ভর্তি হব। এই স্কুলে পড়ব না।' কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মানসিকতা ধরা পড়েছে অধিকাংশ অভিভাবকের কথাতেও।

বাংলা দলে কোচবিহারের সাগ্নিক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : বাংলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পেল কোচবিহারের সাগ্নিক কর। চলতি মরশুমে সে অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা দলের হয়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে খেলবে। বহুদিন বাদে কোচবিহার জেলা থেকে কোনও ক্রিকেটার বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ায় জেলার ক্রীড়া মহলে খুশির হাওয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলছেন, 'কোচবিহারে ক্রিকেটের পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। ভালো অনুশীলন হচ্ছে। ফলে এখান থেকে ক্রিকেটার হিসেবে বাংলা দলে সুযোগ পাচ্ছে অনেকে। আগামীতে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। পাশাপাশি সাগ্নিক অনেক ভালো খেলবে বলে আমরা আশাবাদী। ওর জন্য গর্বিত।'

কোচবিহারের বাবুরহাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সাগ্নিক। ছোট থেকেই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত ক্রিকেট খেলছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৮ জেলা দলেও খেলেছে। কঠোর পরিশ্রম শেষে রাজ্য দলে সুযোগ করে নিয়েছে। মঙ্গলবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) যুগ্ম সচিব মদনমোহন ঘোষ বাংলা দলের তালিকা প্রকাশ করেন। ওই তালিকাতেই রয়েছে সাগ্নিকের নাম। যা জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত নবম শ্রেণির এই ছাত্র। সাগ্নিকের কথায়, 'আমার এখন লক্ষ্য বাংলা দলের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়া। সেজন্য অনুশীলন করছি।' কোচবিহার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বোলার সাগ্নিকের বাবা সন্টু কর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত। ছেলের সাফল্যে সন্টু বলছেন, 'ছেলে ভালো খেলুক সেটাই প্রার্থনা করি।'

ওড়িশার কটকে আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনই অসমের বিরুদ্ধে নামবে বাংলা দল। জয় ছিনিয়ে আনতে এখন কঠোর অনুশীলন চলছে। কোচবিহার জেলা থেকে অতীতে অনন্ত রায়, শুভম সরকাররা বাংলা দলে খেলেছেন। দীর্ঘদিন পর সাগ্নিক সেই সুযোগ পেয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার দাবি, কোচবিহার স্টেডিয়ামে ইন্ডোর ক্রিকেটের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট কোনও মরশুম নয়, সারাবছরই ক্রিকেটের অনুশীলন হচ্ছে। বোলিং মেশিনের সাহায্যেও অনুশীলন চলে। যে কারণে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলার ক্রিকেট দলে জায়গা পাওয়া সাগ্নিক কর। ছবি : জয়দেব দাস

> কোচবিহারে ক্রিকেটের পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। ভালো অনুশীলন হচ্ছে। ফলে এখান থেকে ক্রিকেটার হিসেবে বাংলা দলে সুযোগ পাচ্ছে অনেকে। আগামীতে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে।
>
> **সুব্রত দত্ত** *সচিব*
> *কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা*

নির্দেশ নমোর

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে উপস্থিত সাংসদদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বলেছেন, এবার আর কোনও ঢিলেমির রাস্তা নেই, তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইটা হবে সংগঠনের শেষ স্তর পর্যন্ত।

এসআইআর নিয়ে অসন্তুষ্টির কথাই সাংসদরা শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখে। মোদির সঙ্গে বঙ্গের সাংসদদের বৈঠকের দিন বিকেলে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাতে ছিল একগাদা নথি। তিনি রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তর সম্পর্কে একগুচ্ছ নালিশ ঠোকেন বলে জানা গিয়েছে।

তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেন্দু বোঝান, এসআইএর-এ ব্যাপক গরমিল হচ্ছে। পরে রাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় দুই নেতা সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু। ওই বৈঠকেও বলা হয়, এসআইআর চলাকালীন নেতারা যেন এমন মন্তব্য না করেন যাতে নীচুতলার কর্মীদের মনোবলে ধাক্কা লাগে।

আগামী ২০ ডিসেম্বর বাংলায় আসার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। রানাঘাটে জনসভা করার কথা রয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে, মতুয়া এলাকায় বিশেষ নজর দিতে চাইছে বিজেপি। এদিনের বৈঠকে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদি বলেন, 'খগেন মুর্মুর ওপর যা হয়েছে, তা যে কারও ওপর হতে পারে। এই ধরনের প্রবণতা ভয়ংকর। আপনাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।'

হামলার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণও জানতে চান তিনি। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে সাংসদরা অভিযোগ জানান, কেন্দ্রের পাঠানো আর্থিক অনুদান রাজ্য সরকার তা সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। বৈঠকের পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'বাংলায় আমরা ইতিমধ্যেই বুথ লেভেলের বৈঠক শুরু করেছি। গতবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের পুরো সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বুথ লেভেলে কিছু ভুল হয়েছিল। সেই ভুল আমরা আর করব না। দেখবেন, এবার আমাদের বড় বড় নেতারা বুথে গিয়ে বৈঠক করবেন।'

বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিতি, নিজ লোকসভা এলাকায় জনসংযোগ এবং সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয়তা ও ফলোয়ার সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সাংসদদের রিপোর্ট কার্ড। সেই মূল্যায়নে 'ফার্স্ট বয়'-এর তকমা পেয়েছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে 'ফার্স্ট বয়' হয়েছেন শান্তনু ঠাকুর।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন এসআইআর-এর ওপর। বৈঠকে মতুয়াদের সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য না আসায় সেই ক্ষত এখন শুকোয়নি। ২০২৬ সালের আগে বাংলায় জয়ের রূপরেখা নিজ হাতে আঁকতে তাই নিজেই মাঠে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সুফল বাংলার মানুষের না পাওয়ার দায় সরাসরি তৃণমূলের ওপর চাপিয়ে প্রচার করতে হবে। সেই প্রচারে সমাজমাধ্যমকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশও দেন।

কেন্দ্র-রাজ্যের উদাসীনতায় ক্ষোভ

নেপালের চায়ে ক্ষতি দেশীয় বাজারে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ভারতের বাজারে নেপালের চা আমদানি আটকাতে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে পারছে না চা পর্ষদ। এমনকি ওই দেশের চায়ের গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পপতিদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, বারবার আর্জি জানানো হলেও ভারতে নেপালের চা আসা বন্ধ করতে পদক্ষেপ করছে না টি বোর্ড এবং রাজ্য সরকার। এছাড়া নেপালের চা পরীক্ষা এবং ভেজাল চা রপ্তানি আটকাতে রাজ্যের তরফে ভারত-নেপাল সীমান্তে একাধিক ল্যাবরেটরি তৈরির ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হয়নি। এক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর এবং রাজ্যের টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যদিও এনিয়ে শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা পার্থ বিশ্বাস বলছেন, 'ল্যাবরেটরি তৈরির বিষয়টি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ, ভারতে আসা নেপালের চায়ের মান পরীক্ষার কোনও পরিকাঠামো নেই। ফলে অবাধে আমদানি হওয়ায় ভারতীয় চায়ের বাজার নষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া টি বোর্ডের একটি হলফনামায় দেখা গিয়েছে, ২০২৫ সালে নেপালের চায়ের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২২টিই ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি দার্জিলিং চায়ের লেবেল সেঁটেও নেপালের চা ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। টি বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, নেপাল চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ভারতে ১৫.৯৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করেছে। যার মধ্যে এফএসএসএআই-এর গুণগত মান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ২৭ হাজার ৫৭০ কেজি চা বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে।

এনিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী তথা টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মলয় ঘটক জানিয়েছিলেন, নেপালের চা আটকাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি এবং রক্সৌলে ল্যাবরেটরি তৈরি হবে। অনুন্নত এবং ভেজাল চা আটকাতে নজরদারির জন্য আলাদা দল থাকবে। কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই এখনও হয়নি। বরং পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি হয়ে ভারতে দেদারে নেপালের চা আমদানি করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এবিষয়ে বলেন, 'নেপালের অনুন্নত চা এভাবে ভারতের বাজারে ছেয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমদানি বন্ধ করার জন্য বহুবার কেন্দ্র ও রাজ্যকে বলা হয়েছে। তবে আশ্বাস মিললেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিষয়টি আটকাতে জেলা স্তরে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে তাঁরাও নিয়মিত বৈঠক ডাকেন না।'

২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের উদ্যোগে এফএসএসএআই, কাস্টমস এবং টি বোর্ডের মধ্যে এনিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কাস্টমস নেপাল থেকে ভারতে আসা চায়ের ১০০ শতাংশই পরীক্ষা করবে। তারপর প্রতি মাসে ফলাফল নিয়ে টি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু আদালতে টি বোর্ডের দেওয়া নথিতেই স্পষ্ট, কাস্টমস তা করতে ব্যর্থ। ফলে পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গের চায়ের বাজারকে নেপালের চায়ের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ।

দেদার আমদানি

- নেপালের চা আটকাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি এবং রক্সৌলে ল্যাবরেটরি তৈরির কথা ছিল
- অনুন্নত এবং ভেজাল চা আটকাতে নজরদারির জন্য আলাদা দলের কথাও বলা হয়
- কিন্তু বাস্তবে সেসব হয়নি, বরং পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি হয়ে দেদারে নেপালের চা আমদানি করা হচ্ছে
- ২০২৫ সালে নেপালের চায়ের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২২টিই এফএসএসএআই-এর পরীক্ষায় ব্যর্থ

পৃথিবীর পাঠশালা

শিশুর কানে কানে কথায় মস্তিষ্কের বিকাশ

বাবা-মা যখন শিশুর সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলেন, তখন তা শুধু আদর নয়, এটি তার মস্তিষ্কের বিকাশে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। শান্ত এবং ধীর লয়ের কথা মস্তিষ্কের শ্রবণ, আবেগ এবং স্মৃতিশক্তির সঙ্গে যুক্ত অংশগুলিকে উদ্দীপিত করে। উচ্চস্বরে ভয় পায় শিশুরা। বরং শান্ত ও নরম কণ্ঠস্বরকে তারা নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করে, যা হয়ে ওঠে তাদের আস্থার ভিত। মৃদু, সুরেলা কথা বলা প্রাথমিক ভাষা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের মৃদুস্বরে কথা শিশুকে শেখায়, ভাষা শুধু শব্দ নয়, এটি স্নেহ ও নিরাপত্তার সঙ্গেও যুক্ত।

দ্রুত ভিডিও মনোযোগ কমায়

এটা রিলসের যুগ। কিন্তু গবেষণা বলছে, শর্টফর্মের ভিডিওগুলি দেখতে মজা লাগলেও এগুলি মস্তিষ্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই দ্রুতগতির ভিডিওগুলি আপনার মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে নষ্ট করে। অতিরিক্ত স্ক্রলিং আপনার মনোযোগের সময় কমিয়ে দিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আবেগের ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ক্রিনটাইম সীমিত রাখুন এবং বই পড়া বা ধাঁধার মতো মানসিকভাবে উদ্দীপক কাজে নিজেকে যুক্ত করুন। কীভাবে এই দ্রুত ভিডিওগুলি আপনার মনের ওপর প্রভাব ফেলছে, তা জানা আপনার মেধার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সকালে লেবু-মধুতে চর্বিমুক্তি

সকালের একটি সাধারণ অভ্যাস আপনার যকৃতের স্বাস্থ্য এবং চর্বি হজমের ক্ষমতাকে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষণা বলছে, ২১ দিন ধরে খালি পেটে লেবু ও মধু মিশিয়ে পান করলে ৬৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর যকৃতে থাকা চর্বি কমেছে এবং তা তার কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। সকাল ৬টার দিকে যখন শরীর প্রাকৃতিকভাবে দূষণমুক্তির জন্য সবচেয়ে প্রস্তুত থাকে, তখন এটি পান করা সবচেয়ে ভালো। লেবুতে থাকা ভিটামিন-সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যকৃতের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। মধুতে থাকা প্রাকৃতিক এনজাইমগুলি জোরদার করে হজম ও বিপাক প্রক্রিয়াকে। এক গ্লাস হালকা গরম জলে অর্ধেক লেবুর রস ও এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করার এই রুটিনটি নিয়মিত মেনে চললে আপনার হজমশক্তি বাড়বে এবং শরীর থাকবে সতেজ।

ছুটির দিনে ঘুম হৃদয়ের রক্ষাকবচ

সপ্তাহের শেষে কিছুটা বেশি ঘুমানো শুধু মন ভালো করে না। এই অভ্যাস আপনার হৃদযন্ত্রকেও সুরক্ষা দিতে পারে। ৯০ হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, যাঁরা ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে সাপ্তাহিক ঘুমের ঘাটতি পূরণ করেন, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি ১৯ শতাংশ পর্যন্ত কম হয়। সপ্তাহের ব্যস্ততার কারণে ঘুমের যে ঘাটতি হয়, এই অতিরিক্ত বিশ্রাম তা পুষিয়ে দিতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ঘুমের সময় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদাহ কমানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হয়, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। যদিও বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি প্রতিদিনের পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প নয়, তবুও ব্যস্ত জীবনযাপনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক কৌশল।

ভাত জোটানোই মুশকিল

প্রথম পাতার পর

না গিয়ে সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখান ফ্যাক্টরি চত্বরে। বাগান দুটির মালিক ঋত্বিক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, '১১ ডিসেম্বর শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

বীরপাড়া, তুলসীপাড়া, ডিমডিমা, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধূমচিপাড়া চা বাগানগুলি রয়েছে মেরিকোর হাতে। কিন্তু ডিমডিমা ছাড়া বাকি প্রতিটি বাগানে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের মজুরি এবং স্টাফ, সাব-স্টাফদের বেতন বকেয়া। সেসব আদায়ে এদিন পাঁচটি বাগানের একাংশ শ্রমিক ধূমচিপাড়া বাগানের কারখানার সামনে কর্মবিরতি শুরু করেন। উপস্থিত ছিলেন বাগানগুলির তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। এনিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জাও।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেছেন, 'প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, মজুরি-এগুলি দেখার দায়িত্ব তো রাজ্য সরকারের। মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্বও রাজ্যের। আসলে বছর ঘুরলেই ভোট, সেকারণে শ্রমিকদের কাছে টানতে এরা রাজনীতি শুরু করেছে।' আন্দোলনের নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, 'এই আন্দোলনের পেছনে তৃণমূলের কিছু নেতা রয়েছেন, যাঁরা কাঁচা পাতার কালা কারবারি। এসব বাগানে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা।' অন্যদিকে, মনোজকে একহাত নিয়েছেন মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। তাঁর বক্তব্য, 'প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস তো কেন্দ্রীয় সরকারের। সেখানে দালালদের পুষে রাখা হয়েছে।' আরএসপির গোপাল প্রধান আবার ঘাসফুল শিবিরকে বিঁধে বলেছেন, 'বছর ঘুরলে নির্বাচন। সেকারণে কি শ্রমিকদের কথা মনে পড়ল তৃণমূলের?' জয়প্রকাশের উত্তর, 'এই আন্দোলন ন্যায্য।' এ তো গেল নেতাদের আকচাআকচি। শ্রমিকদের কী দশা?

এদিন তুলসীপাড়া থেকে কর্মবিরতিতে যোগ দিতে ধূমচিপাড়ায় এসেছিলেন সুরজ রাই, বীরপাড়া থেকে দীনেশ শর্মা, গ্যারগান্ডা থেকে প্রহ্লাদ বিশ্বকর্মা, হান্টাপাড়া থেকে পবন রাজগোর। তাঁরা জানালেন, গত জুলাই থেকে মজুরি পাচ্ছেন না। স্টাফদের বেতন বন্ধ ৪ মাস। তিন বছর ধরে পিএফের টাকা কাটা হলেও জমা পড়ছে না। তুলসীপাড়া বাগানের বুধু ওরাওঁ যেমন বললেন, 'আমরা কত কষ্টে আছি এটা অনেকেই বুঝতে চাইছেন না। আমাদের ভাত জোটানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।' বকেয়া আদায়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল। তাতে সাড়া পড়েছে পাঁচটি বাগানেই। তবে মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী শ্রমিকদের কাছে কর্মবিরতি না করার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কর্মবিরতি হলে বাগানের পরিচর্যায় প্রভাব পড়বে। এছাড়া বকেয়া দুটি পাক্ষিক মজুরির দাবিতে রায়মাটাং ও কালচিনি বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান এদিন। বাগানের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলে। দুই বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, এক মাসের দুটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া রয়েছে তাঁদের। রায়মাটাংয়ের শ্রমিক স্বপ্না লামা বললেন, 'আমরা সামান্য মজুরিতে কাজ করি। সেটাও দিতে মালিকপক্ষ গড়িমসি করে।' একই অভিযোগ কালচিনি বাগানের শ্রমিকদেরও। তবে বাগান মালিক দ্রুত বকেয়া মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

(তথ্য সহায়তা : নীহাররঞ্জন ঘোষ, মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস)

রঙিন আনন্দ।। ১২তম ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্টিভাল। অমৃতসরে বুধবার। -পিটিআই

স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া

নাগরাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : প্রাথমিক স্কুলগুলির ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বুধবার জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি মধ্যে সার্কেল ও জেলা স্তরের প্রতিযোগিতাগুলি শেষ করে ফেলতে হবে।

রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার দিন ও স্থান পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। এর আগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে ফেলার কথা জানানো হয়েছিল।

কিন্তু সেই সময় এসআইআর-এর কাজে বহু শিক্ষক বিএলও হিসেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই শিক্ষক সংগঠনগুলি প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানায়। পরে পর্ষদ তা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করে। এদিকে, বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলিতে অভিন্ন রুটিন তৈরি করে ৮ ডিসেম্বর থেকে তৃতীয় পার্বিক মূল্যায়ন শুরু হচ্ছে। তা শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর।

ধর্মস্থানে

প্রথম পাতার পর

যদিও তাঁর ভাষায়, 'কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হাত লাগানো হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর বয়ানকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।' ভাষণে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়, তাঁর নিশানায় ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রসঙ্গ ছিল এসআইআর। তিনি বলেন, অমিত শা'র ইচ্ছা অনুসারে এসআইআর হচ্ছে। ভোটের আগে সরকারি কর্মীদের ব্যস্ত রেখে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন অমিত শা। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।'

তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'আমি কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কাউকে পুশব্যাকও করতে দেব না। আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি আপনাদের পাহারাদার। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি এসআইআর কিংবা সেন্সাস-এর বিরুদ্ধে নই। আমি বলেছি সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে করতে।' সব নাগরিকের এসআইআর ফর্ম পূরণের উপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে 'মে আই হেল্প ইউ' নামে গোটা রাজ্যে ক্যাম্প করবে তৃণমূল। সেখানে এসআইআর সম্পর্কিত সব সমস্যায় সাহায্য করা হবে।

তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেন, একসময় নোটবন্দি আর এখন এসআইআর-এর নামে ভোটবন্দি করতে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাংলায় ৩৯ জন মারা গিয়েছে। তিনজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেই চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা যাচ্ছেন বিএলও-রা।

দুর্নীতি মানলেও মানবিক কোর্ট

প্রথম পাতার পর

আমাদের লক্ষ্য চাকরি দেওয়া, চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়।'

সিঙ্গল বেঞ্চে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এখন বিজেপি সাংসদ। বুধবার তিনি বলেন, 'গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাতে কেলেঙ্কারি ছিল। সেই কারণে আমি পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকে বাতিল করেছিলাম। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নিশ্চয়ই কিছু চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' সংসদের ক্যান্টিনে বসে তিনি বলেন, 'কোন বিচারপতি কী রায় দেবেন, সেটা শুধু আইনি ফ্যাক্টরের ওপর নয়, তিনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, সেটার ওপরও অনেক সময় নির্ভর করে। আমি আপসহীন পরিবারের ভাবধারায় বড় হয়েছি। তাই আমি সেই ধরনের রায় দিয়েছিলাম।'

ওই রায় দেওয়ায় রাজ্যের শাসক শিবির তখন তাঁর কম সমালোচনা করেনি। তবে বুধবার পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাননি মমতা। তাঁর কথায়, 'আমি এই মুহূর্তে অতীতের রায় নিয়ে বা কারও সম্পর্কে কিছু বলব না। আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের চাকরি বেঁচেছে- এটাই বড় কথা। আনন্দের কথা। বিচার বিচার অনুযায়ী হবে, আদালতকে আমরা সম্মান করি।'

বুধবার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে, অনিয়মের কারণে সকলকে ভুগতে হলে নির্দোষদের প্রতি অবিচার হবে। ৯ বছর চাকরি করার পর তা বাতিল হলে কর্মরত শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'চাকরি করার সময় এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। পরীক্ষকদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে বলেও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

এই পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের মন্তব্য, 'কয়েকজন অসফল প্রার্থীর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে দেওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের ভুলের দায় নির্দোষিদের ওপর চাপানো উচিত নয়। নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দিলে সেটা 'ফেয়ার প্লে' হবে না।' অন্যদিকে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে এসএসসি সংক্রান্ত রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কার্যত।

তাঁর কথায়, 'আজকের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের আগের রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, তাও কি ভুল ছিল?' মুখ্যমন্ত্রী এই রায় শুনে প্রকাশ্যে কাউকে দোষারোপ না করলেও তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়কে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে সমালোচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী।

অভিজিতের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত দাবি করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার একই সুরে বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে প্রমাণ হল একক বেঞ্চ সঠিক রায় দেয়নি।' যদিও ভিন্ন সুর সিপিএমের গলায়। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই রায় আসলে ইডি, সিবিআইয়ের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারীকে স্বস্তি দেওয়া। শুভেন্দুর মাধ্যমে তৃণমূলের আমলে যাঁরা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই বেঁচে গেলেন।'

১৪১ পাতার নির্দেশনামায় বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। ১৪০ পাতার ১৯০ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্তের পর সিবিআই নিশ্চিত হয়েছিল, ২৬৪ জন প্রার্থীকে অতিরিক্ত ১ নম্বর দেওয়া হয়েছিল। ৯৬ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরা চাকরিতে রয়েছেন। তার মানেই জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত প্রতারণা ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ ছাড়া গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না। তবে তদন্ত যেমন চলছে, তেমন চলবে বলে আদালত জানিয়েছে।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন অসফল পরীক্ষার্থীদের আইনজীবীরা। মূল মামলাকারীর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, 'মূল বিষয় ছিল আবেগ। এখানে দুর্নীতির জয় হয়নি। আমরা এবার সুপ্রিম কোর্টে যাব।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'চাকরি বাঁচল বটে। কিন্তু দিনের শেষে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিটা প্রশ্রয় পেয়ে গেল।'

(তথ্য সহায়তা : পরাগ মজুমদার)

গা ঘেঁষে একের পর এক দোকান। রেলবাজার ও সুভাষপল্লি বাজার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

বাজারগুলো যেন আস্ত টাইম বোমা!

ঘিঞ্জি পরিবেশ, তবু নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের প্রথমদিন আলিপুরদুয়ার শহরের বড়বাজারে আটটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তার ঠিক কিছুদিন আগে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের কাছে পাঁচটি দোকান একইরকমভাবে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাম্প্রতিক এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো ফের একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শহরের বিভিন্ন বাজারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার করুণ চিত্র। বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে আগুনের গন্ধ, কিন্তু আতঙ্কের রেশ পুরোপুরি কাটেনি।

আলিপুরদুয়ার শহরের প্রায় প্রতিটি বাজার একইরকমভাবে সাজানো। প্রথমত, ঘিঞ্জি গলিতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ দোকান কাঠের তৈরি। তৃতীয়ত, অগ্নিনির্বাপণের কোনও জুতসই ব্যবস্থা নেই। ফলে একবার আগুন ধরলে, তা কয়েক মিনিটে ছড়িয়ে পড়ে। বড়বাজারের অগ্নিকাণ্ডেও দুরন্ত গতিতেই আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল।

আলিপুরদুয়ার জংশন রেলবাজারে ছোট-বড় মিলিয়ে ১২০০-র বেশি দোকান। কাঠের দোকানই বেশি। বহু বছর আগে ওই বাজার সংলগ্ন এলাকায় রেল দমকলকেন্দ্র ছিল, যার অস্তিত্ব এখন অতীত। রেলবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তুষার ঘোষ বলেন, 'রেল বহুদিন আগে দমকলকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়। বাজারের পাশে একটি বড় পুকুর ছিল। সেটাও ভরাট করে কনস্ট্রাকশন করেছে রেল। একবার নিউ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ২৫টি দোকান চোখের নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। সেবার ওই পুকুরের

সমস্যা যেখানে

শহরের প্রায় প্রতিটি বাজারে ঘিঞ্জি পরিবেশ, দোকানগুলোর মধ্যে ফাঁক প্রায় নেই বললেই চলে

রেলবাজার, বৌবাজার, সুভাষপল্লি বাজার ও বড়বাজারের বেশিরভাগ দোকান কাঠের তৈরি, বৈদ্যুতিক তারের জট

কোনও বাজারেই অগ্নিনির্বাপণের সুব্যবস্থা নেই, ফলে একবার আগুন ধরলে তা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে

অধিকাংশ দোকানেরই বিমা করানো নেই, ফলে অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের

জল বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছিল। এখন সে উপায়ও নেই।'

রেলবাজারে পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবসা করছেন কমল ঘোষ। তিনি জানালেন, ১২০০ দোকানের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশের বিমা করা রয়েছে। আরেক ব্যবসায়ী জগবন্ধু সরকার বলেন, 'ব্যবসার যা অবস্থা, এত টাকা বিমা কোম্পানিকে কী করে দেব? তাই ইনসুরেন্স করানো সম্ভব হয়নি।' ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুন লাগার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। বৌবাজারের কথা যদি বলা যায়, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ছোট, গোছানো। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে বিস্তর ফাঁকফোকর। বাজারে ৭০টি দোকান। সংখ্যায় কম বলে ঝুঁকি কম- এই ধারণা অনেকের থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। বহু দোকান কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি। মেরামতির অভাবে অনেক দোকানের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। সামান্য শর্টসার্কিট থেকেই বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা।

বৌবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ হোম মজুমদার বলেন, 'এখানে কাঁচামালের দোকান বেশি। আগুন লাগার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম মনে হলেও শর্টসার্কিটের ঝুঁকি এড়ানো যায় না। আমরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু আগুন লাগলে গোটা বাজারকে বাঁচানো সম্ভব নয়।'

শহরের সুভাষপল্লি বাজারও অগ্নিঝুঁকির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে। বাজারটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের কাঠের কাঠামো শুকিয়ে আরও দাহ্য হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর ঝুলছে এলোমেলো বৈদ্যুতিক তারের জট। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানালেন, ওই বাজারে নির্দিষ্ট অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। সব মিলিয়ে শহরের বৃহত্তম কয়েকটি বাজার যেন একেকটা টিকটিক করা টাইমবম্ব!

নাচে-গানে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস তপোবন হোমে

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার কামাখ্যাগুড়ি তপোবন হোমে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে সকালে শোভাযাত্রা বের হয়। সেখানে হোমের আবাসিকরা অংশ নেয় এবং বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানারের মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতি সচেতনতার বার্তা তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নাচ, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি 'আমরা বাঁচতে চাই' শীর্ষক একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। আয়োজকদের পক্ষ

নাটকের মাধ্যমে বার্তা

থেকে জানানো হয়, বিশেষভাবে সক্ষমরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের অধিকার, সম্মান ও সুযোগ নিশ্চিত করাই এই দিনের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতের বিচারক বিভূতি কেনার, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারি সোয়েতা শ্রীবাস্তব, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন এবং তপোবন হোমের সুপার নীতীশ পাহাড়ি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

জয়গাঁ, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার নিজের বাড়ির ছাদ থেকে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত ওই ব্যবসায়ীর নাম অমিত গুপ্তা। জয়গাঁ শহরের সুপার মার্কেট এলাকায় তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল। তবে কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করলেন তা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না। শোক পালনে এদিন জয়গাঁ সুপার মার্কেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। জয়গাঁ থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ক্ষুদিরাম জন্মজয়ন্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বুধবার ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। মায়া টকিজ রোড এলাকায় ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠান হয়। মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার পাশাপাশি তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস, সম্পাদক পরিতোষ সাহা, সদস্য জীবন সাহা, চন্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পছন্দের সাজে পানপাতা, কুলো

আস্তে আস্তে জাঁকিয়ে বসছে শীত। শুরু হয়েছে বিয়ের মরশুম। বিয়ের বিভিন্ন আচারের জন্য কুলো, চালন, গাছকৌটো, পিঁড়ি, পানপাতা ইত্যাদির প্রয়োজন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের কেনাকাটায়ও এসেছে বেশকিছু পরিবর্তন। এখন আর সাধারণ গাছকৌটো বা পিঁড়ির সেইরকম কদর নেই। বাজারে এখন ট্রেন্ডিং কাস্টমাইজড কুলো, চালন এবং গাছকৌটো। আলিপুরদুয়ার শহরে এই ট্রেন্ডের খোঁজ নিলেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : এখন পরপর বিয়ের তারিখ। আকাশে বাতাসে ভাসছে নহবতের সুর। বিয়ের দিনটি প্রতিটি মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে বিয়ের সাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আচারের উপকরণকেও হতে হবে 'ইনস্টাওয়ার্দি'। এই কারণেই বেশকিছু বছর ধরে অন্য অনেক জায়গার মতো আলিপুরদুয়ারেও বিয়ের মরশুমে কাস্টমাইজড কুলো, চালন, গাছকৌটো, পিঁড়ি, পানপাতা প্রভৃতির চাহিদা বেড়েছে। যত দিন যাচ্ছে সেই চাহিদা তত বাড়ছে।

বিয়ের মরশুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাস্টমাইজড কুলো, চালন, গাছকৌটো, পিঁড়ি, পানপাতা যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের কাছে হবু বর এবং কনেদের ফোন আসা শুরু হয়েছে। আসছে একের পর এক অর্ডার। বছর চারেক ধরে কাস্টমাইজড চালন, কুলো, গাছকৌটো এবং অন্যান্য জিনিস বানাচ্ছেন প্রীতি সুরকার। প্রীতি বলেন, 'বর্তমানে কাস্টমাইজড বিয়ের উপকরণের চাহিদা অনেকটাই বেশি। এখন সবাই বিয়ের উপকরণে নিজস্বতার ছোঁয়া রাখতে চাইছেন। কেউ পানপাতার ওপর কলকার কাজ করাচ্ছেন। আবার কেউ পিঁড়ির ওপর বিভিন্ন ডিজাইন করে দিতে বলছেন।' তিনি যোগ করেন, 'বিয়ের মরশুম শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমার কাছে অর্ডারের ফোন আসা শুরু হয়েছিল। যত দিন যাবে এই অর্ডার আরও বাড়বে। কেউ চাইলে নিঃসন্দেহে এটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন।'

শহরের বাসিন্দা নম্রতা ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমার বিয়ের সময় কাস্টমাইজড কুলো, পানপাতা অর্ডার দিয়েছিলাম। খুবই ভালো হয়েছিল।' তিনি যোগ করেন, 'এখন রঙিন কুলোর মধ্যে বরকনের মুখ এঁকে দেওয়া হয়। এছাড়া গাছকৌটোর ওপর বিভিন্ন আলপনা দেওয়া হয়। এছাড়া গাছকৌটোর

ওপর বরকনের মুখ আঁকা হয়, করা হয় কলকার কাজও। এছাড়া নতুন আঙ্গিকে বিয়ের তত্ত্বও সাজানো হয় এখন।'

বেশ কয়েক বছর ধরে সুস্মিতা ঘোষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে আইবুড়োভাতের থালির সেট, তত্ত্বসজ্জা, পিঁড়ি, চালন, কুলো কাস্টমাইজড করার কাজ করছি, যত দিন যাচ্ছে এর চাহিদা বাড়ছে।'

সুস্মিতা, নম্রতা, প্রীতির সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল দশকর্মার দোকানে বিয়ের যে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়, তাতে খুব একটা বৈচিত্র্য থাকে না। অন্যদিকে কাস্টমাইজড উপকরণের অর্ডার দিলে বর বা কনে নিজের পছন্দমতো ডিজাইন বা কলকার কাজ করাতে পারেন। এই কারণেই কাস্টমাইজড উপকরণের দিকে মানুষের ঝোঁক বাড়ছে বলে তাঁদের মত। এই কাস্টমাইজড বিয়ের উপকরণ নিয়ে প্রায় ২০ বছর আগে সাতপাকে বাঁধা পড়া অপর্ণা ভৌমিক বলেন, 'আমাদের সময় কুলো, চালনে রং করা বা আলপনা দেওয়ার চল থাকলেও এইরকম নতুন আঙ্গিকের ভাবনা ছিল না। এখন এই কাস্টমাইজড উপকরণ দেখতে বেশ লাগে।'

রূপবদল

রঙিন কুলোর মধ্যে বরকনের মুখ এঁকে দেওয়া হয়

গাছকৌটোতেও এঁকে দেওয়া হয় বর ও কনের মুখ

পানপাতার ওপর করা হয় কলকার কাজ

পিঁড়িতেও বিভিন্ন ডিজাইন করা হয়

নতুন আঙ্গিকে তত্ত্বসজ্জার কদর বাড়ছে ব্যাপক হারে

উধাও হচ্ছে রাস্তার ধারের গাছ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : মাত্র ৫০ মিটার দূরে ফালাকাটা-ঘোকসাডাঙ্গা রেললাইন। তার ওপরই মিল রোড রেলওয়ে ওভারব্রিজ। ওভারব্রিজের রাস্তার পাশে অসংখ্য শেড ট্রি বা ছায়াগাছ। অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে কে বা কারা গাছগুলি কেটে দিচ্ছে। এর আগে সেখানে আগুন ধরিয়ে গাছগুলি নষ্ট করার চেষ্টাও হয়েছিল। আর এবার গাছ কাটা চলছে। ঘটনাটি নজরে আসতেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কে বা কারা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গাছগুলি কাটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ফালাকাটা শহর থেকে মিল রোড ওভারব্রিজে উঠতেই হাতের ডান পাশে অন্তত ৩-৪টি গাছ কাটা।

দু'দিন আগে একটি গাছ কাটা অবস্থায় দেখেছিলেন প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। বুধবার আরও ২-৩টি গাছ কাটা অবস্থায় দেখা যায়। গাছগুলি মাঝখান থেকে ফালা করা হয়েছে। ফলে গাছগুলিকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। ফালাকাটা বাবুপাড়ার বাসিন্দা কল্যাণ চন্দ বলেন, 'আমি রোজ ওই রাস্তায় হাঁটতে বের হই। পরপর দু'দিন দেখলাম গাছ কাটা। পুরসভার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অভিযোগ করেছি। গাছ যাতে না কাটা হয়, সে বিষয়ে পুরসভার ওই এলাকায় নজরদারি দরকার।' অভিযোগ, মিল রোড ওভারব্রিজের দুই-এক জায়গায় গাছ কেটে দোকানঘর বানানো হচ্ছে। এভাবে সামাজিক বনসৃজন ধ্বংস করে দোকানঘর বানানো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেল-রাজ্য যৌথ সহযোগিতায় ফালাকাটা শহরে আধুনিকমানের রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করা হয়। মোট ৩টি ব্রিজ ফালাকাটা পুরসভা এলাকায় রয়েছে। মিল রোড ওভারব্রিজের নীচ দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ট্রেন চলাচল করে। ব্রিজের ওপরের ফুটপাথ এলাকায় পরিবেশ রক্ষার জন্য লাগানো হয় অসংখ্য গাছ। অভিযোগ, বিভিন্ন ধরনের গাছগুলি কেটে ফেলা হচ্ছে। পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, 'কোনওমতেই গাছ কাটা মানা যায় না। আমি বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যাব। প্রয়োজনে বন দপ্তর ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা হবে।'

নাকা চেকিং, জরিমানা

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রের সামনে বুধবার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে নাকা চেকিং হয়। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে বহু চালককে সতর্ক করা হয়। কয়েকজনকে জরিমানাও করা হয়। ট্রাফিক ওসি মনোজ দত্ত বলেন, 'সকলের যাত্রা যাতে নিরাপদ হয় তা নিশ্চিত করতে আমাদের এই উদ্যোগ। কেউ নিয়ম ভাঙলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' নিয়মিত এমন অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

পরিযায়ীদের আনাগোনা কমেছে জলাশয়ে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : একসময় শহরের জলাশয়গুলিতে শীত পড়তেই দেখা মিলত হরেকরকম পরিযায়ী পাখির। কিন্তু বর্তমানে সেই ছবি হারিয়ে গিয়েছে। কিছু জলাশয় ভরে গিয়েছে কচুরিপানায়, কোথাও আবার ফেলা হচ্ছে আবর্জনা, আবার কোথাও জলাশয় দখল হয়ে গিয়েছে। আগে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ্বর ঝিল ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজ সংলগ্ন ঝিলে দেখা মিলত কটন টিল, মালার্ড সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখির। এইসব পাখির কলতানে ঘুম ভাঙত শহরের, কিন্তু সেসব দিন এখন প্রায় অতীত। তবে আশার কথা, কিছু পরিযায়ীর দেখা এবছরও মিলেছে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা ঝিলে।

পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, ঝিলগুলি পরিষ্কার করার জন্য বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ করা হয়নি। পরিবেশবিদ জীবনকৃষ্ণ রায় এবিষয়ে বলেন, 'এটি কেবল একটি ঝিলের মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার ঘটনা নয়, এটি শহরের বাস্তুতন্ত্র যে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে তা তুলে ধরছে। ঝিলগুলি পরিষ্কার করা হয় না, মাছ চাষ হয় না- পাখিরা আসবে কীভাবে?'

আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিও বিশ্বনাথ মজুমদার জানান, রত্নেশ্বর ঝিলের আয়তন এত বড় যে, ব্লক প্রশাসনের পক্ষে এটি পরিষ্কার করার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। জেলা প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া এই কাজ করা কঠিন। তিনি আরও বলেন, 'ব্লক ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগেই ঝিল সংস্কার হতে পারে।'

অভিযোগ, শহরের বেশকিছু ঝিল অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে।

শহরের এক জলাশয়ে পরিযায়ী পাখির দল।

পরিবেশকর্মীরা জানান, ঝিলের পাশে নির্মাণকাজ হওয়ার পাশাপাশি আবর্জনা ফেলার জন্য ঝিলগুলির সীমানা বদলে গিয়েছে। যার ফলে অন্যান্য বছরের চেয়ে এবছর এখনও পর্যন্ত অল্প সংখ্যক পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে শহরের জলাশয়ে।

> প্রশাসন যদি নিয়মিত ঝিলগুলি পরিষ্কার রাখা ও দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা করে তবে পরিযায়ী পাখিরা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ঝিলগুলি সংস্কার করলে সেখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।
>
> -ত্রিদিবেশ তালুকদার
> সম্পাদক, আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, '১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিলের কচুরিপানা ও আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।' ঝিল দখলের অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেন, 'কোনও ঝিল বা জলাশয় অবৈধভাবে দখল হয়নি। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।' আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'প্রশাসন যদি নিয়মিত ঝিলগুলি পরিষ্কার রাখা ও দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা করে তবে পরিযায়ী পাখিরা নিশ্চয়ই আসবে। ঝিলগুলি সংস্কার করলে সেখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে কয়েক বছরের মধ্যে এই অঞ্চলটি জলাশয়শূন্য হয়ে পড়বে।'

সন্তানদের মাথায় হেলমেটে অনীহা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : হয়তো একটু সাবধান হলে বেঁচে যেত সেই বছর সাতের শিলিগুড়ির শালুগাড়ার যশবর্ধন প্রসাদ। সম্প্রতি মায়ের সঙ্গে স্কুটারে স্কুল থেকে ফিরছিল সে। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তার। মাথায় হেলমেট থাকায় মা এ যাত্রায় বেঁচে যান। তবে সামান্য অসতর্কতায় প্রাণ হারাতে হয় শিশুটিকে।

তবে প্রশ্ন হল কেন বারবার অভিভাবকরা সন্তানদের হেলমেট পরাতে অনীহা প্রকাশ করছেন? আর কতই বা যশের মতো শিশুদের এভাবে প্রাণ হারাতে হবে। তবে চারদিকে যা-ই হোক না কেন, তা থেকে কোনওরকম শিক্ষা নিতে যে নারাজ অভিভাবকরা তা বুধবার শহরের রাস্তায় বেরিয়েই স্পষ্ট হয়ে গেল। কোথাও বাবা-শিশু কেউই হেলমেট পরেনি। আবার কোথাও শুধু অভিভাবকের মাথায় হেলমেট। এদিন কলেজ হল্ট থেকে অনেকে তাঁদের সন্তানকে নিয়ে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রবীর দত্ত হেলমেট না পরিয়েই সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই অকপটে তাঁর ভুল স্বীকার। পরে বলেন, 'সামনেই বাড়ি বলে আনতে ভুলে গিয়েছি।' তবে পরেরদিন থেকে তিনি হেলমেট পরাবেন বলে জানান।

শহরের চৌপথি থেকে কোর্ট মোড় যেতে অনেকগুলো সরকারি ও বেসরকারি স্কুল রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাস্তায় অসতর্কতার ছবি চোখে পড়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নিউটাউন মহাকালধাম এলাকায়। সেখানে প্রতিদিন দুপুরে স্কুল ছুটির পরই অভিভাবকদের দেখা যায় সন্তানদের বাইক বা স্কুটারের পেছনে হেলমেটবিহীন অবস্থায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেলমেট না পরানোর কারণ জানতে চাইলে হয় অভিভাবকরা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন নয়তো 'ভুলে গিয়েছি' বলে কাটিয়ে দিচ্ছেন। আবার অনেকে বাজারে ছোটদের জন্যও যে ছোট আকৃতির হেলমেট রয়েছে, সে বিষয়ে না জানার ভান করছেন।

এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ছোট মাথার কি সত্যিই দাম নেই?

এদিকে, পুলিশের সামনে দিয়ে এভাবে হেলমেটবিহীন অবস্থায় শিশুদের নিয়ে যাওয়া হলেও এই নিয়ে অভিভাবকদের সতর্ক করতে দেখা যাচ্ছে না তাদের বলে অভিযোগ। যদিও আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, 'বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিনিয়ত অভিভাবকদের এই বিষয়ে সচেতন করি। তবে কোনওরকম অজুহাত ছাড়াই অভিভাবকদের প্রথমে নিজেদের সতর্ক হতে হবে। আমরাও নজর রাখছি।'

উদ্বেগ প্রকাশ করছেন শিক্ষকরাও। এক বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন ঘোষের কথায়, 'অবশ্যই প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তাঁদের সন্তানদের হেলমেট পরিয়ে রাস্তায় নিয়ে বের হওয়া। আমরাও এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও সতর্ক করে থাকি। তবে তাঁদেরও নিজে থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

অভিভাবকের মাথায় হেলমেট থাকলেও শিশুর মাথায় নেই।

স্বেচ্ছায় বিজয় হাজারেতে রোকো

দাবি বিসিসিআইয়ের

ফিল্ডিংয়ের মাঝে ঋষভ পন্থের সঙ্গে হালকা মেজাজে ছিলেন রোহিত শর্মা। যদিও দিনের শেষে ম্যাচ হারল ভারত।

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : পরামর্শ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় কোচের সেই পরামর্শকে কার্যত নিয়মে পরিণত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে সবাইকে।

বোর্ডের এমন ফতোয়ার পরও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে ছিল সংশয়। তাঁরা কি আদৌ ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন? গতরাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রোকো জুটি তাঁদের নিজেদের রাজ্য দলের হয়ে চলতি মাসের শেষে শুরু হতে চলা সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। অন্তত তিনটি ম্যাচে বিরাটকে দিল্লির হয়ে, আর রোহিতকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেখা যাবে।

রোকোর সিদ্ধান্তের কথা গতরাতেই জেনে গিয়েছে দুনিয়া। সঙ্গে শুরু হয়েছিল নয়া জল্পনাও। কোচ গম্ভীর বা বিসিসিআইয়ের চাপে পড়ে কি রোকো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন? বাস্তব ঘটনা যাই হোক না কেন, আজ বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, কোনও চাপ বা কারও নির্দেশে রোহিতরা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন নয়। বরং ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা দুই ব্যাটার স্বেচ্ছায় বিজয় হাজারে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই বোর্ড কর্তা বলেছেন, 'রোকো স্বেচ্ছায় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের কেউ জোর বা বাধ্য করেছে, এমন নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওদের।'

এদিকে, রোকো জুটি ঘরোয়া বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আচমকাই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা বিরাট-রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখার জন্য দিন গোনা শুরু করে দিয়েছেন।

টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের জার্সি হাতে তিলক ভার্মা ও প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত শর্মা।

বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধনে রোহিত

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের আসর।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথ আয়োজক ভারত। কুড়িকুড়ির বিশ্বযুদ্ধের যে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে বুধবার উদ্বোধন হল ভারতের বিশ্বকাপের জার্সি। রায়পুরে অনুষ্ঠিত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচের ইনিংস ব্রেকে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জার্সি প্রকাশ্যে আনেন রোহিত শর্মা। সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় টি২০ দলের সদস্য তিলক ভার্মা।

স্থানীয় স্কুলের ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপের জার্সির বিশাল রেপ্লিকা নিয়ে মাঠের মাঝখানে। মাঠের ধারের পোডিয়ামে নতুন আকর্ষণীয় ব্লু জার্সি হাতে কুড়িকুড়ি বিশ্বকাপের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' রোহিত। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। বিরাট-স্পেশালের পর বিশ্বকাপ জার্সির প্রথম ঝলক চেটেপুটে নিল হাউসফুল গ্যালারি।

জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে রোহিত বলেছেন, 'আমরা প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম ২০০৭ সালে। দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দেড় দশকের বেশি সময় (২০২৪) অপেক্ষা করতে হয়েছে। মাঝের লম্বা সময়ে অনেক ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ট্রফি হাতে তোলার অনুভূতি স্পেশাল। আসন্ন বিশ্বকাপ হবে ভারতের মাটিতে। দলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। গোটা দেশ ওদের পাশে আছে। আমাদের বিশ্বাস, সবার সমর্থন ওদের সেরা খেলাটা খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে।'

ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলতে বর্তমানে লখনউয়ে রয়েছেন। সহ অধিনায়ক শুভমান গিল বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাবে ব্যস্ত। দুইজনের কেউ তাই আজ অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি।

৭ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত তাঁদের অভিযান শুরু করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ফাইনাল ৮ মার্চ। আহমেদাবাদ নাকি কলম্বো, কোথায় খেতাবি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করবে পাকিস্তানের ওপর। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে মেগা ম্যাচ হবে কলম্বোতে।

গিলকে সরিয়ে একের পথে বিরাট

এদিকে, চলতি সিরিজে দুরন্ত ফর্মের সুবাদে ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের পথে আরও এক ধাপ এগোলেন বিরাট কোহলি। শুভমান গিলকে সরিয়ে চার নম্বরে পৌঁছে গেলেন। শীর্ষস্থানে থাকা রোহিতের (৭৮৩ পয়েন্ট) থেকে ৩২ পয়েন্ট পিছিয়ে বিরাট। দুই ভারতীয় তারকার মাঝে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (দ্বিতীয়), আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান (তৃতীয়)।

চোটের জন্য মাঠের বাইরে থাকা শ্রেয়স আইয়ার রয়েছেন নবম স্থানে। বোলারদের বিভাগে সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব (ষষ্ঠ স্থানে)। রবীন্দ্র জাদেজা ১৪ নম্বরে। প্রথম তিন স্থানে রশিদ খান, জোফ্রা আর্চার, কেশব মহারাজ।

সার্ভিসেস ম্যাচে আজ নেই শাহবাজ

সৈয়দ মুস্তাক আলি

আজ শাহবাজ আহমেদের অভাব অনুভব করবে বাংলা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০-র এলিট গ্রুপ 'সি'-র লিগ টেবিলে বাংলা এখন দুই নম্বরে। চার ম্যাচে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে গুজরাট। বাংলা পিছিয়ে রানরেটে।

রানরেট আরও ভালো করার পাশে জয়ের ছন্দ বজায় রাখার লক্ষ্যে কাল সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা। তার আগে কিছুটা চাপ ও অস্বস্তিতে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। সৌজন্যে দলের অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। যিনি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য আজ সকালে হায়দরাবাদ থেকে শ্রীনগর উড়ে গিয়েছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে থাকছেন না দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক ক্রিকেটার শাহবাজ। তাঁর পরিবর্তে কাকে খেলানো হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে বাংলা শিবিরে। আগামীকাল সকালে খেলা শুরুর আগে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর, অলরাউন্ডার শাহবাজের বদলে বাড়তি ব্যাটার খেলাতে পারে বাংলা। শাহবাজের অনুপস্থিতিতে গ্রুপে সবার শেষে থাকা প্রতিপক্ষকেও তাই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শাহবাজকে কালকের ম্যাচে পাচ্ছি না আমরা। ফলে দলে রদবদল করতে হবে। একজন ব্যাটার খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সিদ্ধান্ত কাল খেলা শুরুর আগে হবে।'

পাঞ্জাব ম্যাচে চূর্ণ হওয়ার পর গতকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়ে ফিরেছে বাংলা। ওপেনার করণ লালের শতরানে জয়ে ফিরেছে বাংলা। এবার নকআউট পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পালা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'আমাদের কাছে বাকি থাকা সব ম্যাচই এখন ফাইনালের মতো। ফলে সব ম্যাচই এখন জিততে হবে।'

অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে অনুশীলনে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনের গাব্বায় গোলাপি বলের টেস্টে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ম্যাচ শুরু সকাল সাড়ে ৯টায়। খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

প্রয়াত মহম্মদ রহমতুল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : অতীতের নামী তারকা মহম্মদ রহমতুল্লা প্রয়াত। এদিন তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। দেশের জার্সি গায়ে তিনি মাত্র ১২টি ম্যাচ খেললেও তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচ। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৮ সালের এশিয়ান গেমস কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। হংকংয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ভারতের ৫-২ গোলে জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন রহমতুল্লা। ২টি গোল করেন তিনি। দেশের জার্সি গায়ে ওই বছরেই তাঁর অভিষেক হয় বার্মার (মায়ানমার) বিপক্ষে। তিনি ১৯৫৮ এবং '৫৯ সালে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের সদস্য ছিলেন। এছাড়া ১৯৫৭ থেকে '৬২ পর্যন্ত খেলেছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। মহমেডানের হয়ে ৬৯টি গোল তাঁর নামের পাশে। জিতেছেন কলকাতা ফুটবল লিগ, আইএফএ শিল্ড, ডিসিএম ট্রফি, রোভার্স কাপ, আগা খান গোল্ড কাপ সহ (ঢাকা) প্রচুর ট্রফি। মোহনবাগানের হয়ে ১৯৬৩ সালে এক বছর খেলেই জেতেন সিএফএল ও ডুরান্ড কাপ। এছাড়াও তিনি ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেন এবং খেলা ছাড়ার পর ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচও হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

জেবিজি কলকাতা ম্যারাথন

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : গত রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে '১০কে জেবিজি কলকাতা ম্যারাথন ২০২৫'। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০ হাজার দৌড়বিদ অংশ নেন এই রোড রেসে। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। ছিলেন বলিউড তারকা এবং জেবিজি রান ১০কে-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বরুণ ধাওয়ান। এই রোড রেসকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয় শহর কলকাতার রাজপথে।

শনিবার আসছেন দিমি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বুধবারও অনুশীলনে গরহাজির মোহনবাগানের অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আরও দুইদিন ছুটি নিয়েছেন তিনি। সেই ছুটি কাটিয়ে শনিবার কলকাতায় পা রাখবেন দিমি।

আজ আলোচনায় আইএসএল ক্লাবগুলি

মেগা বৈঠকে অচলাবস্থা কাটানোর আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শীর্ষ আদালত দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। তারমধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসলেও সত্যিই বেরিয়ে এল কোনও সমাধানসূত্র? পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষের কাছেই।

এদিন দেশজুড়ে বিমান বিভ্রাট। এদিকে, দিল্লিতে এদিনই ক্রীড়া দপ্তর লিগ শুরু করার বিষয়ে আলোচনায় ডাকে এআইএফএফ, আইএসএল, আই লিগ, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের। শুরুতেই ছিল আইএসএলের ক্লাবগুলির সভা। এই সভায় মোহনবাগান ছাড়া বাকি ক্লাবগুলি ছিল। যদিও বিমান বিভ্রাটের জেরে দেরিতে পৌঁছে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে শেষের বৈঠকে যোগ দেন মোহনবাগানের প্রতিনিধি বিনয় চোপড়া। এছাড়া আসতে পারেননি এফএসডিএলের দেবাং ভিমজিয়ানি। শেষপর্যন্ত দিল্লির প্রতিনিধিকে মন্ত্রীর সামনে হাজির করানো হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য নিজেও আগের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একেবারে শেষে সব স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে মিলিত বৈঠকে প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা করে জানতে চান এইরকম পরিস্থিতি কেন হল? তাতে মোটামুটিভাবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেন, গোটা বিষয়টি আদালতের অধীনে চলে যাওয়াতেই এতটা সমস্যা। কারণ তাতে প্রতিটি পদক্ষেপেই এগোতে দেরি হচ্ছে। এদিনের এই বৈঠকে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে এমনকি এও জানান, টাকা কমিয়ে দরপত্র নিতে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই। যদি আদালতের অনুমোদন থাকে। সবার বক্তব্য শোনার পর মান্ডব্য ক্লাবগুলিকে লিগ খেলার প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং তাঁরা যে দ্রুত আদালতের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন, সেকথাও জানান। ক্রীড়া দপ্তরের একটি সূত্র সংবাদসংস্থাকে জানান, 'মন্ত্রী সবার বক্তব্য শুনেছেন এবং তিনি সবাইকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এই অচলাবস্থা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। এদিনের বৈঠকে সবার মতামত জানাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।' খুব সম্ভবত শুক্রবার বা আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতকে রিপোর্ট জমা দেবে ক্রীড়া দপ্তর।

এদিন আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে এফসি গোয়া এবং বেঙ্গালুরু এফসি আলোচনার সময় নিজেরাই টাকা দিয়ে লিগ করার কথা বললে বাকিরা রাজি থাকলেও, তাতে প্রতিবাদ করে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো কয়েকটি দল। আবার আই লিগ ক্লাবগুলি আর্থিক এবং সময়ের সমস্যা এড়াতে দুটো লিগকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তবে শেষপর্যন্ত কী হবে তা এদিনের এই মেগা বৈঠকের পরও পরিষ্কার নয়। ক্লাব সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসছেন আইএসএল ক্লাবের কর্তারা। এরপরই হয়তো পরিষ্কার হবে ক্লাবগুলির ভবিষ্যৎও।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিংরা। বুধবার ফতোরদায়।

আজ ফাইনালে চোখ ইস্টবেঙ্গলের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর ঠিক ৩৫ দিনের বিরতি। বৃহস্পতিবার সুপার কাপ সেমিফাইনালে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে, মাঝের লম্বা বিরতির প্রসঙ্গ উঠতে তা একপ্রকার এড়িয়েই গেলেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তাঁর কথায় ঘুরে ফিরে এল ভারতীয় ফুটবলে টালমাটাল পরিস্থিতির কথা। কী বোঝাতে চাইলেন? দীর্ঘ বিরতির পর সেমিফাইনালে তাল কাটার আশঙ্কা করছেন কি তিনিও!

জয়কে নিয়ে ধোঁয়াশা

নকআউটের কথা মাথায় রেখে গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর সময় নষ্ট করেননি ব্রুজোঁ। গত প্রায় তিন সপ্তাহ প্রস্তুতিতে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন কেভিন সিবিলে, মিগুয়েল ফিগুয়েরো, বিপিন সিংরা। সেমিফাইনালের আগে সপ্তাহ খানেক সময় হাতে নিয়ে গোয়ায় পৌঁছেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এরমাঝে দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। ওই দুই ম্যাচে বড় জয় জানান দিচ্ছে, ছন্দেই রয়েছে মশাল বাহিনী। গোয়ায় অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন ব্রুজোঁর দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার জয় গুপ্তা। সেমিফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও এদিন কোচের পাশে বসেই জয় জানালেন, তিনি খেলার মতো জায়গায় রয়েছেন। তবে সূত্রের খবর, জয়ের বিকল্প হিসাবে লালচুংনুঙ্গাকে তৈরি রাখা হচ্ছে। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সম্ভাবত সিঙ্গল স্ট্রাইকারেই দল সাজাবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে স্প্যানিশ কোচের প্রথম পছন্দ হামিদ আহদাদ। হিরোশি ইবুসুকিকে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি। মাঝমাঠে মহম্মদ বশিম রশিদ, সাউল ক্রেসপো, মিগুয়েল ত্রয়ী। দুই প্রান্তে বিপিন ও নাওরেম মহেশ সিং। রক্ষণে কেভিন, আনোয়ার আলির সঙ্গে মহম্মদ রাকিপও একরকম নিশ্চিত। বৃহস্পতিবার ফতোরদার নেহরু স্টেডিয়ামে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফেবারিট হিসাবেই নামবে ইস্টবেঙ্গল। মুখোমুখি সাক্ষাতে পরিসংখ্যান লাল-হলুদের পক্ষে। যদিও এই মরশুমে বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে দিস্পেরিস প্যানাজিওটিসের পাঞ্জাব। বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে ৯০ মিনিটে রুখে দিয়ে টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতেছিল তারা। তাই সেমির লড়াইয়ে নামার আগে আরও সতর্ক অস্কার।

বিপক্ষকে নিয়ে লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ যে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেছেন তা বোঝা গেল। পাঞ্জাবকে নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, 'প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে ওরা। শেষ দুই সাক্ষাতে আমরা পাঞ্জাবকে হারিয়েছি, তা ভুলে মাঠে নামতে চাই।' নাম না করেই ব্রুজোঁ বললেন, প্যানাজিওটিসের দলের দুই ফুটবলারের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে মাঠে। তাদের একজন সম্ভবত পাঞ্জাব আক্রমণের অন্যতম সেরা অস্ত্র নসুঙ্গুসি এফিয়ং। আরও একটা বিষয় ইস্টবেঙ্গলের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে সেমিফাইনালে। গ্রুপ পর্বে কোনও গোল হজম করেনি পাঞ্জাব। সেখানে ঝুড়ি-ঝুড়ি সুযোগ নষ্ট করেছে ব্রুজোঁর দল।

একইদিনে অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া-মুম্বই সিটি এফসি। গ্রুপ পর্বে কেরালা ব্লাস্টার্স ও দিল্লি এফসি-কে হারালেও রাজস্থান এফসি-র কাছে হেরে যায় মুম্বই। অন্যদিকে, এফসি গোয়া সম্প্রতি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলায় ম্যাচের মধ্যেই রয়েছে। এই ব্যাপারটা কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখবে গোয়াকে।

সুপার কাপ সেমিফাইনালে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসি
সময় : বিকেল ৪টে

এফসি গোয়া-মুম্বই সিটি এফসি
সময় রাত ৮টা

স্থান : ফতোরদা

সম্প্রচার : সম্প্রচার স্টার স্পোর্টস খেল ও জিও হটস্টার

অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে দাপুটে জয় বার্সেলোনার

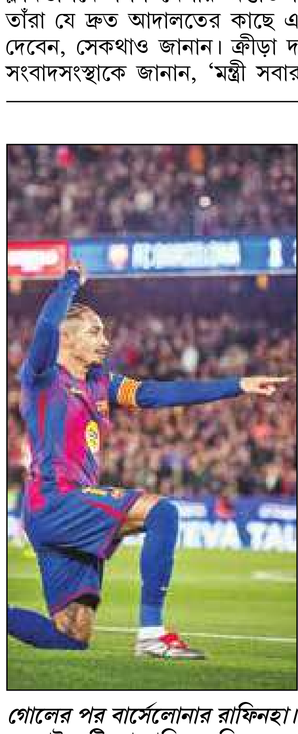

গোলের পর বার্সেলোনার রাফিনহা। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে।

বার্সেলোনা, ৩ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত জয়। লা লিগার শীর্ষস্থান আরও পাকাপোক্ত করে নিল বার্সেলোনা। লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই অ্যালেক্স বায়েনা গোল করে মাদ্রিদের ক্লাবটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চলতি মরশুমে একাধিকবার পিছিয়ে পড়ে জয় ছিনিয়ে এনেছে কাটালান ক্লাবটি। এই ম্যাচেও তাঁর অন্যথা হয়নি।

২৬ মিনিটে পেদ্রির পাস থেকে বার্সাকে সমতায় ফেরান রাফিনহা। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করেন লেওয়ানডস্কি। তবে ৬৫ মিনিটে ড্যানি ওলমোর গোলে প্রথমবার লিড নিয়ে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে ফেরান টোরেস অ্যাটলেটিকোর কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন।

দলের পারফরমেন্সে খুশি কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে মরশুমের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। গোল খাওয়ার পর আমরা হাল ছাড়িনি। শেষপর্যন্ত ম্যাচে ফিরে এসেছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'শনিবার রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে চাই। আমাদের লক্ষ্য এই মরশুমের বাকি সবক'টি ম্যাচ জেতা। সেটা খুব কঠিন হলেও আমরা চেষ্টা করব।'

দিল্লিতে আটকে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিমান বিভ্রাটের জেরে ব্যাহত ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলের নেপাল যাত্রা।

দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি ক্লাব নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ'। প্রতিযোগিতার আসর বসেছে নেপালে। যেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে গতবারের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। উইমেন্স সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে লাল-হলুদ প্রমীলা বাহিনীর প্রথম ম্যাচ ৮ ডিসেম্বর। প্রতিপক্ষ ভুটানের ট্রানসপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসি। ওই ম্যাচ খেলতে বুধবারই কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে কাঠমান্ডু পৌঁছানোর কথা ছিল অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলের। তবে বিমান বিভ্রাটের জেরে দিল্লিতে আটকে পড়েছে লাল-হলুদের মহিলা দল। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে নেপালের উদ্দেশে রওনা হবে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল।

যুব বিশ্বকাপের কোয়ার্টারে ভারত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর : সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষে ড্র করলেই চলত। সেই ম্যাচ ৫-০ গোলে জিতে যুব হকি বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করল ভারত।

বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ থেকেই প্রতিপক্ষকে গোল-বন্যায় ভাসিয়েছে ভারত। চিলিকে ৭-০ গোলে হারিয়ে শুরু। পরের ম্যাচে ওমানকে ১৭ গোল। পুলের শেষ ম্যাচে গোলসংখ্যা কমলেও একইরকম দাপট দেখাল ভারতের অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। এদিন জোড়া গোল করেন মনমিত সিং ও সারদানন্দ তিওয়ারি। একটি গোল করলেন ওমান ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা অর্শদীপ সিং। অন্যদিকে, গোলের নীচে প্রিন্স দীপ সিংয়ের ক্ষিপ্রতায় দুর্গ অক্ষত রাখল ভারত।

এই জয়ের সুবাদে সব ম্যাচ জিতে পুল 'বি'-এর শীর্ষে থেকে যুব বিশ্বকাপের শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করল ভারত। কোয়ার্টারে টিম ইন্ডিয়ার সামনে বেলজিয়াম। হকিতে বেলজিয়াম বরাবরই ভারতের শক্ত গাঁট। সম্প্রতি সুলতান আজলান শা কাপে বেলজিয়ামের কাছে দুইবার হেরেছে ভারতের সিনিয়ার হকি দল। ঘরের মাঠে তারই বদলা নেওয়ার সুযোগ যুব দলের সামনে।

বিরাট মৌতাতে জল ঢাললেন মার্করামরা

আরও একটা শতরান। ফের একবার এনগেজমেন্ট রিংয়ে চুমু। চেনা সেলিব্রেশনে বিরাট কোহলি।

ভারত-৩৫৮/৫
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩৬২/৬
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ উইকেটে জয়ী)

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : ৩৫৮ রানের পুঁজি নিয়েও হার!

বিদেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজিরে ফিকে বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের স্বপ্নের ব্যাটিং। রবিবার প্রথম ম্যাচে সাড়ে তিনশো টার্গেট দিয়েও কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছিল ভারত।

বুধবার রেহাই মেলেনি। ৩৫৮/৫ টার্গেট ছুড়ে দিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া! প্রায় অসম্ভব কাজটাই করে দেখালেন আইডেন মার্করাম (১১০), টেম্বা বাভুমা (৪৬), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৫৪), ম্যাথু ব্রিৎজকেরা (৬৮)। কুইন্টন ডি কক (৮) ফেরার পর বাভুমা-মার্করামের ১০১ রানের জুটি লড়াইয়ের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়।

লোকেশ রাহুলরা শত চেষ্টা চালিয়েও যা নেভাতে পারেননি। কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় ছন্নছাড়া ফিল্ডিং। একঝাঁক মিস ফিল্ডিং, ওভার থ্রোয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কুলদীপ যাদবের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের মার্করামের (৫৩ রানের মাথায়) ক্যাচ মিসের ভালোমতো খেসারতও চুকোতে হয়। দলগত প্রয়াসে যার ফায়দা তুলতে ভুলচুক করেনি একদা 'চোকার্স' দক্ষিণ আফ্রিকা।

দুর্ভাগ্য কুলদীপের। তিলক ভার্মা একবার মার্করামের ক্যাচ ধরেও ছক্কা আটকাতে তা মাঠের ভিতরে ছুড়ে দিতে বাধ্য হন। কথায় আছে, ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ দেয়। আজ যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে। হর্ষিত রানা-রুতুরাজ কম্বিনেশনে মার্করাম যখন ফেরেন ততক্ষণে সেঞ্চুরি পূরণ। ১৯৭/৩।

মার্করামকে ফেরানোর স্বস্তি সাময়িক। অসম্পূর্ণ কাজ পূরণের দায়িত্ব তুলে নেন ব্রেভিস, ব্রিৎজকে। ৩৬.১ (২৪৭/৩) ওভারে বল পরিবর্তনের 'ট্রিকস'-ও কাজে আসেনি। নিটফল, ভারতের জয় দেখতে আসা হাউসফুল গ্যালারিকে চুপ করিয়ে বিরাটের মঞ্চ দখল মার্করামদের। ভারতের সিরিজ জয়ের আশায় জল ঢেলে ৪ উইকেটে ভারত-বধে স্কোরলাইন ১-১ করে নিল বাভুমার দল।

ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম শতরানের পর রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

শতরান করে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করেন আইডেন মার্করাম।

অথচ, বিরাট-রুতুরাজের জোড়া শতরানের দৌলতে রায়পুরের দ্বৈরথে প্রথমপর্বে ভারতের একবগ্গা দাপট। গ্যালারিতে 'কিং ইজ ব্যাক', 'বিরাট কোহলি থাকলে সুপারম্যানের প্রয়োজন নেই' ব্যানার। কারও মতে, কোহলিয়ানা ছাড়া অসম্পূর্ণ ক্রিকেট!

মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে করেছিলেন ১৩৫। এদিন ১০২। ৫৩তম ওডিআই শতরানের পরতে পরতে 'ভিনটেজ' বিরাটের স্পর্শ। বর্তমান প্রজন্মকে ওডিআই ইনিংস গড়ার পাঠ পড়ানো। অনায়াসে ফিল্ডিংয়ে ফাঁকফোকর খুঁজে নিলেন। হাতিয়ার করলেন বলের গতিকে। ঝুঁকিহীন শটের ফুলঝুরি। ৫৩তম সেঞ্চুরির পর 'বিরাট-লাফে' বার্তা 'বিরাটরা সহজে ফুরিয়ে যায় না'।

দোসরের ভূমিকায় রুতুরাজ। মার্কো জানসেনদের শর্টবলের শুরুর অস্বস্তিটুকু সরিয়ে রাখলে স্পেশাল ইনিংস। পুরস্কারস্বরূপ অষ্টম ওডিআই ম্যাচে প্রথম শতরান। বিরাট (৯৩ বলে ১০২), রুতুরাজের (৮৩ বলে ১০৫) জোড়া সেঞ্চুরি, ১৯৫ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দিতে আগাগোড়া ভারতের ব্যাটিং বিক্রম।

ম্যাচের শুরুটা ভারতের চলতি টস-কাহিনী দিয়ে। একটানা ২০টি ম্যাচে টসে হার! হতাশা নিয়ে লোকেশ রাহুলের মজার জবাব- টস জয়ের প্র্যাকটিসও করেছি। কিন্তু...। টসে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি বাভুমা। ফলে, রাতের দিকে শিশিরের উপদ্রব, সহজ হয়ে আসা ব্যাটিং পরিস্থিতি হাতছাড়া। রায়পুরের দ্বৈরথে যা ভারতের কাঁটা হয়েও হাজির।

রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে ৩৪৯ রানের পুঁজিও একসময় কম মনে হচ্ছিল। প্রোটিয়া বিগহিটারদের সামনে কত স্কোর নিরাপদ, দোলাচল স্বাভাবিক। চিন্তা বাড়িয়ে দ্রুত ফেরত রোহিত শর্মা (১৪), যশস্বী (২২)। ৬২/২। এখান থেকে বিরাট-রুতুরাজের ১৯৫ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দি।

রুতুরাজের সবে অষ্টম ম্যাচ। প্রায় ২ বছর পর দলে ফেরার চাপ সরিয়ে সমান তালে তাল ঠুকলেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক। ফলস্বরূপ, বিরাটের সঙ্গে স্বপ্নের জুটি, প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ। ৩৪তম ওভারে পরপর দুই বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শতরানে পা।

চার ওভার পর মাহেন্দ্রক্ষণ। লং অনে বল ঠেলে দিয়েই বিরাটের ৮৪ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরানের দৌড়, আকাশ ছোঁয়া লাফ। গলায় ঝোলানো বিয়ের রিংয়ে চুম্বন। টানা দুই ম্যাচে শতরানে-কিং ইজ ব্যাকের হুংকার। শুধু শতরানে যে ইনিংসকে মাপতে যাওয়া ভুল।

হাফ সেঞ্চুরির পর শুধু ব্যাট তুলেছিলেন। উচ্ছ্বাসটুকু তুলে রেখেছিলেন শতরানের জন্য। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ছাপিয়ে রুতুরাজকে নিয়ে সাড়ে তিনশো পারের মঞ্চ গড়ে দেওয়া। বাউন্ডারির সঙ্গে খুচরো রানের ডালি সাজিয়ে ঘেঁটে দেন বাভুমাদের যাবতীয় বোলিং পরিকল্পনা।

কিন্তু বিরাটরা ফিরতেই রানের গতিতে ব্রেক। লোকেশ ডেথ ওভারে (৪৩ বলে অপরাজিত ৬৬) চেষ্টা চালালেও পুরোনো বলে জানসেনদের স্লোয়ার স্ট্র্যাটেজিতে আটকে যান ওয়াশিংটন সুন্দর (৮ বলে ১), রবীন্দ্র জাদেজারা (২৭ বলে অপরাজিত ২৪)। একসময় ৩৭৫-৩৮০ সম্ভাবনা থমকে যায় ৩৫৮/৫ স্কোরে। রুদ্ধশ্বাস টক্করে যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

ফিরলেন হার্দিক, শর্তসাপেক্ষে দলে গিল

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : চলতি একদিনের সিরিজের মাঝেই আজ ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজের দামামা বেজে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হয়ে গেল আজ। এশিয়া কাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন রিঙ্কু সিং। চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের দলে ফিরেছেন

বাদ রিঙ্কু

অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। কুড়ির ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের নামও রয়েছে ১৫ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াডে। সঙ্গে রয়েছে শর্তও। মাঠে ফেরার জন্য শুভমানের প্রয়োজন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ফিটনেসের শংসাপত্র। সিরিজ শুরুর আগে গিল সেই শংসাপত্র দিতে পারলে তবেই তাঁকে প্রথম একাদশের জন্য বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। টিম ইন্ডিয়ার বাকি স্কোয়াডে তেমন চমক নেই।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। তারপর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে। দুইদিন আগে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব শুরু হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়কের। কিন্তু তিনি এখন একশো শতাংশ ফিট কিনা জানা নেই কারোর। শুভমানের ফিট হওয়ার অপেক্ষায় জাতীয় নির্বাচকরাও। তাই তাঁকে শর্তসাপেক্ষে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, ৯ ডিসেম্বর সিরিজ শুরুর আগে শুভমান ফিট হতে না পারলে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসন টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস ওপেন করবেন।

ঘোষিত ভারতীয় দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক, সিওই-র তরফে ফিটনেসের শংসাপত্র প্রয়োজন), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

প্রথম টি২০
৯ ডিসেম্বর, কটক
দ্বিতীয় টি২০
১১ ডিসেম্বর, নিউ চণ্ডীগড়
তৃতীয় টি২০
১৪ ডিসেম্বর, ধরমশালা
চতুর্থ টি২০
১৭ ডিসেম্বর, লখনউ
পঞ্চম টি২০
১৯ ডিসেম্বর, আহমেদাবাদ

ফুলহ্যাম-সিটি ৯ গোলের থ্রিলার

প্রিমিয়ার লিগে ইতিহাস হাল্যান্ডের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ৯ গোলের থ্রিলার। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ৫ গোলের পালটা ফুলহ্যামের ৪ গোল।

ফুলহ্যামের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধে দাপট ছিল সিটির। ১৭ মিনিটে গোল উৎসবের শুরুটা করেন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। জেরেমি ডোকুর পাস বক্সের মধ্যে থেকে জোরালো ভলিতে জালে পাঠান তিনি। এই গোলেই ইতিহাস গড়লেন সিটি তারকা। ইংলিশ কিংবদন্তি অ্যালান শিয়েরারের নজির ভেঙে প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০ গোলের মালিক হলেন হাল্যান্ড। শুধু শিয়েরারই নয়, এই মাইলফলক গড়ার পথে হ্যারি কেন, থিয়েরি অঁরি, মহম্মদ সালাহর মতো একঝাঁক তারকাকে পিছনে ফেললেন নরওয়ের তারকা ফুটবলার।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোল করার পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

এদিকে, ম্যাচের ২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সিটির তিজ্জানি রেইনডার্স। প্রথমার্ধের একেবারে শেষবেলায় গোল করে ম্যান সিটিকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ফিল ফোডেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় অবশ্য একটি গোল শোধ করে ফুলহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল সিটির। ৪৮ মিনিটে ফোডেন ও ৫৪ মিনিটে ফুলহ্যামের স্যান্ডার বার্গ আত্মঘাতী গোল করায় ম্যান সিটির পক্ষে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-১।

ঠিক যে সময় মনে হচ্ছিল বিপক্ষের ম্যাচে ফেরার সব পথই বন্ধ হয়ে করে দিয়েছে সিটি, তখনই প্রত্যাবর্তন ফুলহ্যামের। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান কমান অ্যালেক্স আইওবি। এরপর ম্যাচ যত এগোল পেপ গুয়ার্দিওলার দলের রক্ষণে নাভিশ্বাস তুলে দিল ফুলহ্যাম। ৭২ ও ৭৮ মিনিটে পরপর দুই গোল করেন স্যামুয়েল চুকুয়েজা। শেষপর্যন্ত ১ গোলের ব্যবধান ধরে রেখে ৫-৪ গোলে ম্যাচ জিতল সিটিজেনরা।

এদিন অবশ্য হাল্যান্ডের দুটি শট পোস্টে প্রতিহত হয়। নইলে আরও গোল যেমন হত, তেমন বেশি ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়তে পারত ম্যান সিটি।

ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং।

১৯ রানে আটকে গেল দেশবন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জিটিএসসি ৯ উইকেটে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

৬ উইকেট সোনুর

মাঠে টসে জিতে দেশবন্ধু ১১.৪ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ১৯ রানে আটকে যায়। তাদের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৫৫ মিনিটে। দেশবন্ধুর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান পাননি। সোনুকুমার সিং ১৫ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অনিকেত সিংও (২/২)। জবাবে জিটিএসসি ১.৪ ওভারে ১ উইকেটে ২২ রান তুলে নেয়। প্রতাপ ঘটক ১২ রান করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে নবীন সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। সিয়াম কলেজের মাঠে মুখোমুখি হবে নবোদয় সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

ম্যাচ হেরে শিশিরকে দুষছেন লোকেশ

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : চাপে পড়লে কেঁপে যাওয়া।

অতীতে যা বারবার ভুগিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের নামের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল 'চোকার্স' বদনাম। টেম্বা বাভুমার এই প্রোটিয়া ব্রিগেডকে সেই তকমাতে বাঁধতে গেলে ভুল হবে।

অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারানো বদলে দিয়েছে দলের মানসিকতা। যে কোনও পরিস্থিতিতে জেতা সম্ভব, চলতি ভারত সফরে বারবার যা করে দেখাচ্ছেন। টেস্ট সিরিজে রূপকথার ক্রিকেট, যা অব্যাহত ওডিআই টক্করেও।

প্রথম ম্যাচে ৩৫০-এর জয় লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা। অল্পের জন্য হারলেও দুরন্ত লড়াইয়ে মাথা উঁচু করে ফিরেছিলেন মার্কো জানসেন, করবিন বশরা। আজ আর ট্র্যাজিক নায়ক নয়, দেশের বাইরে সর্বাধিক ৩৫৮-র রেকর্ড রান তাড়া জয়ের নজির!

প্রতিপক্ষের যে লড়াইকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেও হারের জন্য শিশিরকে দুষছেন লোকেশ রাহুল। ম্যাচের পর লোকেশ দাবি করেন, দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করাটা রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ে। মাত্রাতিরিক্ত শিশির পড়ছিল। প্রথম ম্যাচে প্রায় একই পরিবেশে বোলাররা সামলে নিলেও আজ তা হয়নি।

কোনও স্ট্র্যাটেজি কাজে এল না লোকেশের।

টস হারকে দূষছেন লোকেশ। একইসঙ্গে মানছেন, ২০-২৫ রান কম হয়েছে। বলেন, 'টসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৩৫০ যথেষ্ট ভালো স্কোর। কিন্তু গত ম্যাচের পরও যথাসম্ভব বেশি রানের কথা বলেছিলাম আমরা। কারণ রাতের দিকে শিশিরে বল ভিজে যাচ্ছে। কঠিন হয়ে যাচ্ছে বোলারদের কাজ।' পরপর দুই ম্যাচে টস হারের হতাশায় নিজেকেও 'লাথি' মারতে ইচ্ছা করছে লোকেশের।

হারা ম্যাচে দলের প্রাপ্তি রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং বিরাট কোহলির চলতি স্বপ্নের ফর্ম। লোকেশের মতে, 'রুতু যেভাবে ব্যাটিং করছিল, দেখাটা বেশ উপভোগ্য। পঞ্চাশ পূরণের পর ইনিংসের টেম্পো দারুণভাবে বজায় রাখল। আর বিরাটকে এরকম ইনিংস খেলতে আমরা ৫০-৫৫ বার দেখেছি। নিজের কাজটা ঠিকঠাক করে যাওয়া, এদিন তারই প্রতিফলন ওর ইনিংসে।'

৩৫৯-এর টার্গেট অতিক্রম! গর্বটাই ঝরে পড়ল বাভুমার কথায়। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'অবশেষে লাইনটা অতিক্রম করতে পারলাম আমরা। দারুণ খুশি। ব্যাটিং-বোলিং, দুই বিভাগেই উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে এই ম্যাচে খেলতে নেমেছিলাম। ব্যাটিংয়ে আইডেন মার্করামের পর ম্যাথু ব্রিৎজকে লম্বা পার্টনারশিপ গড়ল। সঙ্গে পরিণত ব্যাটিংয়ে বশের ফিনিশিং। ভারতের বিরুদ্ধে রেকর্ড রান তাড়া করে জয়। অবিশ্বাস্য ম্যাচ।'

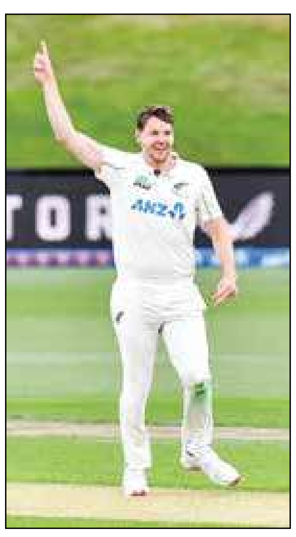

৫ উইকেট নিয়ে জ্যাকব ডাফি।

প্রথম টেস্টে সুবিধায় কিউয়িরা

ক্রাইস্টচার্চ, ৩ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৯৬ রানের লিড পেয়েছে নিউজিল্যান্ড।

প্রথমদিনের শেষে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ৯ উইকেটে ২৩১ রান। দ্বিতীয় দিনে কোনও রান যোগ হওয়ার আগেই শেষ উইকেটটি হারায় কিউয়িরা। এরপর প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড। শাই হোপ (৫৬) ও তেগনারায়ণ চন্দ্রপল (৫২) ছাড়া কেউ লড়াই করতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে ৩৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট দখল করেন জ্যাকব ডাফি। এছাড়া ম্যাট হ্যানরি ৩টি ও জাক ফোকস ২টি উইকেট পান।

প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৩২ রান সংগ্রহ করেছে নিউজিল্যান্ড। ক্রিজে রয়েছেন ডেভন কনওয়ে (১৫) ও অধিনায়ক টম ল্যাথাম (১৪)।

কোয়ার্টার ফাইনালে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ৮ উইকেটে কোচবিহারকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে কোচবিহার প্রথমে ৪৫ ওভারে ৮৫ রানে গুটিয়ে যায়। পিয়ালী রায় ২৬ রান করে। দিয়া দত্তর অবদান ১৭। ম্যাচের সেরা দিয়া সিংহ ১১ রানে ফেলে দেয় ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে শিঞ্জিনী সরকারও (২২/৩)। জবাবে শিলিগুড়ি ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। শিঞ্জিনী ২৮ রান করে। পূর্বিতা মণ্ডলের অবদান ১৪। সমৃদ্ধি গুহ রায় ১০ রানে পেয়েছে ১ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় শিলিগুড়ির দিয়া সিংহ। বালুরঘাটে বুধবার।

নীতীশের দাপুটে শতরান

ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার তরুণ তীর্থ ২১৭ রানে বান্ধব সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে তরুণ তীর্থ ৩৯ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার ১৩৮ রান করেন। আমন রাউত ও সৌরভ দাশগুপ্তের অবদান যথাক্রমে ৫৭ ও ৪৮। কৃষ্ণেন্দু রায় ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বান্ধব ৩০.৪ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। রিয়াংশ আগরওয়াল ১৯ রান করেন। আমন রাউত ৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সমীরণ শর্মাও (৪/২)। বৃহস্পতিবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়াইএমএ।

ম্যাচের সেরা হয়ে উল্কা ক্লাবের বক্সার প্রধান।

ওয়াইএমএ-কে হারাল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে ওয়াইএমএ-কে। ২০ মিনিটে টোকা আচুমি এবং ২৫ মিনিটে মুকেশ তামাংয়ের গোলে ২-০ স্কোরে এগিয়ে যায় উল্কা। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ৩-০ করেন লাইভাং বোহাম। ওয়াইএমএ-র গোলস্কোরার সুরচন্দ্র সিং ও সোনাম জাংপো ভুটিয়া। ম্যাচের সেরা হয়ে উল্কার বক্সার প্রধান পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। বৃহস্পতিবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

বিধানের জার্সি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার অভিযান শুরু করবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। প্রতিযোগিতার জন্য বুধবার নতুন জার্সি উন্মোচন করল বিধান স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাবের সচিব বাবলু তালুকদার জানিয়েছেন, অভিষেক সিকদারের তত্ত্বাবধানে এবারের দল গঠিত হয়েছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অভিজিৎ মজুমদার।

জার্সি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব।

ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : আশ্রম পাড়ার ডুয়ার্স ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে বুধবার বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলেন প্রকাশ পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হেড কোচ বিশাল দাস। ডুয়ার্স ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির সচিব ইলিয়াস হোসেন বলেছেন, 'চলতি বছরে আমাদের অ্যাকাডেমি থেকে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। খেলবে স্কুল গেমসেও। তাদের জন্যই এদিন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। আগামী মাস থেকে জাতীয় স্তরের কোচ এনে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।'

কলম্বোয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জুন-জুলাইতে হবে এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। শেষবার চ্যাম্পিয়ন ভারত নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে পারে কিনা সেটাই দেখার। সাফ থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করাতে চাইবেন কোচ খালিদ জামিল। তবে এই টুর্নামেন্টে জুনিয়ার দলের খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

বকুলের ৩ শিকার

ক্রান্তি, ৩ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রয়্যাল ক্রান্তি ক্যাপিটাল ৪৫ রানে হারিয়েছে ফিনিক্স একাদশকে। প্রথমে রয়্যাল ক্রান্তি ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। মমিনুল ইসলাম ৪০ ও আজগর আলি ২৮ রান করেন। অভিজিৎ সেন পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে ফিনিক্স ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০০ রানে আটকে যায়। অর্ণব দাসের অবদান ২৯ রান। ম্যাচের সেরা মহম্মদ বকুল ৩ উইকেট নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নামবে রিফাত এন্টারপ্রাইজ মসজিদ মোড় ও ভৌকাল ব্রিগেড।

সচিব থেকে গেলেন সঞ্জীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার হল। দুই বছরের নতুন কমিটিতে সচিব থেকে গেলেন সঞ্জীব ঘোষ। সভাপতি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস। সহ সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া সেন মজুমদার। সহ সচিব সুবীর দে। কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সাহা। কমিটির বাকি সদস্যারা-দুর্জয় ঘোষ, মিহির সরকার, রাজা দাশগুপ্ত, প্রণব কর্মকার ও শিবু চক্রবর্তী।

প্রথম ডিভিশনে জয়ী আসাম মোড়

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব ৫ উইকেটে হারিয়েছে ধূপগুড়ি ডিসিএ-কে। প্রথমে ধূপগুড়ি ১০৭ রানে সব উইকেট হারায়। অভিকাদিত্য রায়ের অবদান ৩৭ রান। সুদর্শন বিশ্বাস এবং ধীরাজ রায় ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে আসাম মোড় ২১তম ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অর্ণব দাস ২৯ রান করেন। সজীব দাস ৩০ রানে ৩ উইকেট নেন।

প্রথম ডিভিশন শুরু ৭ ডিসেম্বর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ৭ ডিসেম্বর থেকে। এবার আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, বীরপাড়া মিলিয়ে ৪টি মাঠে খেলা হবে। অংশ নেবে ৩২টি দল। উদ্বোধনী ম্যাচে আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের মাঠে খেলবে প্লেয়ার্স ইলেভেন ওআইসিসিসি ও রাইজিং স্টার।

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট নেই

নতুন শোরুম বারুইপুর ♦ ৭৯০, কুলপি রোড, শিবানীপীঠ, ২১৮ বাস স্ট্যান্ডের পাশে, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন: ৯১৪৭৩ ৮৬০৯২

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ৯১৪৭১ ৮২০১৪ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বউবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া রঘুনাথপুর - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ তমলুক - ৬২৯২৩ ৩৪২৭২ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১। এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন

Page29/AJ/1125